নারায়ণ

PRINTED BY K. L. MAITY, AT THE
"PONCHANON PRESS"
25/3 Taruck Chatterjee Lane,
CALCUTTA.

নারায়ণ

(পৌরাণিক নাটক)

সাহিত্যরত্নোপাধিক

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

"শ্রীদুর্গা-অপেরা-পার্টিতে" অভিনীত।

—নির্ম্মল-সাহিত্য-মন্দির—

২৭।২ নং তারক চাটার্জ্জীর লেন, কলিকাতা।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৪৭ সাল।

মূল্য ১৸০ সাত সিকা।

পরম স্নেহাস্পাদ ভাগিনেয়

শ্রীমান্ রামসুন্দর ভট্টাচার্য্যের

কর-কমলে

শত কামনার তুমি স্নেহাধার
আসিয়াছ যদি পথ ভূলে।
অমর হইয়া থাক চির হেথা
পিতা ও মাতার কোলে।
অদেয় তোমারে নাহি কিছু মোর,
তুমি যে সবার স্নেহের ধন।
দিনু তাই আজি শ্রেষ্ঠ রতন
চির-সাধনার "নারায়ণ"।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
তোমার **মাতুল**

ভূমিকা

আসন্ন মৃত্যুকালে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণে যে মহাপাপীর মুক্তি, পিতৃ-মাতৃভক্ত অজামিলই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; সেই অমর দৃষ্টান্তের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত এই "নারায়ণ" নাটকখানি।

অজামিলের অপূর্ব্ব পিতৃ-মাতৃসেবা দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রাণ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো—তাঁর সেই দেবত্বকে টলিয়ে দিলে দূর ভবিষ্যতের পথে অজামিলের মহাব্রত এসে—ইন্দ্রত্ব বুঝি আজামিল লাভ করবে সেই মহাব্রতের বিনিময়ে। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গবেশ্যা মেনকার ডাক পড়লো; ইন্দ্রের আদেশে মেনকা গেল অজামিলকে কুপথে টেনে আন্‌তে মানবী বেশ্যা মোহিনী নাম ধারণ ক'রে। অজামিলের সর্ব্বস্ব গেল, দাঁড়ালো এসে পাপের পূর্ণ মূর্ত্তিতে নরঘাতী দস্যুর আচারে; তারপর শ্রীভগবানের "নারায়ণ" নাম উচ্চারণে অজামিলের মহামুক্তি।

নারায়ণ নাটকখানির অভিনয়ের সময় অজামিলের ঘটনা নিয়ে আরও ডুই একখানি নাটক অপর নাট্যকারের দ্বারা রচিত হয়েছিল; কিন্তু আজ "নারায়ণ" তাঁর নামের মাহাত্ম্য দেখাতে সমস্ত অন্তরায় দূর ক'রে জয়ের আসনে উপবেশন করেছেন। তবে তাঁর উপবেশনের মূলে প্রধান পূজারী নাট্যরথী শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীল মহাশয়; সুতরাং তিনি নারায়ণের আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রে নাট্যকলার উন্নতি সাধন করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা। ইতি—

গ্রন্থকার

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

ইন্দ্র, ব্রহ্মতেজ ও নারায়ণ।

অজামিল	...	...	নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ।
রুদ্রকান্ত	...	...	কুশীদজীবী।
চন্দ্রনাথ	...	...	ঐ পুত্র।
পুণ্ডরীক	...	...	ঐ কনিষ্ঠ।
সত্যনাথ	...	...	পুণ্ডরীকের পুত্র।
দলু	...	...	চণ্ডাল সর্দ্দার।
জয়সেন	...	...	কান্যকুব্জরাজ।
বলাদিত্য	...	...	ঐ সেনাপতি।
সুফল	...	...	ছদ্মবেশী নারায়ণ।

নিরঞ্জন, অন্ধক মুনি, চণ্ডালগণ ও সৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রেণুকা	...	...	অজামিলের স্ত্রী।
কল্যাণী	...	...	পুণ্ডরীকের স্ত্রী।
অন্ধকা	...	...	অজামিলের জননী।
মেনকা	...	...	স্বর্গবেশ্যা।

ভক্তি, পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ ও নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

নারায়ণ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্যপথ।

পুষ্পচয়ন করতঃ গীতকণ্ঠে বনবালাগণ গাহিতেছিল।

বনবালাগণ।—

গীত

ফুলরাণী! ফুলরাণী!
তুই ওই না ফুটে ঘোমটা খুলে দুলিয়ে ঢাক অঙ্গখানি॥
ভ্রমরা-বধুর আকুল তৃষা, ব্যাকুল প্রাণের রঙিন নেশা,
নিঝুম রাতের চাঁদের আলোয়
কর্ না লো দূর চুম দানি॥
ফিরে ফিরে যায় আজ লো তারা,
ফুটবি কবে ওলো তোরা,
ঘোমটা খুলে আড়নয়নে
বুকের মাঝে নে না টানি॥

[সকলের প্রস্থান।

পুষ্পসাজিহস্তে অজামিলের প্রবেশ।

অজামিল। সাকার দেবতা পিতা,
দেবী মাতা অবনিমাঝারে।
রুদ্ধ ভাষা, নাহি মন্ত্র যোগ্য অর্চ্চনায়
বেদ ও বেদান্তে ঋষির পুরাণে।
অতুল ঐশ্বর্য্য, অপার সম্পদ,
কি ছার ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব,
সে তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ
সুবাঞ্ছিত পিতৃ-মাতৃপদে।
কিন্তু হায়! সংসারের বৈষম্য-আচারে
সেই পিতা মাতা
ভাসে সদা আঁখিনীরে
সন্তানের নির্ম্মম-প্রহারে।
যাঁদের করুণ কম অমিয় নিঃশ্বাসে
বর্দ্ধিত সন্তান,
হীন অপমান তাঁদেরি অদৃষ্টে।
হা ভারত! একদিন শ্যাম বক্ষে তব
জনক জননী তরে
ছুটেছিল ভক্তিস্রোত অনন্ত আবেগে,
কিন্তু হায়! আজি সেই ভক্তি শ্রদ্ধা,
অন্তর্হিত পাপের প্রতাপে।

অস্তমিত এবে দিনকর,
পিতৃ-মাতৃবন্দনার আগত সময়।

[প্রস্থানোদ্যত]

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। দাঁড়াও ব্রাহ্মণ!

অজামিল। কে তুমি?

ইন্দ্র। তোমার শত্রু।

অজামিল। আমার শত্রু? এ যে এক অসম্ভব বিস্ময় নিয়ে আমার চক্ষুর সম্মুখে এসে দাঁড়ালে তুমি! আমি কল্পনায় আনতে পারছিনে, কই—আমি তো ভুলেও কোন দিন কারো উপকার করি নি।

ইন্দ্র। না—না, তুমি আমার শত্রু। উদয় হয়েছ কাল ধূমকেতুর মত আমার ভাগ্যাকাশে—উন্মাদ করেছে আমায় ভবিষ্যতের দারুণ দুশ্চিন্তায়—ভুলিয়ে দিয়েছে আমার কর্ত্তব্যের নীতি; তাই আজ আমি কৃতসঙ্কল্প শত্রুনিপাতে ছলে—বলে—কৌশলে।

অজামিল। বড় ভুল করেছ বন্ধু! আমি ব্রাহ্মণ—দীন-দরিদ্র ভিক্ষাজীবী। নীরবে সহ্য করছি আজীবন ভাগ্যের দুর্নিবার অত্যাচার। দেখেছি কুবেরের অনন্ত ধন-ভাণ্ডার —পেয়েছি অভাবের শত সহস্র কশাঘাত—কেঁদেছি শুষ্ক-কণ্ঠে আকুল তৃষায়, তবু ফেরে নি জীবনের লক্ষ্য দৈহিক

সুখের আশায় অপরের অহিত সাধনায়। আমার মানবত্ব আমি নিজেই রক্ষা ক'রে আস্‌ছি প্রকৃতির শত সহস্র ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য ক'রে।

ইন্দ্র। তবুও তুমি আমার শত্রু।

অজামিল। সত্যই যদি তাই হয়, সত্যই যদি অজামিল অজ্ঞাতে কারও শত্রুতা সাধন ক'রে থাকে, তার জন্য আমি দণ্ড নিতে প্রস্তুত। ইচ্ছামত আমায় দণ্ড দিয়ে শত্রুতা সাধনের প্রতিশোধ নিতে পারো, তার জন্য ব্রাহ্মণনন্দন অজামিল একটী কাতর নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'র্ব্বে না সেই দণ্ডদানের প্রতিকূলে।

ইন্দ্র। জানো আমি কে?

অজামিল। জানি—আমার পরম বন্ধু।

ইন্দ্র। আমি স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র।

অজামিল। [সবিস্ময়ে] স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র! না—না, তাও কি সম্ভব? যিনি ত্রিলোকবন্দিত স্বর্গেশ্বর, অমিত বিক্রমশালী, তিনি আজ দস্যুর প্রতিমূর্ত্তিতে আবির্ভূত একজন দুর্ব্বল নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে বধ কর্‌তে? অসম্ভব! সত্যই যদি তাই হয়, তা হ'লে তাঁরও স্মরণ থাকা চাই, এই ব্রাহ্মণের বুকের অস্থি একদিন দেবরাজের দুর্ভাগ্যদলনে সক্ষম হয়েছিল।

ইন্দ্র। অজামিল! নিশ্চয় তুমি পিতা মাতার মনস্তুষ্টি সাধন ক'রে ভবিষ্যতে যদি ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা ক'রে ব'সো, সেই আশঙ্কায়—

অজামিল। সেই আশঙ্কা? কোথায় চলেছ দেবরাজ এক অলীক স্বপ্নের মোহে আত্মহারা হ'য়ে? পড়্‌বে যে!

ইন্দ্র। ক্ষতি নাই, তবু নিষ্কণ্টক হ'তে চাই।

অজামিল। দেবরাজ! আপনি যে দেবতা। দেবতার কীর্ত্তি-কলাপ দর্শন ক'রে ত্রিদিব আর্ত্তকণ্ঠে কেঁদে উঠ্‌বে; কেউ আর ভুলেও দেবে না তাদের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দেবতার পুণ্য চরণে। স্নেহ ভালবাসা অনুরাগ মুক্তহস্তে বিলিয়ে দিয়ে দেবত্বের মহিমা দেখিয়ে দিন, তা হ'লে দেখ্‌বেন—আপনার ইন্দ্রত্ব অচল হ'য়ে থাক্‌বে যুগ-যুগান্ত কাল।

ইন্দ্র। আমি তোমায় বধ কর্‌বো আজ।

অজামিল। আমি মর্‌তে প্রস্তুত দেবরাজ! হ্যাঁ—তবে আমি যে সেই যুগল অন্ধ-দম্পতির একমাত্র সম্বল! ভগবান! দেখো—যেন তাঁরা আমার অভাব অনুভব না করে।

ইন্দ্র। তবে দাঁড়াও স্থির হ'য়ে ব্রাহ্মণ! নির্ব্বাপিত হ'য়ে যাক্ তোমার জীবন-প্রদীপ আমার এই ভীম বজ্রে—

[বজ্র উত্তোলন]

সহসা গীতকণ্ঠে নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন।—

গীত।

তুমি ডুব দিও না অতল জলে ওরে অন্ধ!
বিষের জ্বালায় জ্বল্‌বে কেন কর্‌বে খেয়া বন্ধ॥

মোহের ঘোরে স্বরূপ দেখে,
উঠ্‌ছো কেন বিফল জেগে,
হয় ভাল কি কভু কারো কর্‌লে পরের মন্দ॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। [স্বগত] একি! সারা অঙ্গটা যে থরথর ক'রে কেঁপে উঠ্‌ছে! চতুর্দ্দিকে নৈরাশ্যের অট্টহাসি! সৃষ্টির এ কি বৈলক্ষণ্য! না—না, শক্রনিপাত—শক্রনিপাত! একি আত্ম-দানের সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা! ধীর—স্থির—অচঞ্চল! অজামিল—অজামিল! তুমি যে আমায় অবাক কর্‌লে! কাজ নেই; আমার ইন্দ্রত্বরক্ষার কঠোর নীতি যে আজ তোমার ঐ পদতলে লুণ্ঠিত হ'তে চায়। থাক্—

অজামিল। সে কি দেবরাজ! চম্‌কে উঠলেন যে? পার্‌লেন না? যদি শক্তির বহির্ভূত হয়, তবে আমায় অস্ত্র দিন, আমি নিজেই মর্‌ছি।

ইন্দ্র। পার্‌বে?

অজামিল। নূতন হবে না দেবেন্দ্র! আবহমান কাল ব্রাহ্মণের চরিত্র ধর্ম্ম সৃষ্টির বক্ষে সমভাবে বিরাজিত।

ইন্দ্র। ধর তবে এই অস্ত্র—[অস্ত্র প্রদান]

অজামিল। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥
জননী জীবনদাত্রী স্বর্গাদপি গরীয়সী।

[আত্মদানে উদ্যত]

সহসা ত্রিশূলহস্তে ভক্তির আবির্ভাব, ইন্দ্রের সভয়ে পলায়ন, ভক্তির অন্তর্দ্ধান।

অজামিল। [আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া] পলকে সৃষ্টির বুকে স্রষ্টার একি অভিনব লীলার মহিমা! কোথায় গেলে দেবরাজ! এস—এস, আমার জীবন নিয়ে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের শঙ্কা দূর কর। আমি তুচ্ছ মানব হ'লেও অম্লানবদনে জীবন পরিত্যাগ ক'রে জাতীয় গৌরব চির-অমর রেখে যাবো। কই—কোথা গেলে তুমি? [প্রস্থানোদ্যত]

সুফলের প্রবেশ।

সুফল। ওগো! আমার কেউ নেই—আমায় একটু স্থান দেবে?

অজামিল। কে তুমি বালক এই অরণ্যপথে একাকী?

সুফল। আমি গরীবের ছেলে, আমার কেউ নেই; যে আমায় আদর ক'রে ডাকে, আমি তারই কাছে থাক্‌তে ভালবাসি।

অজামিল। তুমি আমাদের ঘরে থাক্‌তে পার্‌বে বালক? আমরাও যে গরীব, কোন দিন জোটে, কোন দিন জোটে না। বড় কষ্ট বালক! সহ্য কর্‌তে পারবে? তবে আমরা তোমায় অনাদর কর্‌বো না, বুকে ক'রে রাখ্‌বো আপনার মত ক'রে।

সুফল।—

গীত।

ওগো গরীবের ঘরে খুদ খেতে আমি বড় ভালবাসি।
তার ভাঙ্গা ঘরখানি আলো ক'রে তুলি
ছড়াই জোছনারাশি॥
টাকাকড়ি যেথা নাহি থাকি সেথা,
অভাবের মাঝে বাঁশরী বাজাই,
অভাবের মাঝে আসি, অভাবেতে আমি হাসি,
অভাবেতে আমি ভাসি॥

অজামিল। তবে কে তুমি বালক? না—না, যেই হও তুমি, চলো—চলো, এই দীন হীন ব্রাহ্মণের জীর্ণ কুটীর আলো ক'রে তুল্‌বে চলো।

[সুফলকে বক্ষে ধারণ করতঃ প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রুদ্রকান্তের বহির্ব্বাটী।

গীতকণ্ঠে ভিক্ষুকগণের প্রবেশ।

ভিক্ষুকগণ।—

গীত।

হে দীনবন্ধু দীনতারণ।
নবীন নীরদতনু বিপদবারণ॥
মধুর-মুরলীধারী, ত্রিলোক-আলোককারী,
সুর-নরবন্দিত ত্রিতাপনাশন॥
জয় কলুষনাশক, ভবজলভেলক,
সন্তাপ-তাপহারী তারণ-কারণ।

রুদ্রকান্তের প্রবেশ।

রুদ্রকান্ত। টাকা—টাকা—টাকা! কেবল চাই টাকা। টাকাই ধর্ম্ম—টাকাই কর্ম্ম—টাকাই পুণ্য—টাকাই মোক্ষ—টাকাই ইহকাল-পরকাল—টাকাই সব। টাকার জন্য রুদ্রকান্ত সব করতে পারে—টাকার জন্য গায়ের রক্ত পর্য্যন্ত দিতে পারে। কেবল চাই টাকা। ভাইকে ফাঁকি দিয়েছি—বাড়ী থেকে তাড়িয়েছি, বেশ করেছি; লোকের কথার আমি তোয়াক্কা রাখিনে। নিন্দে করে তো আমার ব'য়েই গেল।

আরে, এ সব কি? এ ব্যাটারা এখানে কেন? দিব্যি গতর —এক একজনকে সাতটা বাঘে খেতে পারে না! এখানে কেন বাবা?

ভিক্ষুকগণ। আমরা ভিখারী, কিছু ভিক্ষা চাই।

রুদ্রকান্ত। ওরে বাপ্ রে—ভিক্ষা! সে আবার কি? কই বাবা, তোমাদের মধ্যে তো কেউ কাণা খোঁড়া নেই! ভিক্ষে কেন বাবা? সখ বুঝি? খেটে খুটে খাওগে না মাণিকরা! খ'সে পড়—খ'সে পড় বাপধনরা! এটা রাম বাড়ুয্যের ভিটে, এক ছিদাম নেহি মিলেগা।

মদের বোতলহস্তে চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

চন্দ্রনাথ। বোতলে আর এক ফোঁটাও মাল নেই বাবা! টাকা জল্‌দি বোলাও। নেশার মৌতাত ব'য়ে যায় যে মাণিক! ক্ষুধার সময় ব'য়ে গেলে কি আর সুধা দিলে ভাল লাগে?

রুদ্রকান্ত। দূর হ কুলাঙ্গার! এক কড়াও পাবিনে। টাকা সস্তা কি না!

চন্দ্রনাথ। কি বাবা, অত রসিকতা কর্‌ছো কেন চাঁদ? তোমার তো আর টাকার অভাব নেই! লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে সুদের সুদ তস্য সুদে বেশ তো কামিয়েছ। অত টাকা কি কর্‌বে বাবা? তুমি পটোল তুল্‌লে একটী কড়াও তোমার খাটিয়ার সঙ্গে বেঁধে দোবো না।

ভিক্ষুকগণ। দয়া ক'রে আমাদের কিছু ভিক্ষে দাও না বাবা!

চন্দ্রনাথ। তোমরা আবার কে বাবা, ভিক্ষে চাইতে এসেছ? ম'রে যাই! [রুদ্রকান্তের প্রতি] কি বাবা বুড়ো ভূষণ্ডি! এদেরও কি অষ্টরম্ভার ব্যবস্থা করেছ না কি? দাও না কিছু ভিক্ষে! আহা, ওরা কত আশা ক'রে এসেছে।

রুদ্রকান্ত। না—না, আমি ভিক্ষে দেবো না।

চন্দ্রনাথ। তা কেন দেবে চাঁদ! ভয়ানক অকল্যাণ হবে তোমার। যাক্, ওহে বাপুরা! আমার এই আংটীটা নিয়ে যাও; নেশাখোর মাতাল হ'লেও আমি মানুষ বাবা! [অঙ্গুরী দান]

[জয়ধ্বনি করিতে করিতে ভিক্ষুকগণের প্রস্থান।

রুদ্রকান্ত। এঁ্যা! কি কর্‌লি—কি কর্‌লি কুলাঙ্গার! সোনার আংটিটা ওদের দিয়ে দিলি? কুপুত্তুর—কুপুত্তুর! বেরো বল্‌ছি—আজ থেকে তুই আমার তেজ্যপুত্তুর! বেরো! হায়-হায়-হায়, এক গাদা টাকা দাম!

চন্দ্রনাথ। তা না হয় হ'লো; কিন্তু টাকা দেবে কি না, তাই ব'লে ফেল। টাকা আমার চাই! আজ টাকা না পেলে আংটিটা বেচ্‌তুম শেষে, কিন্তু ওদের না দিয়ে থাকৃতে পার্‌লুম না। পরকালের একটু কাজ কর বাবা! আজীবন লোককে কেবল ফাঁকি দিতেই শিখেছ। নাও—

একটু তরল খেয়ে মনের গরল নষ্ট ক'রে ফেল। [বোতল ঢালিতে গিয়া] দূর ছাই, এক ফোঁটাও যে নেই!

রুদ্রকান্ত। ওয়াক্! থু-থু-থু! হারামজাদ! নেকালো—নেকালো! একটা টাকাও পাবিনে। টাকার মূল্য তুই কি বুঝবি রে কুলাঙ্গার? যার টাকা নেই, জগতে তার কেউ নেই।

চন্দ্রনাথ। তা হ'লে দেবে না?

রুদ্রকান্ত। না—না—না।

চন্দ্রনাথ। আলবৎ তোমায় দিতে হবে, নইলে তোমায় খুন করবো। মাত্র টাকার জন্য তোমায় খাতির ক'রে বাবা ব'লে ডাকি, নইলে কোন দিন তোমায় পগার পার ক'রে দিয়ে আস্তুম। তোমার জন্যে মা আমার কাঁদ্তে কাঁদ্তে ম'রে গেল। কাকা কাকিমা তারাও আজ বাস্তু-ভিটে ত্যাগ ক'রে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে। ওঃ—তুমি কি নিষ্ঠুর পাষণ্ড! ভাই হ'য়ে ভাইকে এমনভাবে ফাঁকি দিলে!

রুদ্রকান্ত। যা—যা, তোকে আর মধ্যস্থ করতে হবে না।

চন্দ্রনাথ। তা করতে হবে কেন? কিন্তু বাবা! একটী-বার ভাব্ছো না যে, চাকা ঘুরলে সব ফাঁকা। টাকা জল্দি বোলাও, নইলে আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন!

রুদ্রকান্ত। [স্বগত] দেখি, কোন রকমে ভুলিয়ে টুলিয়ে তাড়াতে পারি কি না! [প্রকাশ্যে] দেখ বাবা চন্দ্রনাথ!

টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি যা কিছু করেছি, সব তোমারই: আমি ম'লে তুমি দিব্বি সুখে কাটিয়ে দেবে।

চন্দ্রনাথ। তোমার মর্‌বার আগে আমি যদি মরি, তা হ'লে টাকা ভোগ কর্‌বে কে বাবা? আর তুমি যা পাপ করেছ, তাতে আমি কি আর বেশী দিন বাঁচবো? ও সব ছেঁদো কথা রেখে দাও বাবা! তুমি কি আর মর্‌বে? তুমি পাকা হত্তুকী খেয়েছ মাণিক! শীগ্‌গির টাকা দাও!

রুদ্রকান্ত। একটা দিন কোন রকমে চালিয়ে দাও গোপাল! কাল নিশ্চয় টাকা দেবো।

চন্দ্রনাথ। কি—আবার সেই কথা! জল্‌দি বোলাও! কি দেবে না? তবে রে বুড়ো ময়না—[প্রহারে উদ্যত]

রুদ্রকান্ত। কি নরাধম! বাবাকে মার্‌বি? দূর হ'য়ে যা—টাকা দেবো না।

চন্দ্রনাথ। দেবে না? [প্রহার ও চাবিকাটি গ্রহণ] চল্লাম তোমার সিন্দুকের চাবিকাটি নিয়ে।

[প্রস্থান।

রুদ্রকান্ত। উ-হু-হু, গেছি-গেছি-গেছি! এ্যাঁ, চাবিকাটিটা নিয়ে পালিয়ে গেল দেখ্‌ছি। হায়-হায়-হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'লো আমার! ওরে ও চন্দ্রকান্তে গুখেগোর ব্যাটা! শীগ্‌গির চাবিকাটি দিয়ে যা। হায়-হায়-হায়! টাকা—টাকা—টাকা—

গীতকণ্ঠে একতারাহস্তে জনৈক বাবাজীর প্রবেশ।

বাবাজী।—

গীত।

মন! টাকাকড়ি দান ক'রে যাও, যদি বাঁচতে চাও রে ভবে।
মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি টাকা কোথায় প'ড়ে রবে।
এত তোমার বিষয়-পত্র হ'য়ে যাবে হতছত্র,
রইবে প'ড়ে অনেক দূরে সঙ্গে কি আর যাবে?

রুদ্রকান্ত। বেরো—বেরো! শালার বোষ্টম ব্যাটা আবার এমন সময় গাব্‌গুবাগুব করতে এলো! [সভয়ে বাবাজীর পলায়ন] হায়-হায়-হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে! খুন—খুন—একদম খুন ক'রে গেছে। এঁ্যা, ও আবার কে আস্‌ছে না? ও—ও সেই সেনাপতি বলাদিত্য—ও ব্যাটাও টাকার তাগাদায় আস্‌ছে। তাই তো, ছল ক'রে ও ব্যাটাকেও তাড়াতে হবে। [উচ্চৈঃস্বরে] ডাকাত—ডাকাত—

বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। কই—কোথায় ডাকাত রুদ্রকান্ত?

রুদ্রকান্ত। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে সেনাপতি মশাই—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে!

বলাদিত্য। কি হ'লো রুদ্রকান্ত?

রুদ্রকান্ত। আজ্ঞে, আমার সিন্দুকের চাবিকাটী নিয়ে

কুলাঙ্গার ব্যাটা আমায় খুন ক'রে পালিয়েছে। আপনি তাকে রাজার কাছে বেঁধে নিয়ে যান্।

বলাদিত্য। যাক্—কত টাকা আর নেবে? তোমার তো অনেক টাকা রুদ্রকান্ত! শুন্‌তে পাই, তোমার টাকায় ছাতা ধ'রে গেছে। হ্যাঁ, আমার টাকাটা দিলে ভাল হয় না? অনেক দিন হ'য়ে গেল।

রুদ্রকান্ত। [স্বগত] তাই তো, এ ব্যাটা আবার বলে কি! এখন এই কালান্তক ব্যাটাকে ফাঁকি দিই কি ক'রে? ব্যাটা যেন শাঁখের করাত। যাই হোক্, দেখি কোন ফন্দী এঁটে। [প্রকাশ্যে] কিসের টাকা সেনাপতি মশাই?

বলাদিত্য। সেকি! এরই মধ্যে ভুলে গেলে? মনে ক'রে দেখ, তোমার ভাই পুণ্ডরীককে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পার্‌লে পাঁচ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা দেবো বলেছিলে! দেখ, এ বিষয়ে যেন কোনও গোলমাল না হয়। আমি কান্য-কুব্জের সেনাপতি, ইচ্ছা কর্‌লে এখুনি তোমাকেও ঘাড় ধ'রে বাড়ী থেকে তাড়াতে পারি।

রুদ্রকান্ত। [স্বগত] ওরে বাপ রে—এ বলে কি রে! [প্রকাশ্যে] ওই—ওই কে ছুটে আসছে! ধর্‌লে—ধর্‌লে—রাক্ষস—রাক্ষস! ওই—ওই—বাঘ! কি বড় বড় মূলোর মত দাঁত—কি লম্বা লম্বা ঠ্যাং! ধর্‌লে—ধর্‌লে—পালাই—পালাই—[পলায়নোদ্যত]

বলাদিত্য। [হস্ত ধরিয়া] কোথায় পালাচ্ছ রুদ্রকান্ত?

আমার কাছে চালাকি! ধূর্ত্ত! এমনি ক'রে ফাঁকি দিয়ে কাজ সার্‌বে? অর্থের লোভে সেই নিরপরাধ পুণ্ডরীক ঠাকুরকে কত না যন্ত্রণা দিয়েছি! শীঘ্র টাকা দাও রুদ্র-কান্ত! নইলে তোমার আজ মুণ্ডপাত কর্‌বো।

রুদ্রকান্ত। চল—চল বাবা, টাকা দিচ্ছি! তবে কি না সেনাপতি মশাই! পুণ্ডরীকের রক্ত আমার চাই।

চন্দ্রনাথের পুনঃ প্রবেশ।

চন্দ্রনাথ। আর তোমার রক্ত আমি চাই। আমি নেশাখোর মাতাল—তোমায় হত্যা করবো আজ!

রুদ্রকান্ত। সেনাপতি! সেনাপতি! বাঁধো—বাঁধো ব্যাটার ছেলেকে! পিতাকে চায় হত্যা কর্‌তে পুত্র হ'য়ে?

চন্দ্রনাথ। আর ভাইকে চায় হত্যা ক'র্‌তে ভাই হ'য়ে; কোন্ শাস্ত্রে আছে বাবা? নাও চাবিকাটি; আর টাকা চাইনে। তোমার পাপের টাকা স্পর্শ কর্‌তে গিয়ে সারা অঙ্গটা আমার কেঁপে উঠ্‌লো। কি একটা বিরাট কর্ত্তব্য আমার চোখের সামনে এসে সজীব হ'য়ে দাঁড়ালো। তাঁদের কথা মনে প'ড়ে গেছে। ওই—ওই আমার কাকা কাকীমা, ওই—ওই আমার সতু ভাই! চল্‌লুম তাদের ফিরিয়ে আন্‌তে, দেখি কেমন ক'রে এবার তুমি তাদের বাড়ী থেকে তাড়াও!

রুদ্রকান্ত। বন্দী কর—বন্দী কর!

চন্দ্রনাথ। কে বন্দী করবে? বলাদিত্য? সেনাপতি! তুমি আমায় বন্দী করবে? স'রে যাও—স'রে যাও! নেশার ঝোঁকে তোমাকেও খুন করবো। তুমিই বুঝি অনলে ইন্ধন যোগাতে এসেছ? অর্থের মোহে মনুষ্যত্ব বিবেকত্ব সব ভুলে কোথায় চলেছ সেনাপতি? অর্থ ক'দিনের জন্য? চোখ বুজলে সব অন্ধকার।

রুদ্রকান্ত। আমার রাশ রাশ টাকা কুলাঙ্গার উড়িয়ে দিলে!

চন্দ্রনাথ। সব উড়ে যাবে বাবা, সব উড়ে যাবে। কুবেরের অনন্ত ধন-ভাণ্ডার, সেও একদিন উড়ে যাবে। দিন কখনো কারো সমানভাবে যায় না বাবা! আজ রাজা, কাল আবার পথের ভিখারী। আমি চল্লাম; ওই চোখের জলে গড়া অর্থে, করুণ নিঃশ্বাসে ঘেরা সম্পত্তিতে আমার কাজ নেই—কাজ নেই—কাজ নেই। আমি নেশা-খোর—আমি মাতাল—আমি কুলাঙ্গার!

[প্রস্থান।

রুদ্রকান্ত। এ্যাঁ, পালিয়ে গেল যে!

বলাদিত্য। গেল।

রুদ্রকান্ত। বন্দী করতে পারলেন না?

বলাদিত্য। শক্তি যেন ব্যর্থতায় উড়ে গেল রুদ্রকান্ত! যাক্—এখন আমার অর্থ দাও।

রুদ্রকান্ত। পুণ্ডরীকের সম্বন্ধে?

বলাদিত্য। তার সন্ধান কর, তারপর।

রুদ্রকান্ত। শুন্‌লুন, সে এখন নগরের প্রান্তভাগে দলু-সর্দ্দারের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। চল—যে কোনও প্রকারে সেখানে গিয়ে পুণ্ডরীককে—

বলাদিত্য। দশ সহস্র মুদ্রা চাই !

রুদ্রকান্ত। আঃ, তার জন্যে আর ভাবনা কি? সবই তো তোমার—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দলু সর্দ্দারের বহির্ব্বাটী।

চণ্ডালরমণীগণ সহ দলু সর্দ্দারের প্রবেশ।

দলু। এ ছুঁড়ীরা সব! ভাল ক'রে নাচ-গান কর্—আজ আসর্ গরম করিয়ে তোল্। আজ হামার ভারি, আনন্দ হোইয়েছে, হামার ঘরে আজ ব্রাহ্মণ ঠাকুর রাঁধিয়ে খাইয়েছে। দে—দে হামায় সরাপ দে—

চণ্ডালরমণীগণ।—

গীত।

সই! ঢাল ঢাল আজি পিয়ালা।
ঢুলু-ঢুলু আঁখি দিল্ মাতোয়ালা॥
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢুঁড়িয়ে ঢুঁড়িয়ে, এনেছি মহুয়া পিয়াবো বোলে,
লালে লাল ছুনিয়া হবে লাল, মিঠিমিঠি চিঁড়িয়া বোলে,
পড়ি ঢুলে ঢুলে নেশারি ছলে, এমন সাধের চাঁদনী আলো॥

[প্রস্থান।

দলু। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা, হামায় খুব খোস্ করিয়েছে। আজ ঠাকুর বাবা হামার বাড়ী ভাত খাইয়েছে! হামি লোক চাঁড়াল বোলিয়ে কোই আদ্মি হামাদের চিজ্ পরশ করে না। ছোঃ-ছোঃ-ছোঃ! হামি লোক কি মানুষ নেহি? হামি লোক দিলে খাবে না! ভদ্দর আদ্মি সব কুক্কুর পুষিয়ে কেত্তো আদর করিয়ে কোলে লেয়, আর হামি লোক ছুনিয়ার যেত্তো অপরাধ কোরিয়েছে!

সত্যের প্রবেশ।

সত্য। সর্দ্দার দাদা—সর্দ্দার দাদা! আমরা যে আজ চ'লে যাবো—মা বল্‌ছিলো।

দলু। কেনো রে দাছু, হামি তুহাদের কি করিয়েছে যে, তু লোক আজ হামায় ছোড়িয়ে চলিয়ে যাবি?

সত্য। অনেক দিন হ'লো, আমরা এখানে এসেছি ; তুমি গরীব লোক, আমাদের কত দিন খাওয়াবে ?

দলু। আরে দাদু, তু এতো বাৎ কাঁহাসে শিখ্‌লি ? হামি তু লোককে ছোড়িয়ে কুথায় থাক্‌বে রে দাদু ? এহি বাৎ আউর মাৎ বোল্। তু যে হামার কলিজা জুড়িয়ে বসিয়েছিস্ ! হামি দুনিয়ামে সব ছোড়িয়ে দেবে, লেকেন্ তুহাদের ছোড়্‌তে পারবে না। সে তো বহুত রোজ হোইয়ে গেলো, তুহার মাফিক হামারবি একটা লেড়কা ছিল। ওঃ— দুনিয়ার মালিক ! তু কি কর্‌লি ? উহাকে কাড়িয়ে নিলি ! সর্দ্দারণীও রোয়ে রোয়ে মরিয়ে গেলো—হামার সোনার রাজ্যি শ্মশান হোইয়ে গেলো !

সত্য। সর্দ্দার দা, তুমি কাঁদ্‌ছো ? তোমার চোখে জল কেন ?

দলু। না—না, হামি কাঁদি নি। দাদু, তু একটীবার হামায় সে হরিনাম শুনায়ে দে ; তুহার মুখে হরিনাম বড়া মিঠা লাগে। হামি বহুৎ বহুৎ গান শুনিয়েছে, লেকেন উসি মাফিক মিঠা গান কভি না শুনিয়েছে।

সত্য। তবে শোন সর্দ্দার দা !

গীত।

হরিনাম যে বড় মিষ্টি।
ও নামের নাই তুলনা, কে করলে ও নাম সৃষ্টি ?

হরিনামের কিবা লীলা,
নামের গুণে পাষাণ ফাটে, জলে ভাসে শিলা;
(একবার হরি বল ভাই) (মনের কালি ঘুচে যাবে)
(একবার হরি বল ভাই)
হরিনাম বল্‌লে মুখে হবে সুধাবৃষ্টি॥

পুণ্ডরীক ও কল্যাণীর প্রবেশ।

পুণ্ডরীক। দলু! দলু! এইবার আমাদের বিদায় দাও বন্ধু! অনেক দিন হ'লো, তোমার বাড়ীতে এসে বাস কর্‌ছি। নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণকে তুমি আশ্রয় না দিলে, পত্নী পুত্র নিয়ে যে কোথায় যেতে হ'তো, তা জানি না। তুমি যে কত বড় বন্ধনে আমায় জড়িত করেছ, তা আমি ভাষায় বল্‌তে পারি না। তুমি আমায় অবাক ক'রে দিয়েছ ভাই! কি নিঃস্বার্থ পবিত্র স্বর্গীয় ভালবাসা! দীনের কুটীরে এত উদারতা—এত মহত্ত্ব—এত দান? এ যে গগণস্পর্শী সৌধে নাই—লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে নাই—রাজার কোষাগারেও নাই।

দলু। নেহি—নেহি, উসি বাৎ হামি কভি নেহি শুন্‌বে। ঠাকুর বাবা! তু চলিয়ে যাবি হামায় ছোড়িয়ে? কি হোইয়েছে, বোল্ তো ঠাকুর বাবা? হামার বাড়ী তবে কেনো এলি রে ঠাকুর বাবা? হামি কি বোলিয়েছে যে তু লোককে হামি খাইতে দিতে পার্‌বে না? হামার কেত্তো আনন্দ—কেত্তো পুণ্যি! তুহাদের চরণধূলি হামার ঘরে

পড়িয়েছে—হামি ধন্যি হইয়েছে—হামার বাপ ঠাকুরদা ধন্যি হোইয়েছে! মায়ী! তু ভি হামাদের ছোড়িয়ে যাবি?

কল্যাণী। বাবা! তুমি অভিমান ক'রো না। অনেক দিন হ'য়ে গেল। যেখানেই থাকি না কেন, আমরা তোমায় অনন্ত আশীর্ব্বাদ ঢেলে দেবো। জানি না, ভবিষ্যতে যদি আমাদের জন্য রাজনিগ্রহে তোমার যথাসর্ব্বস্ব—

দলু। জানে দেও! জানে দেও! হামি সব্ ভি ছোড়িয়ে দেবে—লেকেন তুহাদের ছোড়িয়ে দেবে না। রেজা হামার কি কর্‌বে? হামি লাঠি ধর্‌বে—তীর কাঁড় চালাবে—লড়াই দিবে। ডর্ কি মায়ী? তু লোক হামায় দোয়া দিস্, হামি আঁখ্‌কা পলকমে ছুনিয়া জয় করিয়ে ফেল্‌বে। হামার হাজার হাজার চাঁড়াল ভাই আছে; হামি কুচ্ছু ডর করি না সে ছুষমণকে।

পুণ্ডরীক। বড় ভুল বুঝ্‌ছো দলু! নিরর্থক আমাদের জন্য এমন শান্তিময় সংসারে আগুন জ্বাল্‌বে?

দলু। হামার সোংসারে শান্তি নেই ঠাকুর বাবা! বহুৎ রোজ হোইয়ে গেলো, হামার সোংসারে আগ্ জ্বলিয়ে গেছে—ছুনিয়ার মালিক হামার সব ভি পুড়িয়েছে। হামার—

কল্যাণী। থাক্ বাবা! কি আর কর্‌বে, সবই তাঁর ইচ্ছা! আমরা অজ্ঞান অন্ধ, বুঝ্‌তে পারি না তার কর্ম্ম-কাণ্ডের সূক্ষ্মতা। এখন তাঁরই উপর নির্ভর ক'রে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দাও পুত্র!

পুণ্ডরীক। সিদ্ধারণ্যে আমার আর এক বন্ধু আছে, আজ আমরা সেখানে যাবো। তুমি আনন্দে আমাদের বিদায় দাও বন্ধু! যদি আবার কখনো দিন আসে, সে দিন তোমার এ ঋণ পরিশোধ কর্‌বো। আয় সত্য!

দলুসর্দ্দার। হামায় মারিয়ে তব্‌ তুহারা চলিয়ে যা। ঠাকুর বাবা! এহি কি তুহার ধরম? কেনো ডর্‌ ঠাকুর বাবা? কোই·আদমি কুচ্ছু বোল্‌বে? হামার বাড়ী থাক্‌লে কি তুহার জাত যাবে? ভগবান শ্রীরামচন্দর তো চাঁড়াল জাতের বাড়ী খাইয়েছিলো!

পুণ্ডরীক। না সর্দ্দার! তার জন্যও নয়। তোমার প্রাণ-খোলা শ্রদ্ধার অন্ন আমাদের আভিজাত্য ভুলিয়ে দিয়েছে। তোমার নিঃস্বার্থ ভালবাসা জাতীয় ব্যবধানের প্রাচীর চূর্ণ ক'রে দিয়েছে। তোমার মহানুভবতা দেবতার মন্দিরে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। তুমি চণ্ডাল অস্পৃশ্য নও দলু! তুমি হেয় অবজ্ঞেয় নও বন্ধু! তুমি উদার মহান্‌ দেবতা। [আলিঙ্গন]

দলু। তব্‌ কেনো হামায় ছোড়িয়ে যাবি বোল্‌ তো ঠাকুর বাবা? এই হামার দাছুকে ছোড়িয়ে হামি কেমন করিয়ে বাঁচিয়ে থাক্‌বে? হামায় কে হরিনাম শোনাবে? কে হামায় দাছু বোলিয়ে ডাক্‌বে?

পুণ্ডরীক। হায়, মায়ামুগ্ধ ভ্রান্ত জীব! বৃথা মায়ার ধাঁধাঁয় প'ড়ে আমিত্বসেবায় দিন অতিবাহিত কর্‌ছো!

দলু! সংসার অসার; মায়া ত্যাগ কর, নিষ্কাম পবিত্রচিত্তে ঐ পরাৎপর পরমেশ্বরকে ডাকো, তাঁর রক্তিম চরণতলে নশ্বর জীবনকে নিবেদন কর; দেখ্‌বে কত শান্তি—কত তৃপ্তি—কত আনন্দ! সুবিচার—অবিচার যাই হোক্ না কেন, আজ তুমি পত্নী-পুত্রহারা হ'য়ে সংসারের বদ্ধ ঘেরার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবসর; আর মায়ার জালে জড়িত হ'য়ে অনন্ত হাহাকারকে সঙ্গী ক'রো না। পালিয়ে যাও, পশ্চাতে ওই দুরন্ত সংসার-মায়া ছুটে আস্‌ছে বন্ধু!

দলুসর্দ্দার। ঠাকুর বাবা! তব্ কেনো হামায় কাঁদাতে হামার বাড়ী আসিয়েছিলি তুহারা? এখোন হামি কি কোর্‌বে? না—না, হামি যাতি দিবে না। হামার ধরম্ করম্ সব যে তুহারা আছিস্! তুহাদের পূজা কর্‌লে হামার সব দুখখু দূর হইয়ে যাবে। তু লোক যে দেওতা আছিস্!

পুণ্ডরীক। যেতে দাও সর্দ্দার!

কল্যাণী। যেতে দাও পুত্র! আবার আস্‌বো; আবার এসে কত আনন্দে—কত শান্তিতে তোমার ঐ সারল্যমণ্ডিত ইন্দ্রের নন্দন-কাননে ব'সে তোমার শ্রদ্ধার অন্ন আদরে তুলে নেবো। তাতে যদি আমরা জাতিচ্যুত হই—সমাজ যদি তার শাণিত খড়্গ আমাদের মাথার উপর তুলে ধরে—আমাদের স্থান যদি দুর্গন্ধ নরকে হয়, সেও আমাদের স্বর্গ-সুখের হবে দলু! আমি সেখান থেকে তোমার হাত ধ'রে

ভেদাভেদের চিহ্ন মুছে ফেলে, আদরে তোমায় পুত্র ব'লে বুকে জড়িয়ে ধর্‌বো। এখন বিদায় দাও—

দলু। যা—যা, তব্‌ চলিয়ে যা—চলিয়ে যা! হামি জান্‌বে, ছুনিয়ামে হামার কোই না আছে! তুহারা যা—তুহারা যা, লেকেন হামি হামার দাছুকে ছোড়িয়ে দিবে না—কলিজামে পুরিয়ে রাখ্‌বে—কলিজামে পুরিয়ে রাখ্‌বে—

[সত্যকে লইয়া প্রস্থান।

পুণ্ডরীক। সর্দ্দার—সর্দ্দার! একি হ'লো কল্যাণী?

কল্যাণী। কি কর্‌বে বলো!

পুণ্ডরীক। আমায় টলিয়ে দিলে—টলিয়ে দিলে! এত ভালবাসা—এত সরলতা, তবু এরা সমাজের অস্পৃশ্য—হেয়! তুমি ঐ রকম আমায় চণ্ডাল কর দয়াময়! আমি যজ্ঞো-পবীত ফেলে দিয়ে চণ্ডালের ঐ আদর্শটা মাথায় তুলে নিই। তুমি আমায় চণ্ডাল কর—তুমি আমায় চণ্ডাল কর—

[কল্যাণী সহ প্রস্থান।

জ্বলন্ত মশালহস্তে রুদ্রকান্ত ও বলাদিত্যের প্রবেশ।

রুদ্রকান্ত। এইবার কুঁড়েখানায় আগুন লাগিয়ে দাও সেনাপতিমশাই! গুষ্টিশুদ্ধ বেগুনপোড়া হোক্‌।

বলাদিত্য। তাই তো রুদ্রকান্ত! একেবারে পুড়িয়ে মার্‌বে?

রুদ্রকান্ত। মায়া? সেকি? মায়া কর্‌লে কি চলে!

দশ সহস্র মুদ্রা! একটা পাহাড়—পাহাড়! চলো—চলো, দেরী কর্‌লে কেউ দেখে ফেল্‌বে।

গীতকণ্ঠে নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন।—

গীত।

ওই দেখ্‌ছে যে ভাই উপর থেকে সে।
কেউ না দেখুক্ দেখে সে যে ব'সে ব'সে॥
চুপিসাড়ে কাজ সার্‌লে পরে এড়িয়ে যাবে না,
তার চোখে ভাই ধূলি দেওয়া সহজ কথা না,
এখন ভালয় ভালয় পালিয়ে এস কালো মেঘ ঐ ছুটে আসে॥

[প্রস্থান।

রুদ্রকান্ত। ব্যাটা যেন ছায়ার মত আমাদের পেছু নিয়েছে! এস—শীগ্‌গির চ'লে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে "আগুন—আগুন" শব্দে ভাষণ আর্ত্তনাদ।]

সত্য সহ দলুসর্দ্দারের প্রবেশ।

দলুসর্দ্দার। দুষমণ—দুষমণ! হামার কুঁড়িয়ামে আগ্ লাগিয়েছে—হামায় পুড়িয়ে মার্‌বে। কই—কই রে দুষ্‌মণ! হামার সাম্‌নে আয়।

সত্য। ওই—ওই দেখ সর্দ্দার দা, কি রকম আগুন জ্ব'লে উঠেছে! চলো—শীগ্‌গির পালিয়ে চলো! আমার মা বাবা কোথায় গেল?

দলু। ভয় কি দাহু! তুনিয়ার মালিক কি তুনিয়া ছোড়িয়ে চোলিয়ে গিয়েছে?

ব্যস্তভাবে কল্যাণী ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ।

পুণ্ডরীক। সর্দ্দার—সর্দ্দার! শীঘ্র পালিয়ে এস। ওই দেখ গগনস্পর্শী লেলিহান অগ্নিশিখা! হায়—হায়, দলু! আমাদের জন্য তোমার কুঁড়েখানাও যে গেল! এস—এস—

দলু। না—না, হামি যাবে না। হামি দেখ্‌বে, তুনিয়ার মালিক আছে কি না? দেখিয়ে ঠাকুর বাবা, কুথা·গেলো সে তুষমণ হামার কুঁড়িয়ামে আগ্‌ লাগিয়ে—

কল্যাণী। ওই—ওই—কি ভীষণ আগুন! দলু! পুত্র! বিলম্ব ক'রো না, শীঘ্র উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়াবে চলো—

দলু। তুহারা জল্‌দি এখান ·ছোড়িয়ে চলিয়ে যা; হামি ওই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে। হামার কেত্তো সাধের পাতার কুঁড়েখান ·পুড়িয়ে গেলো, উহার সাথ হামি ভি পুড়িয়ে মর্‌বে—হামি ভি পুড়িয়ে মর্‌বে— [দ্রুত প্রস্থান।

পুণ্ডরীক। সর্দ্দার—সর্দ্দার!

কল্যাণী। চলো—চলো, দলুকে রক্ষা কর্‌বে চলো—

[সকলের প্রস্থান।

বলাদিত্য ও রুদ্রকান্তের ঘাড় ধরিয়া দলুর
পুনঃ প্রবেশ।

দলু। আজ হামি তুহাদের জান্ লেবে।

রুদ্রকান্ত। উ-হু-হু! দোহাই সর্দ্দার! আর রঘুটিপুনী দিও না।

বলাদিত্য। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও সর্দ্দার!

দলু। কেয়া—ছোড়িয়ে দিবে? হামার পাত্তার কুঁড়িয়া পুড়ায়ে দিলি, হামি ছোড়িয়ে দেবে? হামি আজ তুহাদের খুন কোর্‌বে। তুহারা মানুষ না জানোয়ার আছিস্? তুহারা ভদ্দর লোক? মনটী তুহাদের এত্তা ছোট্টা? যা—যা, জঙ্গলমে যা—জঙ্গলমে যা—

রুদ্রকান্ত। ছেড়ে দাও—ঠিক যাবো বাবা!

দলু। শয়তান! আজ তুহাদের জান লিবে।

বলাদিত্য। সর্দ্দার! জান, আমি কান্যকুব্জের সেনাপতি?

দলুসর্দ্দার। জানি—জানি রে সয়তান! দলু সর্দ্দার জানের ডর করে না। তু রেজার সেনাপতি, তুহার এহি ধরম? গরীব লোককে পিষিয়ে মার্‌বি? একটু ভাবিয়ে দেখ্, এহি দিন যাবে না। নক্‌রী, ও তো তাল পাত্তকা ছাউনি—আজ আছে কাল নেহি। নক্‌রী যাবে, তব্ কি কর্‌বি রে শয়তান?

রুদ্রকান্ত। ছেড়ে দাও বাবা, ঘাট মান্‌ছি।

পুণ্ডরীক, কল্যাণী ও সত্যের পুনঃ প্রবেশ।

পুণ্ডরীক। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও দলু! উনি যে আমার জেষ্ঠ ভ্রাতা। দাদা!—দাদা!

দলু। এ তুহার কেমোন দাদা আছে রে ঠাকুর বাবা? ছোট ভায়ের সব কাড়িয়ে লিয়েছে—বাড়ী থেকে তাড়িয়েছে—আবার পুড়িয়ে মার্‌তে এসেছে, এ কেমোন দাদা?

সত্য। জেঠামশাই! বড় দা কেমন আছেন?

পুণ্ডরীক। দাদা! আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। ভয় নেই তোমার, তুমি নির্ভয়ে চ'লে যাও। সর্ব্বস্ব নিয়েছ, আর এই অবশিষ্ট প্রাণটুকু—তাও নিতে চাও, বলো—হাস্‌তে হাস্‌তে দিচ্ছি!

রুদ্রকান্ত। মুখের কথা! প্রাণ কি কেউ দিতে পারে?

পুণ্ডরীক। পারে—পারে। মুখের কথা নয় দাদা, প্রাণের কথা! তুমি যদি আমার প্রাণ নিয়ে সুখী হও, আমি পরলোকে গিয়েও শান্তি পাবো আমার দাদাকে সুখী ক'রে।

রুদ্রকান্ত। তবে এই অস্ত্র নে—[বলাদিত্যের অস্ত্র লইয়া পুণ্ডরীককে প্রদান।]

কল্যাণী। স্বামী—স্বামী!

সত্য। বাবা—বাবা!

পুণ্ডরীক। নীরব নিশ্চল বধির হও পুণ্ডরীক! দূর হও

মায়া-মমতার জীবন্ত ছবি! ভুলে যাও পত্নী-পুত্রের কাতর শুষ্ক মুখ। হৃদয়! দৃঢ় হও; আজ পুণ্ডরীকের আত্মদানের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার রাম লক্ষ্মণের স্মৃতি ফুটে উঠক্।

কল্যাণী। স্বামী—স্বামী!

পুণ্ডরীক। মহামুক্তির শুভ সন্ধিক্ষণে অশ্রুর তরঙ্গ তুলে এই ভাগ্যাহত স্বামীকে আর টলিয়ে দিও না কল্যাণী! আমার জীবন্ত ছবি এই পুত্রকে বুকে ক'রে আমার অদর্শন ভুলে যাও। আমার দাদা, যাঁর করুণ কোমল স্নেহ পুণ্ডরীকের অসহায় শৈশব জীবনকে এত বড়টা ক'রে তুলেছে, সেই দাদারই হাতে জীবন তুলে দিচ্ছি আজ।

দলুসর্দ্দার। ঠাকুর বাবা! বোল্—তু একটীবার বোল্, হামি দুষমণ দুটোর শির ছিঁড়িয়ে ফেলি—

পুণ্ডরীক। দলু! আমার যে দাদা! উত্তেজিত হ'য়ো না। পার্‌লুম না বন্ধু, তোমার সেই অপরিমিত দানের কথঞ্চিৎ পরিশোধ কর্‌তে। তবে আমি ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি, তোমার পরলোক যেন সুখময়—শান্তিময় হয়।

[আত্মহত্যায় উদ্যত]

দলু। [রুদ্রকান্তের প্রতি] ঠাকুর বাবা! ঠাকুর বাবা! তু হামার জান্ লে, এই দেওতার জান্ লিস্ নে। [পদতলে পতন]

কল্যাণী। ঠাকুর! ঠাকুর! আমার স্বামীর জীবন রক্ষা করুন। [পদতলে পতন]

সত্য। জেঠামশাই! জেঠামশাই! আমার বাবাকে মেরে ফেল্‌বেন না—[পদতলে পতন]

সহসা লাঠিহস্তে চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

চন্দ্রনাথ। ভয় কি—ভয় কি রে সতু! কার সাধ্যি, তোর বাবাকে আজ মেরে ফেলে! দূর হ—দূর হ নরপিশাচদ্বয়! [লাঠির আঘাত]

রুদ্রকান্ত। ওরে বাপ্—

[বলাদিত্য ও রুদ্রকান্তের পলায়ন।

সত্য। দাদা—দাদা!

দলু। কে রে—কে রে তু হামার দেওতার দেওতা? আয়—আয়, হামার বুকে আয়—[বক্ষে ধারণ]

পুণ্ডরীক। চন্দ্রকান্ত! মর্‌তে দিলে না বাবা?

চন্দ্রনাথ। কাকা—কাকা! কাকীমা—কাকীমা!

[কাঁদিয়া ফেলিল।]

কল্যাণী। কেঁদো না বাবা! কি করবে? ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'তে দাও।

পুণ্ডরীক। দলু! দলু! অবাক হ'য়ে দেখ্‌ছো কি? এ যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র!

দলু। হামি দেখ্‌ছে, পাঁশগাদায় পদ্মফুল ভি ফুটিয়ে ওঠে।

চন্দ্রনাথ। কাকা! কাকীমা! তোমরা বাড়ী ফিরে চল।

বাবার উপর অভিমান ক'রো না কাকা! ভয় কি? আমি থাক্‌তে বাবার কি ক্ষমতা, তোমাদের আর বাড়ী থেকে তাড়ায়!

পুণ্ডরীক। পিতৃদ্রোহী হবে চন্দ্রনাথ? পিতা যে পরম গুরু!

চন্দ্রনাথ। আর তোমরা?

পুণ্ডরীক। মুছে ফেল আমাদের স্মৃতি; সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির স্মৃতি জাগিয়ে তুলে আর আমায় পাগল ক'রো না চন্দ্রনাথ!

সত্য। চলো না বাবা, দাদার সঙ্গে বাড়ী ফিরে! দাদা যে আমাদের নিতে এসেছে।

চন্দ্রনাথ। ফিরে চল—সেই শশ্মান-মরুর বক্ষে আবার শান্তির উৎস ফুটে উঠুক্। পিতার হ'য়ে আমি ক্ষমা চাইছি কাকা!

পুণ্ডরীক। অবাধ্য হ'য়ো না বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, সুপুত্র হ'য়ে, চরিত্রবান হ'য়ে, প্রকৃত মানুষ হ'য়ে দাঁড়াতে শেখ—দশের কল্যাণ কর।

চন্দ্রনাথ। কাকীমা!—

কল্যাণী। উপায় নেই বাবা! স্বামী যে নারীর দেবতা! অতুল ঐশ্বর্য্য-সম্পদ ত্যাগ ক'রে সেই জনকনন্দিনী সীতা যে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রেছিলেন! আশীর্ব্বাদ করি—

চন্দ্রনাথ। চাই না—চাই না তোমাদের আশীর্ব্বাদ—

চাই না আর ভালবাসা—চাই না আর প্রাণের টান। ভাই সতু! তুইও কি যাবি নে?

সত্য। বাবা! দাদার সঙ্গে যাবো?

পুণ্ডরীক। দলু! দলু! শীঘ্র আমাদের বিদায় দাও। একটা বিপুল অন্তর্ব্বেদনা যে প্রলয় আকারে পুণ্ডরীকের গন্তব্য পথ রোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছে! এস—এস কল্যাণী, আর বিলম্ব ক'রো না।

চন্দ্রনাথ। না—না, যেতে পাবে না—যাওয়া হবে না। এই আমি পথ রোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছি, দেখি কেমন ক'রে তোমরা আজ চ'লে যাও আমার অশ্রুর বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে!

পুণ্ডরীক। অবাধ্য হবে চন্দ্রনাথ গুরুজনের? যাও—যাও, ফিরে যাও। আমাদের জন্য সারা জীবন আর জ্বলে পুড়ে ম'রো না তুমি। দুরদৃষ্ট! পুণ্ডরীকের ভাগ্য-ক্ষেত্রে বিধাতা এইভাবেই বীজ বপন করেছে চন্দ্রনাথ!

চন্দ্রনাথ। ওঃ, তবে সত্যই তোমরা যাবে না? এত নিষ্ঠুর হৃদয়হীন তোমরা? তবে চল্লুম; আর জীবনে বোধ হয় দেখা হবে না। সতু! ভাই! একটীবার দাদা ব'লে ডাক্, আমি সেই প্রীতিসিক্ত স্বর্গের ডাক শুন্‌তে শুন্‌তে অদৃশ্যের অন্ধকারে বিলীন হ'য়ে যাই।

সত্য। দাদা—দাদা!

পুণ্ডরীক। যাও! ভগবান! মানুষের প্রাণ এত পাষাণ করেছ তুমি? দলু! দলু! আমার সর্ব্বাঙ্গ যে কাঁপ্‌ছে!

দলু। ঠাকুর বাবা! তুহারা এত্তো পাষাণ আছিস্?

পুণ্ডরীক। পাষাণ—পাষাণ! দলু! বুকখানা আজ পাষাণ করেছি—পিশাচ সেজেছি—মায়া-মমতা সব দূর ক'রে দিয়েছি।

চন্দ্রনাথ। চল্লুম তবে—[পুণ্ডরীক ও কল্যাণীকে প্রণাম করিয়া সত্যের মুখচুম্বন করিল; সত্য চন্দ্রনাথের গলা জড়াইয়া ধরিল।]

সত্য।—

গীত।

কাঁদিয়া কাঁদাতে দাদা এসেছিলে কেন গো
ভালবাসা দিয়ে কেন ভালবাসা নিলে গো?
নয়নের জলে ভেসে, যাবো আজ কোন্ দেশে,
কেন দেখা দিলে এলে
নীরব বীণার তারে মূর্চ্ছনা তুলি গো?

[অশ্রু মুছিতে মুছিতে চন্দ্রনাথের প্রস্থান।

পুণ্ডরীক। চ'লে গেল—চলে গেল! নীরব প্রকৃতির স্তব্ধ বীণায় আবার বেহাগের করুণ রাগিনী সহস্র ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো! পথ কই—পথ কই? আমি যে চোখের জলে পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি নে! অভিশাপ—অভিশাপ—ভগবানের অভিশাপ—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কান্যকুব্জ—রাজসভা।

নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল, জয়সেন আসীন,
বলাদিত্য ও রুদ্রকান্ত দণ্ডায়মান।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ওলো সই, কে বাজালো তেমন বাঁশী নিঝুম রাতে
আসার পথের মাঝে।
আমাদের পরাণ পাগল করে, মন বসে না কাজে॥
বুঝি সে আসে গোপনবেশে গহিন রাতের গানে,
ও-হো-হো অঙ্গ জ্বলে বঁধুর হাতের বাণে,
ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, ভাল লাগে না এমন ছলার সাজে॥

[প্রস্থান।

জয়সেন। সেই রাজদ্রোহীদের ধ'রে আন্‌তে পার্‌লে না বলাদিত্য ?

বলাদিত্য। তার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলুম মহারাজ! কিন্তু সেই দুর্ব্বৃত্ত চণ্ডাল যে তাদের কখন সরিয়ে দিয়েছে, তা বুঝ্‌তে পারি নি।

রুদ্রকান্ত। ওঃ, সেই দস্যুসর্দ্দার ব্যাটার কি তেজ! বলে কি না, আমি রাজাকেও ভয় করি না।

জয়সেন। এতদূর তার স্পর্দ্ধা? বলাদিত্য! অবিলম্বে তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে এস।

রুদ্রকান্ত। সেই হ'চ্ছে যত নষ্টের মূল; তারি প্ররোচনায় পুণ্ডরীক আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় নি।

জয়সেন। নিশ্চয়! সামান্য একটা স্ত্রীর জন্য কি সে অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন ত্যাগ করতে পারতো? যাক্, এখন যে কোন প্রকারে তাদের বন্দী ক'রে নিয়ে এস; আমি সেই পুণ্ডরীকপত্নী কল্যাণীকে চাই!

গীতকণ্ঠে নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন।—

গীত।

দুরাশা ধন্য তোরে যাই বলিহারি।
কল্পনাতে কুসুম-কানন তৈরি করা ঝক্‌মারি॥
মনে মনে তুমি ভাব্‌ছো যাহা,
মিট্‌বে নাকো ম'লেও তাহা,
আঁধারভরা জ্বালার পথে যেও না আর আসল ছাড়ি॥

জয়সেন। কেবা ঐ সাধকপ্রবর,
গীতিচ্ছলে গেয়ে গেল
সুদূর ভবিষ্য বাণী আসিয়া হেথায়?

অবশ্য মিটিবে আশা,
মিছে কেন চিন্তা নিয়ে
বর্ত্তমানে করি পরিহার!
বলাদিত্য! আনো ত্বরা
পুণ্ডরীকপত্নীরে ধরিয়া ;
ল'য়ে যাও সাথে তব
সহস্র সেনানী, অবিলম্বে
কর মোর আদেশ পালন।
আর কাড়ি লহ সর্ব্বস্ব তাদের,
দাঁড়াবে যাহারা বিপক্ষে আমার।
যোগ্য শাস্তি প্রাণদণ্ড
রাজদ্রোহী জনে করিয়া প্রদান,
প্রজার সে উত্তেজনা কর ত্বরা দূর।

চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

চন্দ্রনাথ। তা হ'লে যে দিকে দিকে ঘরে ঘরে
প্রজার মিলিত শক্তি পুঞ্জিভূত হ'য়ে
সিংহনাদে কাঁপাইয়া কান্যকুব্জ তব
অচিরায় দিবে রসাতল।

জয়সেন। কে—কে রে তুই দুর্ব্বৃত্ত সাহসী?
বন্দী কর বলাদিত্য!
দিব শাস্তি বিধিমতে।

রুদ্রকান্ত কুলাঙ্গার—কুলাঙ্গার পুত্র মোর,
ঘৃণা হয় পরিচয় দিতে।

চন্দ্রনাথ। মহারাজ! শান্ত হও তুমি,
শোন হিত বাণী।
তুমি রাজা—প্রজার শাসনকর্ত্তা,
ন্যায়-বিচারক; কর সুবিচার,
কেবা দোষী কে নির্দ্দোষী
সূক্ষ্মতার ন্যায়-নীতি দিয়ে।
কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায়
ভুলিয়া যেও না রাজা ন্যায়ের মর্য্যাদা।
যদিও আমার পিতা—
অর্চ্চনার সাকার দেবতা,
কিন্তু নরাকারে রাক্ষস-আচারী।
ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃস্নেহ,
ঐশ্বর্য্যের লোভে পড়ি
ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতৃজায়া,
প্রিয় জন যারা আপনার,
কৌশলেতে করিয়া বঞ্চিত
গৃহ হ'তে দিল তাড়াইয়া;
ঘুরে তারা পথে পথে,
ভিক্ষায় জীবন কাটে,
বসুধার বক্ষ ভাসে নয়ন-সলিলে।

রুদ্রকান্ত। মিথ্যা—মিথ্যা মহারাজ !

চন্দ্রনাথ। না—না, নহে মিথ্যা,
ধ্রুব সত্য রাজা !
চলো সাথে—দেখে এসো
কি মর্ম্মন্তুদ বেদনার করেছে সৃজন
এই দুই পশু মিলি।
ক্ষমতার পেয়ে অধিকার,
দেখায়ে আরক্ত আঁখি
দুর্ব্বল জনায়, করে হায়
নিত্য এরা স্বেচ্ছাচার খেলা :
রাজার পবিত্র নামে
কলঙ্ক বিলেপ করি
স্বার্থসিদ্ধি করে নিরন্তর।
প্রজা যদি কেঁদে ফেরে
পথে পথে সর্ব্বস্ব হারায়ে,
তবে হে মহান্ !
রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি
কত দিন রহিবে অচল ?
প্রজার করুণ ক্ষীণ কাতর নিঃশ্বাসে,
নয়নের অবিশ্রান্ত সহস্র ধারায়
রাজ্য তব হবে ছারখার !

জয়সেন। সাবধান উদ্ধত যুবক !

বলাদিত্য! বন্দী কর—
কোন কথা না চাই শুনিতে।

চন্দ্রনাথ। বন্দী কর, নহি ভীত আমি,
স্বেচ্ছায় এসেছি আজি সিংহের বিবরে।
কিন্তু রাজা! ভেবো পরিণাম;
এই পাপে রাবণের স্বর্ণলঙ্কা
হইল শশ্মান—ধ্বংস হবে
কান্যকুব্জ তব আঁখির পালটে।

জয়সেন। বন্দী কর—বন্দী কর!

বলাদিত্য। [চন্দ্রনাথকে বন্দী করিল।]

চন্দ্রনাথ। উত্তম বিচার!
ওহে বিচারক! প্রজার রক্ষক!
না বুঝিলে প্রজার বেদনা—
না থামালে প্রজার রোদন,
অথচ প্রজার ধন রক্ত সম যাহা,
তাহা ল'য়ে কর তুমি স্বেচ্ছাচার খেলা!
এই তুমি রাজা?
নেমে এস—নেমে এস সিংহাসন হ'তে,
কলঙ্কিত করিও না ও পুণ্য-আসন।

জয়সেন। বলাদিত্য! নিয়ে যাও
কারাগারে উদ্ধত যুবকে,
দিব পরে যোগ্য শাস্তি এরে।

চন্দ্রনাথ। রহিব কারার মাঝে নির্ভয়-অন্তরে ;
দেখিব সে ভগবান
কত দিনে করে সুবিচার,
আর্ত্তহারী সুনাম যাঁহার।
আরো শোন পিতা !
স্বার্থের কুহকে মজি
আপন পবিত্র বংশে
কলঙ্ক-কালিমা ঢালি
কি পৌরুষ করিছ অর্জ্জন ?
প্রিয়তম ভাই, মাতৃতুল্যা ভ্রাতৃজায়া,
বংশের প্রদীপ ভ্রাতুষ্পুত্র তব,
আত্মজ এ চন্দ্রনাথ সব হ'লো পর,
পর হ'লো আপনার এবে ?
ধিক্—শত ধিক্ জীবনে তোমার,
দেখায়ো না পাপ মুখ আর !
মূর্খ—মূর্খ তারা,
যারা ভাবে পরে আপনার।

জয়সেন। যাও—যাও, নিয়ে যাও—

দলুর প্রবেশ।

দলু। রেজা ! রেজা ! তুহার এ কি বিচার আছে রে রেজা ? তুহার সেনাপতি ঐ কুক্কুরটা আমার ঘর বাড়ী

সব জ্বালিয়ে দিইয়েছে; হামার শির রাখ্‌বার আর জায়গা নেহি। বোল্—বোল্ রে মালিক! বোল্ রে রেজা! এখোন হামি কি কর্‌বে?

বলাদিত্য। এই সেই রাজদ্রোহী মহারাজ!

জয়সেন। বন্দী কর—

দলু। রেজা! এ কেমোন বাৎ রে? তু বিচার কর্; তু যে রেজা আছিস্! পের্‌জাদের তু দেখ্‌বি না তো কে দেখ্‌বে রে মালিক? বিচার কোরিয়ে তু শাস্তি দে হামায়, হামি খুসি হইয়ে শির পাতিয়ে লিবে।

জয়সেন। না—না, কোনও কথা শুন্‌তে চাই না—তুমি রাজদ্রোহী!

দলু। ছোঃ-ছোঃ-ছোঃ! এহি বাৎ কভি মাৎ বোলিয়ে। তুনিয়াঠো মাট্টিমে ডুবিয়ে যাবে। হামি রেজার লাগিয়ে জান দিবে, লেকেন ধরম তো হামি দিতে পার্‌বে না! সেই বামুন ঠাকুর বড়া ভালা আদ্‌মী—দেওতাকা মাফিক, হামি উহাদের জায়গা দিয়েছে, এহি হামার অপরাধ? তু একটীবার ভাবিয়ে দেখ্ রেজা, হামি কুছ দোষ করিয়েছে কি না? ওঃ, তুনিয়ার মালিক! তু তো সব দেখ্‌ছিস!

জয়সেন। স্তব্ধ হও! শৃঙ্খলিত কর বন্য পশুকে।

দলু। রেজা! হামি লোক পশু আছে? হামাদের মোটা কাপড়, মোটা ভাত, পাত্তার কুঁড়ে, এহি ওয়াস্তে হামি লোক পশু, আর ঐ ভদ্দর সাজিয়ে যেত্তো আদ্‌মী ঘুরিয়ে

বেড়াচ্ছে, সব ভি দেওতা—সব ভি মানুষ? তু জানিস্ নে রেজা, ওই ভদ্দর আদ্‌মীর অন্তরকা ভিতর বড়িয়া বড়িয়া শয়তান আছে। ওই দেখ্, ওই বামুন ঠাকুর—ওই সেনাপতি! তু বোল্, হামি ওই দু-লোক্‌কা কলিজা ছিঁড়িয়ে শয়তান দেখায়ে দিবে।

বলাদিত্য। রসনা সংযত ক'রে কথা ক'রে বর্ব্বর!

জয়সেন। বন্দী কর—বন্দী কর বলাদিত্য!

দলু। কি—শুন্‌বি না গরীব পেরজার বাৎ? পেরজার বুকের রক্ত চুষিয়ে খাবি, আউর পেরজার দরদ বুঝ্‌বি না? বেইমান! শয়তান! আজ সব শয়তানের জান লিবে—দুনিয়া ওলোট-পালোট করিয়ে দিবে—

চন্দ্রনাথ। দাঁড়াও সর্দ্দার! দীপ্ততেজে ক্ষিপ্তনেত্রে অন্যায় অধর্ম্মের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও। আজ দানব-লাঞ্ছিত আর্ত্তের সমবেত শক্তি বিশ্বজয়ের পুলক-বিষাণ বাজিয়ে দিক্; আর একটা নিরক্ষর অরণ্যবাসীর সাহস-বীর্য্যের রুদ্র মূর্ত্তি দেখে অলস অকর্ম্মণ্যের দল আবার জেগে উঠক্ দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠায়। ধর—ধর তুমি ভীম ভল্ল, আর আমিও ছিঁড়ে ফেলি হাতের শৃঙ্খল মা-মা-রবে দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলে—[শৃঙ্খল ছিঁড়িবার চেষ্টা।]

জয়সেন। রাজদ্রোহী—রাজদ্রোহী! বধ কর—বধ কর—

[প্রস্থান।

বলাদিত্য। [চন্দ্রনাথকে আক্রমণোদ্যোত হইল।]

সহসা দলুর অনুচরগণের প্রবেশ।

অনুচরগণ। জয় কালীমায়িকী জয়!

[অনুচরগণ বলাদিত্যকে আক্রমণ করিল, যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া বলাদিত্য পলায়ন করিল, রুদ্রকান্ত বন্দী হইল।]

রুদ্রকান্ত। সেনাপতি—সেনাপতি!

দলু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চল্—চল্ শয়তান! আজ তুহাকে বলিদান দিবে—বলিদান দিবে! আয় বেটা, তুহার বাঁধন খুলিয়ে দিই; তু ভি হামাদের সাথ চলিয়ে আয়। [শৃঙ্খল খুলিয়া দিয়া] চল্ ভাই সব!

রুদ্রকান্ত। ওরে বাপ্ রে! বলিদান কি রে? ও বাবা চন্দ্রনাথ! তুমি যে সুপুত্তুর বাবা!

চন্দ্রনাথ। চাকা আপনিই ঘুরে গেল বাবা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! পাপের প্রায়শ্চিত্ত—ধর্ম্মের জয়—ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার!

[রুদ্রকান্তকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অজামিলের পর্ণকুটীর।

গীতকণ্ঠে সুফলের প্রবেশ।

সুফল।—

গীত।

আমি বাজাই বাঁশী কদমতলায়
যমুনার ওই বিমল তটে।
রূপসী ছাপিয়ে ওঠে বাঁশীর তানে
ঢেউ তুলে ওই ছোটে॥
ওই আসে রাই কলসীকাঁকে
সলাজ-বেশে ধীরে ধীরে,
কাঁকন বাজে মধুর হাওয়ায়,
চায় সদা সে ফিরে ফিরে,
রায়বাঘিনী ননদিনীর
জ্বালায় সে তার বক্ষ ফাটে॥

অলক ও অলকার প্রবেশ।

অলকা। কে গায় এমন প্রাণস্পর্শী মধুর সঙ্গীত ব্রাহ্মণী? কই—কে সে গায়ক? সঙ্গীত যার এত সুন্দর—কণ্ঠস্বর যার এত মধুর, না জানি তার রূপ কেমন? উঃ, ভগবান!

চক্ষুহীনের কি দারুণ যন্ত্রণা! কল্যাণী! বল্‌তে পার, কে গান কর্‌লে?

অলকা। বোধ হয় সুফল, অজামিল যাকে সেদিন পুষ্প চয়ণ কর্‌তে গিয়ে নিয়ে এসেছে। আহা, বালকের কেউ নেই—পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছিল! কৈ বাবা সুফল, তুই এখানে আছিস্ বাবা?

সুফল। হ্যাঁ মা, আমিই গান কর্‌ছিলুম। কেন মা, গান গাওয়া কি ভাল নয়?

অলকা। খুব ভাল; তুমি সব সময় আমাদের গান শুনিও। আহা, তোর কণ্ঠস্বর যে বড় মধুর: আমাদের সকল যন্ত্রণা যেন দূর ক'রে দেয়।

অলকা। দেখ ব্রাহ্মণী! সুফল হয় তো কোনও ছদ্মবেশী দেবতা।

সুফল। দেখ না মা, বাবা কি বল্‌ছে!

অলক। আমার মনে হয়, যেন দীনবন্ধু বালকবেশে দীনের কুটীরে আবির্ভূত হয়েছেন; কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা চক্ষুহীন—

সুফল। আমায় একটীবার কোলে নাও না মা! বৌদিদি আমায় খুব কোলে করে—আদর ক'রে কত কি খেতে দেয়!

অলকা। বেশ তো! এস—আমার কোলে এস বাবা! [ক্রোড়ে লইয়া] আঃ—কি সুশীতল অঙ্গ রে তোর সুফল!

অজামিলের প্রবেশ।

অজামিল। বা রে! দু'দিন আস্‌তে না আস্‌তে আমার নিব্যূঢ় স্বত্ব তুই দখল কর্‌তে চাস্ সুফল? নাম্ আমার মায়ের কোল থেকে—

সুফল। দেখ না মা, দাদা কি বল্‌ছে!

অজামিল। না—বল্‌বে না! তুই যদি দিন রাত্তির মায়ের কোলে থাক্‌বি, তা হ'লে আমি কোথায় থাক্‌বো?

সুফল। ছেলে বড় হ'লে বুঝি মায়ের কোলে থাকে?

অজামিল। তবে কি করে?

সুফল। ছেলে বড় হ'লে· মায়ের চরণতলায় তো প'ড়ে থাকে!

অজামিল। তা সত্যি কথা ভাই! কিন্তু ছেলে বড় হ'লে যে স্ত্রীর কথা শোনে, মায়ের মাথায় পা তুলে দেয় ভাই!

সুফল। তা হ'লে তুমিও বৌদিদির কথা শুনে—

অজামিল। দেখ্‌বি? দেখ মা! সুফলকে তোমরা আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ।

অলকা। যাক্—ভায়ে ভায়ে আর ঝগড়া ক'রো না।

অলক। অজামিল! আমরা তোমার ভক্তি ও পূজায় অতীব সন্তুষ্ট হয়েছি; আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মত পিতৃ-মাতৃভক্ত পুত্র যেন ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ

করে। সপ্ত দিবস অন্তে আমরা মহাপ্রস্থান কর্‌বো, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর—আমরা তোমায় সুখী দেখে অপার শান্তি লাভ কর্‌বো।

অজামিল। পূর্ণ সপ্ত দিবসেই মনোমত বর প্রার্থনা কর্‌বো। আসুন এখন, আপনাদের চরণ বন্দনা করি।

রেণুকার প্রবেশ।

রেণুকা। আমিও তো এ বন্দনার অধিকারিণী প্রভু!

অজামিল। কে—রেণু? এস সাধ্বী! আজ স্বামী-স্ত্রীতে সাকার দেব-দেবীর অর্চ্চনা করি।

সুফল। [ক্রোড় হইতে নামিয়া] দেখ দাদা! এই একটা কেমন জিনিষ! একজন সাধু আমায় দিয়ে বল্‌লে, এটা শালগ্রাম—এর পূজা কর্‌তে হয়। তুমি এর পূজা কর দাদা! তোমার খুব পুণ্যি হবে।

অজামিল। আর অত পুণ্যে আমার কাজ নেই। শালগ্রামের পূজা তুই-ই কর্; আমার এমন জীবন্ত লক্ষ্মী-জনার্দ্দন থাক্‌তে, ওই প্রাণহীন পাষাণ শালগ্রামের পূজা কর্‌বো?

অলকা। বৎস! ও কথা বল্‌তে নেই। শালগ্রাম যে তোমার পিতামাতারও দেবতা—পূজার সামগ্রী।

অজামিল। আপনাদের অন্তরে কি সেই দেবতা নেই পিতা? ভগবান যে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান! জলে স্থলে, অনলে

অনিলে, প্রাণে নিষ্প্রাণে, সকল ঘটেই যে তিনি বর্ত্তমান; তাঁর স্বরূপত্ব যে সর্ব্ব জীবে সর্ব্বস্থানে প্রতিবিম্বিত।

অলক। সত্য অজামিল! কিন্তু ভগবান যখন স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তাঁর পূজায় অবহেলা ক'রো না বৎস! শালগ্রাম শিলা বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানেরই প্রতিমূর্ত্তি, অগ্রে ওঁর পূজা সম্পন্ন ক'রে তবে আমাদের পূজা কর।

অজামিল। পিতা! আজীবন যে আপনাদের ব্যতীত অপর কারও পূজা করি নি!

অলক। অবাধ্য হ'য়ো না বৎস! আমাদেরই আদেশ, শালগ্রামের পূজা কর।

অজামিল। পিতৃ-আজ্ঞা। দে তো ভাই! তোর শালগ্রাম শিলা—[গ্রহণ করিয়া] এই-ই ভগবান? না—না, আমার ভগবান যে একমাত্র পিতা-মাতা!

সুফল। পূজা কর দাদা!

অজামিল। পূজা? এঁ্যা—এ কি—

এ কি হেরি আজি!
কোটী সূর্য্য কোটী চন্দ্র
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন
বিকশিত বক্ষেতে ইহার।
এঁ্যা—এ কি, কোথা গেল?
ও কি! বিরাট বিশাল বক্ষে
অভয়-নির্ম্মাল্যকরে

সহস্যবদনে ওই দাঁড়ায়ে রয়েছে যেন
জীবন্ত সে দেব-দেবী পিতা-মাতা মোর!
একি—একি স্বপ্ন! অপূর্ব্ব—অদ্ভুত!

সুফল। বল দাদা! নমঃ ব্রাহ্মণ্যদেবায়—

অজামিল। না—না, পিতা স্বর্গ—পিতা ধর্ম্ম। নে—নে সুফল! তোর শালগ্রাম নে; এই জীবন্ত দেব-দেবীর পূজা রেখে নিষ্প্রাণ দেবতার পূজা কর্‌তে পার্‌বো না। এঁ্যা—একি! একি মায়া—একি প্রহেলিকা! পাষাণে প্রাণ! পাষাণে প্রাণ! পিতা—পিতা! মা—মা! এ কি শিহরণ! সুফল—সুফল! বল্—বল্, তুই কে?

গীতকণ্ঠে বাবাজীর প্রবেশ।

বাবাজী।—

গীত।

ও যে গোপীকুল-মনোরঞ্জন।
বিকচ-সরোজ-ভানু-মুখমণ্ডল
অভিনব রূপ ঢল-ঢল,
তরুণ অরুণ ঘন কমলদল চরণ ॥
ও যে কালীয়দমন কালা,
সুশোভিত বনমালা,
ও যে গোকুলকুল-চন্দন আপদ-বিপদভঞ্জন ॥

[প্রস্থান।

অজামিল। সুফল! [সহসা সুফলের প্রস্থান।] কোথা গেল—কোথা গেল? আমার হৃদয় যে সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হ'য়ে উঠ্‌লো!

অলকা। বৎস! সুফল নিশ্চয়ই সেই ছলনাময়।

রেণুকা। সুফল যেই হোক্ না কেন, সে ভাবনা আর ভাব্‌তে হবে না। আসুন, আমরা পিতা মাতার পূজা সম্পাদন করি।

[উভয়ে পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিল।]

অলক। এস বৎস! এইবার পূজা সমাপ্ত হয়েছে।

অলকা। এস বৌমা!

[অজামিল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অজামিল। সুফল! সুফল!

এসেছ কি ফলদাতা
দিতে ফল কামনার?
কৈ—কোথা গেলে?
যদি এলে, কেন বা লুকালে?
দেখা দাও—দেখা দাও!
না—না, পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম,
স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কালী-মন্দির।

সাধক গাহিতেছিল, ভৈরব ও ভৈরবীগণ
নৃত্য করিতেছিল।

গীত।

জয় মা কালী করালবদনী ঘোরা নৃমুণ্ডমালিনী ভয়ঙ্করা।
খড়্গ-খর্পরধরা চণ্ড-মুণ্ডবিঘাতিনী রক্তাক্ষি শুভঙ্করা॥
বিকটদশনা লোলরসনা,
তাথৈ-তাথৈ-রব নর্ত্তন ভীষণা,
রক্তবীজনাশিনী দনুজদলনী ভীমা দিগম্বরা,
নমস্তে নমস্তে চামুণ্ডা চণ্ডিকে ছিন্নমস্তা কপালী তারা॥

[সকলের প্রস্থান।

রুদ্রকান্তকে লইয়া দলুসর্দ্দারের প্রবেশ।

দলু। জয়—কালী মায়ীকি জয়!

রুদ্রকান্ত। দোহাই—দোহাই বাবা! আমায় ছেড়ে দাও; আর কখনো অমন কাজ কর্‌বো না। ওরে বাবা চন্দ্রনাথ! আমায় রক্ষা কর্ বাবা!

দলু। চন্দ্রনাথকে হামি ঘরে পুরে রাখিয়েছে ঠাকুর বাবা! হামি জানে যে, বাপের বলিদান সে দেখ্‌তে পার্‌বে

না। আজ হামার কালী মায়ীকি পূজা হোইয়েছে, এইবার বলিদান হোবে। মায়ী হামার বড়া রক্তপিয়াসী। ওই দেখ্ ঠাকুর বাবা! মায়ী হামার খল্ খল্ ক'রে হাসিয়ে বোল্ছে, হামি পশুর রক্ত খাবে—পশুর রক্ত খাবে!

রুদ্রকান্ত। আমি তো পশু নই দলু! তবে মা আমার রক্ত খাবে কেন?

দলু। তু জরুর পশু আছিস্ রে বেইমান্! তুহার ভাইকে ফাঁকি দিয়েছিস্, ভায়ের ইস্তিরিকো রেজার হাতে সঁপিয়ে দিতে চাস্! ছোঃ-ছোঃ-ছোঃ! এহি কাম কি মানুষে কর্তি পারে? তুহার চেহারাখানা পশু নেহি, লেকেন তুহার অন্তরটা পশু আছে। হামি আজ তুহার কোন কথা শুন্বে না, আজ তুহারে জরুর বলি দিবে। দে—দে, জল্দি মাথা পাতিয়ে দে, মায়ীর হামার ভুক্ লাগিয়েছে।

রুদ্রকান্ত। ব্রাহ্মণকে বধ কর্বে সর্দ্দার? হায় হায়! একি হ'লো আমার! ওরে বাবা চন্দ্রনাথ! অপঘাতে যে প্রাণটা যাচ্ছে বাবা! হায়-হায়-হায়! টাকা-কড়িগুলো আমার নয় ছয় হ'য়ে যাবে!

গীতকণ্ঠে নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন।—

গীত।

ওরে ভাই রে!

অপরে কাঁদালে নিজে কাঁদিতে হয় রে॥

তখন থাকে না মনে, অদিন হবে না তার,
তাই যে মোহের ঘোরে করে কত অনাচার,
ঘোরে যে কালের চাকা দিবানিশি হায় রে॥
এতেও ফোটে না চোক্, দেয় পরে তাপ-শোক,
আলেয়া-ধাঁধাঁয় প'ড়ে শুধু ছুটে মরে রে॥

[প্রস্থান।

রুদ্রকান্ত। উঃ—তাই তো, আমি কি করেছি! নিজের সহোদর ভাইকে তাড়িয়ে দিয়েছি, মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়াকে অপরের হাতে তুলে দিতে চেয়েছি, ব্রাহ্মণ হ'য়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ভুলে গেছি! আজীবন শুধু পাপের অর্চ্চনায় কাটিয়ে দিয়েছি। প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত! সর্দ্দার! আমি ব্রাহ্মণ—আমায় ক্ষমা কর!

দলু। গলায় পৈতে, মাথায় টিকি থাক্‌লেই কি বামুন হয় রে বেইমান? ধরম করম থাকা চাই। তু যদি বামুন আছিস্, তুহার পৈতে তুলিয়ে ধর্—হামারে পুড়ায়ে ফেল্! হামি দেখি, তু সাচ্ বামুন আছিস্ কি না? লে—লে, শির পাতিয়ে দে, হামি আজ তুহার একঠো বাৎ শুন্‌বে না; আজ তুহাকে বলি দিবে, তব্ ছোড়্‌বে। ভাব্ তো ঠাকুর, তু কেত্তো পাপ করিয়েছিস্—কেত্তো আদ্‌মিকো কাঁদিয়েছিস্! ওই—ওই দেখ্, হামার কালী মা তুহার রক্ত খাবার লেগে নাচিয়ে নাচিয়ে উঠ্‌ছে। পাতিয়ে দে শির, হামি ছোড়্‌বে না—[বল পূর্ব্বক রুদ্রকান্তকে যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করিল।]

রুদ্রকান্ত। সর্দ্দার! আমায় ক্ষমা কর সর্দ্দার!

দলু। নেহি—নেহি—

রুদ্রকান্ত। ওরে পুণ্ডরীক! ভাই! তুই কোথায় আছিস্, আমায় রক্ষা কর্!

দলু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কোই আজ হামায় রুখ্তে পারবে না। মায়ী! মায়ী! পাপ লিস্ নি মায়ী! আজ হামি তুনিয়ার তুষমনকে তুহার পাশে বলি দিচ্ছে। [খড়্গ লইয়া] জয়—কালী মায়ীকি জয়—

রুদ্রকান্ত। মা! মা! রক্ষা কর মা—

পুণ্ডরীক, কল্যাণী ও সত্যের প্রবেশ।

পুণ্ডরীক। মা—মা—মা! মাতৃহারা সন্তান যে আজ আকুলকণ্ঠে মা-মা-রবে ডাক্ছে। দাঁড়াও দলু! বলিদান বন্ধ কর—মায়ের পবিত্র নামে কলঙ্কপাত ক'রো না।

দলু। সরিয়ে যা ঠাকুর বাবা! আজ হামি তুষমনকে জরুর বলি দিবে।

পুণ্ডরীক। স্থির হও! পৃথিবীর শত্রু হ'লেও উনি যে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর! দাদা—দাদা! ভয় কি দাদা—[যূপকাষ্ঠের নিকট গমন।]

দলু। সরিয়ে যা—সরিয়ে যা ঠাকুর বাবা! আজ হামি কোন বাৎ শুন্বে না। আজ তুষমনকা রক্তে তুনিয়া লাল করিয়ে দিবে—কালী মায়ীকো আঁজলা ভরিয়ে রক্ত

দিবে। বিচার করিয়ে দেখ্ ঠাকুর বাবা! এহি দাদা তুহার কেত্তো কুকাজ করিয়েছে; উস্‌কা ভার ছুনিয়া আর সহি করতে পার্‌ছে না। সরিয়ে যা—সরিয়ে যা—

কল্যাণী। পুত্র—পুত্র! আমাদের অনুরোধ, তুমি ক্ষান্ত হও। শত্রুর প্রতি প্রতিশোধের এ রকম ধারা নয় দলু! প্রতিশোধ নিতে হয় প্রেম, ভালবাসা, অহিংসা দিয়ে।

দলু। তু কে আছিস্ মায়ী? তু কি ভগবতী আছিস্ না গঙ্গামায়ী আছিস্? যা—যা, তুহার কুনো বাৎ হামি শুন্‌বে না।

সত্য। সর্দ্দার দা! তুমি তো দেখ্‌ছি ভারি দুষ্টু! আমার জেঠামশাইকে তুমি কাট্‌বে? আহা, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, জেঠামশাই আমার কত কষ্ট পাচ্ছে!

দলু। বাহারে, এ লোক সব বোলে কি রে? সব কৈ কো একি বাৎ! আচ্ছা, হামি আজ জরুর বলি দিবে, দেখি কোন্ হামারে বাধা দিবে—

পুণ্ডরীক। কেউ বাধা দিক্ বা না দিক্, দাদার জন্য জগতে একমাত্র ভাই-ই প্রাণ দিতে পারে। তোল—তোল তোমার মাতৃপূজার রক্তপিপাসু খড়্গ, আর আমিও তুলে ধরি আমার যজ্ঞোপবীত, দেখি এই বিশ্বের বিপ্লব-সন্ধিক্ষণে ওই পাষাণময়ী বিশ্বমাতার স্পন্দনশক্তি জেগে ওঠে কি না?

দলু। সরিয়ে যা—সরিয়ে যা ঠাকুর বাবা!

পুণ্ডরীক। জ্যেষ্ঠের জীবনরক্ষায় কনিষ্ঠ আজ ত্রিদিব

ধ্বংস করবে সর্দ্দার! আয়—আয় মা জোতিষ্কমণ্ডল মধ্য-বর্ত্তিনী হংসারূঢ়া পদ্মাসনা সর্ব্বাণী ব্রহ্মময়ী, আয়—আয় মা—

[যজ্ঞোপবীত তুলিয়া ধরিল।]

দলু। এঁ্যা, এ কি হ'লো রে! ছুনিয়াটা যে কাঁপিয়ে উঠ্‌লো—আস্‌মান ভাঙ্গিয়ে পড়্‌ছে—সাগর ছুটিয়ে আস্‌ছে! আগুন—আগুন! ছুনিয়া আজ আগুনে ভরিয়ে গেলো! উঃ—কেত্তো ধোঁয়া—কেত্তো ধোঁয়া, আঁধার—আঁধার! ওই—ওই যে আস্‌মানে হামার কালী মায়ী চলিয়ে যায়। থাক্‌—থাক্‌—বলিদান বন্ধ হোইয়ে থাক্! ঠাকুর বাবা—ঠাকুর বাবা! তু মানুষ নেহি—দেওতা আছিস্‌—দেওতা আছিস্‌!

[প্রস্থান।

পুণ্ডরীক। দাদা—দাদা! [ধরিয়া তুলিল।]

রুদ্রকান্ত। যা—যা, আর দাদা বল্‌তে হবে না। শোন্—শোন্ পুণ্ডরীক! আমার এ অপমান আমি জীবনে ভুল্‌বো না; তোর ঐ ছেলেটাকে আমিও একদিন এমনিভাবে হত্যা করবো। আমি রুদ্রকান্ত—

[প্রস্থান।

কল্যাণী। রাক্ষস!—রাক্ষস!

পুণ্ডরীক। না—না সতী! আমার দাদা—

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ।

বনপথ

বলাদিত্য ও রুদ্রকান্তের প্রবেশ ।

রুদ্রকান্ত। নিশ্চয় তারা এই দিকে এসেছে সেনাপতি! আজ তাদের বাঁধা চাই-ই! কি দুঃসাহস, আমায় চায় কাট্‌তে! আমার এত টাকা—

বলাদিত্য। আচ্ছা এস, বনের ঐ দিক্‌টা ভাল ক'রে দেখি—

রুদ্রকান্ত। চলো—চলো—

[উভয়ের প্রস্থান ।

পুণ্ডরীক, কল্যাণী ও সত্যের প্রবেশ ।

সত্য।—

গীত।

ওগো আমার দয়াল হরি কোথায় দীনবন্ধু।
তুমি কোন্ অসীমের সুদূর বুকে ঘুমিয়ে শরদিন্দু॥
কত আবাহন কত কেঁদে ডাকা,
তবু নাহি পাই তোমার যে দেখা,
কাঁদে না কি প্রাণ নয়নের জলে কবে পাবো কৃপাবিন্দু—
(একবার তুমি এস হে)
তুমি কেন নিরদয়, ওহে প্রেমময়, তুমি যে করুণাসিন্ধু॥

কল্যাণী। ওগো, আর কত দূরে সিদ্ধারণ্য ? সারাদিন অবিশ্রান্ত পথপর্য্যটনে শরীর ক্রমশঃই অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌ছে, আর যে পার্‌ছি নে ! এইখানে একটু ব'সো—

পুণ্ডরীক। না দেবী, আর অধিক দূর নাই ; অদূরে ঐ বন্ধুর আশ্রম দেখা যাচ্ছে। ঐ দেখ, দিনান্তের ক্লান্ত রবি পশ্চিমাকাশে ডুবে যাচ্ছে ! শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য ; আবার পশ্চাতে উত্তাল বন্যার মত ছুটে আস্‌ছে বিপুল রাজশক্তি ! একটু চ'লে চলো দেবী ! কি করবে ? স্বামী যে তোমার দুর্ব্বল ! হয় তো সেই দলুসর্দ্দারও আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এখানে আস্‌তে পারে !

কল্যাণী। কর্ম্মজীবনের মাঝখানে সুভীষণ প্রলয়-আগুন জ্বেলে দিয়ে, ওগো ! আর কত দিন তুমি চোখের জলে ভগবানের অর্চ্চনা কর্‌বে ? তাঁর অচল আসন যে দরিদ্রের শত ক্রন্দনেও ট'লে ওঠে না ! তা যদি উঠ্‌তো, তাঁর সেই দীনবন্ধু নামের সার্থকতা যদি তিনি দেখাতেন, তাঁর বিচার-চাতুর্য্যের সূক্ষ্মতা যদি ফুটিয়ে তুল্‌তেন, তা হ'লে কি আজ আমরা সর্ব্বহারা হ'য়ে এই রকম পথে পথে ঘুরে বেড়াতুম ?

পুণ্ডরীক। কি করবে সতী ! উপায় নেই।

কল্যাণী। উপায় আছে, অনল নির্ব্বাণের বেশ একটা উপায় প'ড়ে রয়েছে ; তুমি সেই উপায় অবলম্বন কর নাথ ! যারা বঞ্চিত ভগবানের করুণায়, তাদের সুখ ইন্দ্রের নন্দন-কাননেও নেই।

পুণ্ডরীক। সত্য দেবী! কিন্তু জীবনের স্রোত কখনো সমভাবে প্রবাহিত হয় না। সুখ দুঃখ সমন্বয়ে জীবের অদৃষ্ট গঠিত। দুঃখই ভোগ কর সতী! দুঃখভোগ না কর্‌লে প্রকৃত সুখের আস্বাদ পাওয়া যায় না। দৈত্য-পীড়িত দেব-মাতা অদিতির সহস্র ব্যাকুল ক্রন্দনে শত বর্ষ আকুল সাধনায় তবে সেই ভগবানের বামনাবতার। ভোগের বিলাসে অন্ধ হ'য়ে সুদুর্লভ অমূল্য রত্ন হারাতে হয়; তখন মনে পড়ে না একটীবার দৈনন্দিন কর্ম্মের মাঝখানে সেই জগৎজীবন জগন্নাথকে। তখন ইচ্ছা হয় না, একটীবার তাঁর অলক্তরঞ্জিত চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান কর্‌তে; তখন মনে থাকে না অতীত দুঃখ-যন্ত্রণার মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস। এ আমাদের দুঃখ নয় সতী! ভগবানের মহান্ পরীক্ষা। ভুলে যাও সব! ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, দৈহিক সুখ-কল্পনা মাত্র দু'দিনের; চিরদিনের অক্ষয় অমর যা, সেইটাই পাবার চেষ্টা কর সতী!

কল্যাণী। তুমি তো স্বেচ্ছায় দুঃখ মাথায় তুলে নিলে প্রভু!

পুণ্ডরীক। কিন্তু তিনি যে আমার জ্যেষ্ঠ—দেবতাতুল্য! পার্‌তুম পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ রক্ষা কর্‌তে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের প্রাণে ব্যথা দেওয়া কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য নয়। লক্ষ্মণ শ্রীরাম-চন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হ'য়ে, ভাবো দেখি সতী! চতুর্দ্দশ বৎসর কি কঠোর দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, আর আমি সহোদর ভ্রাতা হ'য়ে তুচ্ছ সম্পত্তির প্রলোভন কি ত্যাগ কর্‌তে পারি না?

কল্যাণী। কিন্তু তোমার দুঃখ যে আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিনে! সহ্য আর কত কর্‌বো? খুব সহ্য ক'রে এসেছি—আর পার্‌ছি নে। দেখেছি সেই প্রলয়-মার্ত্তণ্ডতাপের মাঝখানে ভিক্ষার ঝুলিস্কন্ধে তোমার সেই বিষাদ-মলিন মূর্ত্তি—মুছিয়ে দিয়েছি কত দিন সযত্নে তোমার সেই তপ্ত নয়নাশ্রু—পেয়েছি বজ্রের ভীষণ আঘাত তোমার আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে। পাষাণ—পাষাণ বুক এইবার বুঝি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যায়! একদিকে দারিদ্র্যের শত সহস্র নির্য্যাতন, অন্য দিকে রাজশক্তির রক্ত কটাক্ষ! ওগো! তুমি আমায় হত্যা কর, এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

পুণ্ডরীক। অসম্ভব! তাও কি কখনো হয়? স্বামীর কর্ত্তব্য কি তাই? যার ইহজীবন পরজীবনের ভার নিয়েছি, আজ কেমন ক'রে তাকে হত্যা কর্‌বো? এ নিয়মতন্ত্র যে বিধাতার রাজ্যে নেই। এস সতী! প্রকৃতির এই মহা-সন্ধিক্ষণে বিশ্ব-পিতার মহান্ ইচ্ছাই পূর্ণ হ'য়ে যাক্; উভয়ে একসঙ্গে আত্মহত্যা করি এস!

কল্যাণী। আর এই ছেলেটা কোথায় থাক্‌বে? কার কাছে থাকৃবে?

পুণ্ডরীক। ও—তাও তো বটে!

সত্য। মা! বড় তেষ্টা পেয়েছে; একটু জল দাও না মা! মাথাটা ঘুর্‌ছে—রাস্তা হেঁটে হেঁটে পা দুটো কন্‌-কন্ কর্‌ছে! [বসিয়া পড়িল।]

কল্যাণী। আহা, বাছা রে আমার! ওগো, একটু জল এনে ছেলেটাকে আগে দাও, তার পর যাবার উপায় কর্‌বো।

পুণ্ডরীক। আচ্ছা, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি জল নিয়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

সত্য। মা! বড় তেষ্টা—

কল্যাণী। উনি এখুনি জল নিয়ে আস্‌ছেন।

সত্য। তবে একটু শুই মা! ঘুমে যেন চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে।

কল্যাণী। একটু ঘুমোও বাবা!

সত্য। [শয়ন করিয়া নিদ্রামগ্ন হইল।]

কল্যাণী। ভগবান! তুমি কি বধির?
পশে না শ্রবণে তব
দীনের এ কাতর ক্রন্দন?
দেখিতে কি নাহি পাও
আতুরের কি লাঞ্ছনা হয় নিরন্তর?
ওগো বিপদভঞ্জন নিত্য নিরঞ্জন!
তব নামে শঙ্কা যদি নাহি হয় দূর,
কে আর ডাকিবে তোমা
দীননাথ দীনবন্ধু ব'লে?
তৃষ্ণায় কাতরতনু
বাছা মোর ঘুমে অচেতন!

হায়, কেন বাছা এসেছিস্
দরিদ্রের জীর্ণ গৃহে
তুলে দিতে অশ্রুর তরঙ্গ ?
কই—কোথায় গেলেন তিনি
পিপাসার বারি করিতে সন্ধান ?

রুদ্রকান্ত ও বলাদিত্যের প্রবেশ।

[বলাদিত্য কর্ত্তৃক দ্রুত কল্যাণীর মুখবন্ধন ও রুদ্রকান্ত কর্ত্তৃক সত্যের মুখ বন্ধন ; কল্যাণী কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।]

রুদ্রকান্ত। চলো—চলো, শীঘ্র নিয়ে চলো। এদের কোন গুপ্তস্থানে রেখে এসে, পুণ্ডরীককে বেঁধে ফেল্‌তে হবে।

[উভয়কে লইয়া বলাদিত্য ও রুদ্রকান্তের প্রস্থান।

শূন্যহস্তে পুণ্ডরীকের প্রবেশ।

পুণ্ডরীক। দুর্ভাগ্য যাহার, সুখ কোথা তার ?
সারা বন করিনু সন্ধান,
না মিলিল এক বিন্দু বারি।
এঁ্যা—একি ! কোথায় কল্যাণী,
কোথা গেল পুত্র প্রিয়তম ?
কল্যাণী ! কল্যাণী !
বিলম্ব দেখিয়া বুঝি
গেলে সতী সন্ধানে আমার ?

কিন্তু একি হাহাকার !
হৃদয় কেন বা কাঁপে
যেন এক অজ্ঞাত ব্যথায় ?
সাড়া দাও—সাড়া দাও সতী !
কোথা গেলে দুরদৃষ্ট স্বামীরে ফেলিয়া ?
বল্—বল্ ওরে তরুলতা,
বলো সমীরণ, বল্ রে বিহঙ্গ তোরা !
কোথা পত্নী পুত্র মোর চ'লে গেল আজ ?
ভগবান ! তুমি কি পাষাণ ?
নীরব নিদ্রায় তুমি হারায়ে চেতন
কোন্ সে অদৃশ্য পথে আছ দয়াময় ?
চেয়ে দেখ জগন্নাথ !
কত যে আঘাত বক্ষে বাজে
তোমারি বিহনে ! সতী—সতী !

[অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল।]

বলাদিত্য ও রুদ্রকান্তের পুনঃ প্রবেশ।

রুদ্রকান্ত। [দূর হইতে] এই অবসর—এই অবসর ! বেঁধে ফেল—বেঁধে ফেল !

বলাদিত্য। [সহসা পুণ্ডরীকের মুখবন্ধন করিল।]

রুদ্রকান্ত। ব্যস্—কাজ হাসিল। নিয়ে চলো—

[পুণ্ডরীককে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

অজামিল সহ সুফলের প্রবেশ।

সুফল। দাদা! দাদা! দু'জন লোক একটা লোককে বেঁধে নিয়ে ঐ দিক দিয়ে চ'লে গেল।

অজামিল। তারা কে? কাকেই বা বেঁধে নিয়ে গেল সুফল?

সুফল। শুন্‌তে পেলুম, তারা 'পুণ্ডরীক' 'পুণ্ডরীক' ব'লে বলাবলি কর্‌ছিল।

অজামিল। পুণ্ডরীক? সেই আমার বাল্যসুহৃদ পুণ্ডরীক কি তবে? এ যে বড় দুশ্চিন্তায় আমায় ফেল্‌লি ভাই। আজ দেখ্‌ছি, আমার আর পুষ্পচয়ন হ'লো না।

দ্রুত চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

চন্দ্রনাথ। তুমি—তুমি কি সেই সিদ্ধারণ্যবাসী নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ অজামিল?

অজামিল। কেন—কেন যুবক?

চন্দ্রনাথ। বড় বিপদ! তোমার কি পুণ্ডরীক নামে কোন বন্ধু আছে?

অজামিল। আছে—আছে।

চন্দ্রনাথ। দুর্ব্বৃত্ত কান্যকুব্জরাজ জয়সেনের আদেশে তোমার সেই বন্ধু পুণ্ডরীক ও তার স্ত্রী পুত্র বন্দী।

অজামিল। পুণ্ডরীকের অপরাধ?

চন্দ্রনাথ। অপরাধ, নিজের স্ত্রীকে রাজার বিলাস-ব্যসনের জন্য তুলে দেয় নি।

অজামিল। তারপর?

চন্দ্রনাথ। তারপর সেই পুণ্ডরীকের আরও একজন মহা-শত্রু আছে; তারও দুর্নিবার অত্যাচারে তোমার বন্ধুর অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত।

অজামিল। কে—কে সে শত্রু?

চন্দ্রনাথ। তার জ্যেষ্ঠ সহোদর।

অজামিল। জ্যেষ্ঠ সহোদর তার শত্রু?

চন্দ্রনাথ। শত্রু—শত্রু! সম্পত্তির লোভে আজ সে ভাইকে ফাঁকি দিয়েছে, তবুও তার আশা মেটে নি, এইবার তাকে হত্যা কর্‌বে; অথচ সেই কনিষ্ঠ ভাইয়ের অনুরোধে সেদিন দুর্জ্জয় চণ্ডাল সর্দ্দারের হাত থেকে সে পরিত্রাণ পেয়েছে।

অজামিল। তুমি কে?

চন্দ্রনাথ। আমি এক নেশাখোর চরিত্রভ্রষ্ট মাতাল—ভ্রাতুষ্পুত্র সেই পুণ্ডরীকের। বহু চেষ্টা কর্‌লুম কাকাকে রক্ষা কর্‌তে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা তা নয়। তুমি তাদের বাঁচাও ঠাকুর! ওঃ—তাদের কি কষ্ট! বনে এসে পথ ভুলে গেছ্‌লুম্‌, নইলে দেখ্‌তুম, কেমন ক'রে তারা আমার কাকা কাকীমাকে ধ'রে নিয়ে যেতো!

অজামিল। এ যে দেখ্‌ছি দুর্গন্ধ নরককুণ্ডে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়। চলো—চলো যুবক! আজ প্রাণ দিয়েও আমার

বন্ধুকে রক্ষা করবো সেই রাজশক্তির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে। সুফল! তুই কুটীরে ফিরে গিয়ে ব'ল্‌গে, আমি পুণ্ডরীকের উদ্ধারের জন্য কান্যকুব্জ যাত্রা কর্‌ছি।

সুফল। বৌদিদি যে কাঁদ্‌বে দাদা!

অজামিল। তুই তাকে বোঝাবি: যা—দেরী করিস্‌ নে, ভাব্‌বে সবাই—[সুফলের প্রস্থান] চলো—চলো যুবক! ভগবান! জানি না, এ আবার কি মহান্‌ পরীক্ষার মাঝখানে আমায় ফেল্‌লে? তবে এ সংসারে আপনার কে? ভায়ে ভায়ে যদি এত দ্বন্দ্ব—এত দ্বেষ—এত হিংসা, তা হ'লে এ দেশের উন্নতি আর কোথায়—কবে? [উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বন্যরমণী ও পুরুষগণের প্রবেশ।

গীত :

পুরুষগণ।— মাগী! এ দুনিয়া চিড়িয়াখানা।
তাক্‌ লেগে যায় দেখ্‌লে চোকে রঙ্গ নানা॥

স্ত্রীগণ।— সত্যি ওরে মিন্সে রে,
বুড়ো বাপের খেটে খেটে গতর গেল রে—
ছেলে ফুর্ত্তি করে বেশ্যাবাড়ী, শোনে না কারু মানা॥

পুরুষগণ।— ওই দেখ্‌ ভায়ে ভায়ে কাটাকাটি গিন্নী দেখায় কলা,
চল্‌ দেশ ছেড়ে, থাকে হেথায় কোন্‌ শালা,

স্ত্রীগণ।— নাইকো ট্যাঁকে একটা কড়ি, তবু করে বাবুগিরি,
শাক খেয়ে বলে ঝোল খেয়েছি, রাংকে বলে পাকা সোনা॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কান্যকুব্জ—রাজসভা।

জয়সেন, বলাদিত্য ও রুদ্রকান্ত।

জয়সেন। আজ আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে দাও বলাদিত্য! আজ আমার বসন্ত-উৎসব; বহুদিনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ কর্‌বো। কই—নর্ত্তকীগণ কই? নিয়ে এস কল্যাণীকে; মানময়ী না হ'লে যে বসন্ত-উৎসব পূর্ণ হবে না!

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত

বসন্ত এলো সই পুষ্প-বিতানে,
বিরহে বিরহিনী মরে কাঁদিয়া।
বকুলশাখে পাপিয়া ডাকে,
মরম যেতেছে দহিয়া দহিয়া॥
ওই লো ভেসে আসে অজানা হ'তে
কাহারি বাঁশীর মধুর তান,
শিহরি শিহরি উঠিছে গোপনে
সলাজ বঁধুর ব্যথিত প্রাণ,
নীরব নিরজনে বসিয়া গোপনে
আছে লো পথপানে চাহিয়া॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

জয়সেন। চমৎকার—চমৎকার! এইবার পুণ্ডরীক ও তার পত্নীকে এখানে নিয়ে এস।

[বলাদিত্যের প্রস্থান।

জয়সেন। কল্যাণী—কল্যাণী!
অপূর্ব্ব সে রূপসী ললনা,
শুধু জ্বালা সহিছে নীরবে।
আমি রাজা—আছে মোর অধিকার,
শ্রেষ্ঠ যাহা জগতের,
লভিবারে তাহা।
তবে কিবা ভয়—কেন বা সঙ্কোচ?
আছে মোর—

বন্দী পুণ্ডরীক ও কল্যাণীকে লইয়া বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। বন্দী বন্দিনীকে নিয়ে এসেছি মহারাজ!

জয়সেন। এই যে—চমৎকার!
পুণ্ডরীক! আছ কি স্বীকৃত
আজ্ঞা মোর করিতে পালন?
কহ, দিবে কি না দিবে তব
পত্নীরে স্বেচ্ছায়?

পুণ্ডরীক। অসম্ভব! কোন্ শাস্ত্রে আছে রাজা,
স্বামী হ'য়ে আপন ভার্য্যারে তার
তুলে দেয় অপরের ভোগের বিলাসে?

রাজা তুমি—হও ন্যায়বান,
ন্যায়-নীতি গরিষ্ঠ সম্পদ যাহা,
কেন তাহা হও বিস্মরণ ?
অগ্নিদেব সাক্ষ্য করি
যাহার জীবনভার তুলে নিনু শিরে,
আজি তারে কেমনে ভাসায়ে দিব
কহ নররায় ? ক্ষণিক এ উত্তেজনা বশে
দিক্‌ভ্রান্ত পথিক সমান,
মরুবক্ষ লক্ষ্য করি
কেন বা ছুটিছ আছি সাজিয়া অজ্ঞান ?
মাতৃরূপা পরনারী,
ভুলিয়া সে সম্বন্ধ বিচার,
দৈহিক সুখের লাগি
ঐহিক শান্তির পথে জ্বালিছ অনল ?

জয়সেন। স্তব্ধ হও! বেছে লও শুভাশুভ পথ।

পুণ্ডরীক। পরিণাম চিন্তা কর রাজা!
নতুবা সতীর শাপে,
ব্রাহ্মণের উষ্ণ শ্বাসে
ধ্বংস হবে কান্যকুব্জ তব।

জয়সেন। দাম্ভিক ব্রাহ্মণ—

পুণ্ডরীক। শোন রাজা হিত বাণী ;
সুযুক্তি বিবেক জ্ঞানে

হারাইয়া কর্ম্মদোষে,
পরকাল করিছ ভীষণ!
আজীবন সহিতেছি দুর্নিবার
অত্যাচার তব;
সুষমামণ্ডিত সেই পৈতৃক আবাস,
রোদনের সাথে করি বিসর্জ্জন তারে
পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই!
চঞ্চল করিয়া দেয় তার আবাহন,
স্বপন জাগায়ে দেয় মূরতি তাহার
চিন্তাদগ্ধ ধূলির শয্যায়।
কিন্তু কি করিব, উপায়বিহীন!
আর কেন? এখনো কি
মেটে নাই আকাঙ্ক্ষা তোমার?
উঃ—কত যে বেদন,
কি বুঝিবে তুমি রাজা দীনের অন্তরে?

জয়সেন। তা হ'লে দেবে না বুঝি পত্নীরে তোমার
চিত্ত মোর করিতে শীতল?
শোন পুণ্ডরীক!
পারিবে না রক্ষিতে পত্নীরে তব
ক্ষুধার্ত্ত এ শার্দ্দূলের দুর্জ্জয় কবল হ'তে।

পুণ্ডরীক। ধর্ম্মহীন তবে কি জগৎ?
এখনো আকাশে ওঠে

চন্দ্র সূর্য্য তারকার দল,
এখনো দিবস রাত্রি
সমভাবে ঘোরে নিরন্তর,
এখনো জনম মৃত্যু জীবের অদৃষ্টে,
এখনো তাঁহার সত্তা প্রকাশে সংসার ;
তবে আর কি আছে চিন্তার ?
নয়নের অশ্রান্ত ঝঙ্কারে,
অন্তরের ব্যাকুল ক্রন্দনে,
ব্যথিতের কাতর নিঃশ্বাসে
নৃসিংহ মূরতি সম
স্তম্ভ ভেদি ভগবান
না যদি মহিমা তাঁর করেন প্রকাশ,
তা হ'লে পলকে প্রলয়গর্ভে
ডুবে যাবে ধাতার রাজত্ব।

জয়সেন। তবু আমি টলিব না
সে প্রলয় নেহারি নয়নে।
কহি শেষ বার,
দিবে কি না দিবে
আজি পত্নীরে তোমার ?
দিব—দিব তোমা অতুল ঐশ্বর্য্য,
দারিদ্র্যে জর্জ্জর হ'য়ে
নিশিদিন কাঁদিতে হবে না আর।

পুণ্ডরীক। পদাঘাত শতবার ঐশ্বর্য্যে তোমার।

জয়সেন। বলাদিত্য—বলাদিত্য!

না—না রুদ্রকান্ত!

বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ব্রাহ্মণে,

বহিষ্কৃত কর আজি

কান্যকুব্জ হ'তে।

বলাদিত্য। রুদ্রকান্ত!

রাজ-আজ্ঞা করহ পালন—

জয়সেন। দেখি—দেখি আজ ভগবান

কেমনে করেন রক্ষা এ দীন ব্রাহ্মণে!

পুণ্ডরীক। শক্তি তাঁর অনন্ত অসীম।

একটী ইঙ্গিতে যাঁর

সৃষ্টিরাজ্য হয় ছারখার,

তাঁর শক্তি কল্পনা-অতীত!

ফেরো—ফেরো রাজা পাপ পথ হ'তে।

দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ আমি,

লোকবল অর্থবল নাহি কিছু মোর,

আছে শুধু নয়নের তপ্ত অশ্রুজল;

কিন্তু তাহা অতীব ভীষণ,

বিন্দুপাতে কান্যকুব্জ হইবে শ্মশান।

জয়সেন। বেত্রাঘাত কর রুদ্রকান্ত—বেত্রাঘাত!

রুদ্রকান্ত। [বেত্রাঘাতে উদ্যত হইল।]

গীতকণ্ঠে নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন।—

গীত

ওরে ও যে তোর ভাই।
এমন রত্ন কোথাও নাই॥
বুকে তুলে নে আদরে, পাবি রে সুখ হৃদয় ভ'রে,
কোথাও এমন নাই রে শান্তি, ভাই যে রে হয় শ্রেষ্ঠ তাই॥

[প্রস্থান।

জয়সেন। বেত্রাঘাত কর—বেত্রাঘাত কর—

রুদ্রকান্ত। [পুণ্ডরীককে বেত্রাঘাত।]

কল্যাণী। ভগবান! ভগবান!
সৃষ্টি স্থিতি লয় অনাদি অনন্ত তুমি,
দরিদ্রের একমাত্র তুমি যে ভরসা!
দুর্ব্বল স্বামীরে আজি
রক্ষা কর ওগো মূলাধার!
এ দৃশ্য আর পারি না দেখিতে!

[পতন]

জয়সেন। লাগাও—লাগাও—

রুদ্রকান্ত। [পুনরায় পুণ্ডরীককে বেত্রাঘাত।]

পুণ্ডরীক। উঃ—উঃ! দাদা—দাদা!
এ কি তব করাল মূরতি?

নাহি দয়া, নাহি প্রীতি,
নাহি স্নেহ কনিষ্ঠের প্রতি?
ওগো জ্যেষ্ঠ, পূজনীয় মোর!
অসহ্য—অসহ্য এ নির্য্যাতন!

[পতনোন্মুখ হইল।]

দ্রুত অজামিল ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

চন্দ্রনাথ। কাকা—কাকা! [পুণ্ডরীককে ধরিল।]

অজামিল। এ কি—এ কি কর্‌ছো রাজা? একজন দুর্ব্বল নিরীহ ব্রাহ্মণের নির্য্যাতনে তোমার রাজনীতির একি সূক্ষ্মতা দেখাচ্ছ আজ? ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—

পুণ্ডরীক। এসেছ—এসেছ সুহৃদ? ওঃ—

জয়সেন। কে—কে তুমি ব্রাহ্মণ, রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এলে?

অজামিল। আমি এই পুণ্ডরীকের বাল্যবন্ধু—সিদ্ধারণ্য-বাসী ব্রাহ্মণনন্দন অজামিল।

জয়সেন। রাজদ্রোহী—রাজদ্রোহী! বন্দী কর—

অজামিল। কে রাজদ্রোহী রাজা? একে রাজদ্রোহিতা বলে না—একে বলে ন্যায়-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা!

জয়সেন। দূর হও ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ! এটা যজমানের কর্ম্মগৃহ নয়—রাজসভা, এখানে ন্যায় স্মৃতির তর্ক-যুক্তি নাই। যাও—

অজামিল। সে কি রাজা ? নীরবে দেখে যাবো ব্রাহ্মণের মর্ম্মভেদী নির্য্যাতন ? ধর্ম্মাবতার নাম নিয়ে এ কি ধর্ম্মের পরিচয় দিচ্ছ রাজা ধর্ম্মের আসনে উপবেশন ক'রে ? ওই দেখ রাজা! দীন ব্রাহ্মণের অবিশ্রান্ত অশ্রুজলে সর্ব্বংসহা পৃথিবীর বুক আজ সিক্ত—কাতর নিঃশ্বাসে বিশ্ব কম্পিত—আর্ত্তনাদে বজ্রপাত। স্মরণ রেখো রাজা! ব্রাহ্মণ হীন দুর্ব্বল হ'লেও শক্তি তার অসীম—অনন্ত—অপার!

জয়সেন। নাই—নাই, ব্রাহ্মণের কোন শক্তি নাই রাজ-শক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াতে—

অজামিল। আছে—আছে রাজা ব্রাহ্মণের সে শক্তি—ব্রাহ্মণের এই শুষ্ক ক্ষীণ বক্ষে জমাট হ'য়ে আছে। নিঃশ্বাসে সাগর শুষ্ক—নেত্রানলে যষ্ঠী সহস্র সগরসন্তান ভস্ম—পরশুতে একবিংশবার ক্ষত্রিয়নিধন! ব্রাহ্মণের আর কত শক্তির পরিচয় চাও রাজা ?

রুদ্রকান্ত। চন্দ্রনাথ! দূর হ'য়ে যা! জানিস্, আমি তোর পিতা—

চন্দ্রনাথ। পিতা! জানি—জানি! কিন্তু তুমি আজ পিতা নও—সৃষ্টিকর্ত্তা নও—পূজার্হ নও, জীবন্ত নরক-পরি-ত্যক্ত আবর্জ্জনা—নর-রাক্ষস! পালাও—পালাও, তোমার পাপভার পৃথিবী আর বহন কর্‌তে পার্‌ছে না। ঐ আকাশ-খানা এখুনি তোমার মাথার উপর ভেঙ্গে পড়বে—তোমায় চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দেবে। পালাও—পালাও! ভয় কি কাকা

—ভয় কি কাকীমা! আজ আমি বক্ষ স্ফীত ক'রে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবো তোমাদের ঐ পবিত্র বিশ্ববিজয়ী চরণরেণু মাথায় নিয়ে।

জয়সেন। হত্যা কর—হত্যা কর রাজদ্রোহীদের! আর এস—এস কল্যাণী, প্রেম-বারি বর্ষণ করবে এস—[কল্যাণীকে ধরিতে উদ্যত।]

অজামিল। রাজা! রাজা! ঠেলে ফেলো না নির্ম্মমতার পদাঘাতে প্রজার কাতর করুণ আবেদন। সতীর ধর্ম্মনাশ, ব্রাহ্মণ-নির্য্যাতন, এত পাপ পৃথিবী আর সহ্য করতে পারবে না। কান্যকুব্জ ধ্বংস হবে—কান্যকুব্জ ধ্বংস হবে!

জয়সেন। হোক্—হোক্—ধ্বংস হোক্, তবু চাই ওই কল্যাণী সুন্দরীকে। এস—এস রূপসী—

চন্দ্রনাথ। সাবধান রাজা!

কল্যাণী। ভগবান—ভগবান!

পুণ্ডরীক। ডাকো—ডাকো! ভগবান—ভগবান—

অজামিল। রাজা! এখনো উন্মত্ততা—এখনো অহঙ্কার —এখনো সতী নির্য্যাতনের সুদৃঢ় পণ? উপেক্ষায় ভেসে গেল দীনের আবেদন? আরে আরে বলদৃপ্ত স্বেচ্ছাচারী রাজা! দেখ তবে দুর্ব্বল ব্রাহ্মণের ক্ষমতা! ব্রহ্মণ্যদেব! ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি দাবানলের মত জ্ব'লে ওঠ প্রলয়-গর্জ্জনে—খ'সে পড় ভাস্কর ঐ ব্যোমতল হ'তে বিশ্ব বিলোড়ন ক'রে! ধ্বংস—ধ্বংস কর ওই কামুককে—

ত্রিশূলহস্তে ব্রহ্মণ্যদেবের আবির্ভাব ।

ব্রহ্মণ্যদেব । সংহার—সংহার—সংহার !

জয়সেন । এঁ্যা—একি ?

আচম্বিতে প্রলয়-নিনাদ—

চতুর্দ্দিকে ধূ-ধূ-বহ্নি ধ্বংসের লীলায় !

কে—কে ওই সংহার-ত্রিশূলধারী

রক্তজবা ঘূর্ণিতলোচন পুরুষ ভীষণ

ধ্বংস করে বিশ্ব-চরাচর ?

ওঃ—ওঃ, অগ্নিবৃষ্টি—অগ্নিবৃষ্টি,

বজ্রপাত—বজ্রপাত !

মুক্ত—মুক্ত হে ব্রাহ্মণ !

কাজ নাই সতী-নির্য্যাতনে ।

[রুদ্রকান্ত, বলাদিত্য ও জয়সেনকে তাড়াইয়া লইয়া ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান ।]

অজামিল । এস ভাই পুণ্ডরীক ! শীঘ্র আমার সঙ্গে চ'লে এস ; ভগবান আজ তোমাদের রক্ষা করেছেন ।

পুণ্ডরীক । সত্যই ভগবান আজ আমাদের রক্ষা করেছেন । এমন শত সহস্র জ্বলন্ত প্রমাণ থাক্‌তেও লোকে বলে ভগবান নেই ; আশ্চর্য্য !

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্বর্গধাম।

মেনকা ও অপ্সরাগণ।

অপ্সরাগণ।—

গীত

সখী! কুঞ্জে ফুটেছে ফুল।
মধু আশে ঐ বঁধু আসে পিয়াসে আকুল॥
শিশির ধুয়েছে পথখানি তার,
পাপিয়া জানায় অভিসার,
সমীর ছিটায় সুরভি তাহার পাছে যদি বঁধু করে ভুল॥
জোছনা রচেছে আলোকের মালা,
বঁধুয়ার পায়ে পায় যদি জ্বালা,
তটিনী তুলিছে আগম-গীতিকা সুললিত তানে কুল-কুল॥

[প্রস্থান।

মেনকা। আমি বেশ্যা; হ'লেও স্বর্গের অমরের বিলাস-ভোগের, তবুও আমি বেশ্যা; ঘৃণায় বিদ্রূপে অঙ্গ আমার ক্ষত-বিক্ষত। কি মর্ম্মন্তুদ জীবন এই গণিকার! বেশ্যার আদর তত দিন, যত দিন তার রূপ—যত দিন তার যৌবন; তারপর—তারপর তার দিকে আর কেউ ফিরেও চায় না।

গীত

ওগো, কত সে বেদনা কি আর কহিব,
কত সে মরম-জ্বালা।
ততদিন হায়, সুখে কেটে যায়,
যতদিন তার সুচারু অঙ্গে যৌবন করে খেলা ॥
তারপর শুধু হাহাকার, অন্তর করে ছারখার,
লাঞ্ছিত হৃদি প'ড়ে থাকে পথে বক্ষে জড়ায়ে অবহেলা ॥

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। মেনকা! মেনকা!

মেনকা। দেবরাজ? আসুন—আসুন!
বড়ই সৌভাগ্য মম,
অসময়ে পেনু দরশন;
সম্ভাষণ লাগি
করি তবে যোগ্য আয়োজন?

ইন্দ্র। না—না, সে সময় নহেক এখন।
লো রূপসী!
বিপদে জড়িত আজি অমর-ঈশ্বর।
জর্জ্জরিত নিরন্তর বিষের জ্বালায়,
সুখ-শান্তি তিরোহিত দুশ্চিন্তা-অনলে।
তব সুধা, বিলোল কটাক্ষ, সঙ্গীতঝঙ্কার
পারিবে না অন্তরের অশান্তি দলিতে।

মেনকা। কহ দেবরাজ! কি ঘটিল পরমাদ,
সুরেশ্বর যাহাতে চঞ্চল ?

ইন্দ্র। শোন তবে অমরবাঞ্ছিতা,
কিবা হেতু হয়েছি চঞ্চল!
নিরখি ভবিষ্য ছবি জাগ্রতনয়নে,
বরাননে! ব্যাকুল অন্তর মম :
এতদিনে যায় বুঝি স্বর্গরাজ্য মোর!
মর্ত্ত্যবাসী অজামিল ব্রাহ্মণকুমার
সাধনায় তুষ্ট করি পিতা মাতা দুইজনে,
লভিবে অভিষ্ট বর আগামী দিবস।

মেনকা। তার তরে দেবেন্দ্র চঞ্চল কেন,
বুঝিতে না পারি!

ইন্দ্র। ভয় হয়, পাছে অজামিল
ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা করে
জনক-জননী পাশে ;
তা হ'লে যে সর্ব্বনাশ ঘটিবে আমার।
বহুবার বহু চেষ্টা করিলাম
অজামিলে করিতে সংহার,
কিন্তু হায়!
ব্যর্থ হ'লো সকল প্রয়াস মোর!
হও তুমি সহায় আমার,
দেবকার্য্য কর লো ভামিনী!

কতবার রূপের ছলায়
ভুলাইয়া কত জনে
দেবতার সাধিলে মঙ্গল ;
আবার করিতে হবে,
ভুলাইয়া মোহিনী মায়ায়
বরলাভে তার বিপত্তি ঘটাও।

মেনকা। সে কি দেবরাজ !
ভয়ে কাঁপে অন্তর আমার
ব্রাহ্মণের অহিতসাধনে।
কালসর্প দ্বিজ জাতি,
করে যদি দংশন আমায়,
কি হবে উপায়
সে সাধনায় ঘটাতে প্রমাদ ?

ইন্দ্র। মায়ায় ভুলায়ে তারে
নিয়ে যাবো গৃহ হ'তে ;
মায়ার কানন সৃজি,
গড়িয়া মায়ার পুরী
অজামিলে বাঁধ মায়া-ডোরে।
দূর হোক্ ধর্ম্ম-কর্ম্ম
ভক্তি পুণ্য-সাধনা তাহার,
ফেল সেই দুর্গন্ধ নরকে,
কুকার্য্য সাধুক্ দ্বিজ তোমারি ছলনে ;

পূর্ণ হোক্ মনস্কাম মোর,
স্বর্গাসন থাকুক্ অচল।

মেনকা। ইহাই কি দেবতার
কর্ত্তব্যের বাণী ?

ইন্দ্র। জান না—জান না তুমি,
সহিয়াছি কত আমি
দুঃখ নিরন্তর এই বরদান হেতু!
কত যে দানব দৈত্য,
কত নর অপ্সর কিন্নর
লভি বর হরিল সম্পদ মোর!
চিন্তা নাহি কর সুলোচনে!
এস সাথে দেবকার্য্য করিতে সাধন।

[ইন্দ্র সহ মেনকার প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটীর।

কল্যাণী

কল্যাণী। ভগবান! ভগবান! আর যে যন্ত্রণা সহ্য হয় না! সত্য রে! বাবা আমার! দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি! দরিদ্রের জীর্ণ কুটীর আলো করা ধন! আয়—আয়, ফিরে আয় বাবা! আমি যে তোর মা! কোথায় লুকিয়ে আছিস্ বাবা? কই—কেউ তো নাই! চতুর্দ্দিকে কেবল নাই—নাই—নাই! কত যুগ তার চাঁদমুখখানি দেখি নি। দয়াময়! আর কত যন্ত্রণা দেবে? ও-হো-হো! স্বামী গেছেন সত্যকে আমার খুঁজে আন্‌তে, কিন্তু কত দিন যে হ'য়ে গেল, তবু তাঁর দেখা নাই। ওরে সত্য আমার! একবার 'মা' 'মা' ব'লে ডাক্ তো বাবা! আমি সেই ডাক শুন্‌লে সকল যন্ত্রণা ভুলে যাই। ওই—ওই না আমার সতু ডাক্‌ছে! না—না, কে যেন বল্‌ছে "নাই—নাই—নাই!" ভগবান! তবে কি বাছা আমার নাই?

রেণুকার প্রবেশ।

রেণুকা। তুমি কাঁদ্‌ছো বোন্?

কল্যাণী। না—না, কাঁদি নি দিদি!

রেণুকা। কাঁদ্‌ছো বই কি বোন্! তোমার চোখে জল

টস্-টস্ ক'রে ঝ'রে পড়্ছে—চোখ দুটো রাঙা হ'য়ে গেছে, আবার বল্ছো কাঁদি নি! ভয় কি বোন্, স্বামী তোমার পুত্রকে নিয়ে শীঘ্রই ফিরে আস্বেন। তুমি কেবল কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডাকো, তিনি এ দুঃখ অবশ্যই দূর কর্বেন।

কল্যাণী। আর কত ডাক্বো তাঁকে? ডেকে ডেকে গলার স্বর যে রুদ্ধ হ'য়ে আস্ছে দিদি! আজীবন ডেকেই তো আস্ছি, কিন্তু কই, আমাদের এ দুঃখ তো আর যায় না? স্বামী আমার পুত্রকে নিয়ে সত্যই কি ফিরে আস্বেন দিদি? ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমার সর্ব্বশরীর যে কেঁপে উঠ্ছে!

রেণুকা। ভয় কি? যদি স্বামী তোমার শীঘ্র ফিরে না আসেন, তা হ'লে আমরা না হয় তোমার স্বামী পুত্রের সন্ধানে বহির্গত হবো।

কল্যাণী। নারী হ'য়ে কেমন ক'রে পথে বেরুবে দিদি?

রেণুকা। কেন, দোষ কি তাতে? অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনে থাক্লেই কি নারীর সতীত্ব-শক্তি ফুটে ওঠে বোন্? মাতৃত্বের পূর্ণশক্তি নিয়ে নারী যদি উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়ায়, জগতে এমন কোন্ শক্তি আছে যে নারীর সেই মাতৃ-শক্তিই সম্মুখে এসে রক্ত-কটাক্ষ দেখায়? এখন এস বোন্, কিছু খাবে এস।

কল্যাণী। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমার কিছুই নাই দিদি!

সুফলের প্রবেশ।

সুফল। বৌদি—বৌদি! ও বৌদি!

রেণুকা। কেন রে ভাই সুফল?

সুফল। বৌদি! তোমরা দু'জন জায়ে জায়ে একটু ঝগড়া কর না, আমি দেখি।

রেণুকা। বা রে, বেশ তো রে তুই! দেখ্ সুফল! তুই বড্ড বেড়েছিস্! দাঁড়া—তোর দাদাকে সব ব'লে দিচ্ছি।

সুফল। দোহাই বৌদি! দাদাকে ব'লো না। একেই তো দাদা তোমার কথায় ওঠে আর বসে!

রেণুকা। দেখ্বি দুষ্ট ছেলে—

কল্যাণী। সুফল তোমাদের কে দিদি?

রেণুকা। জানি না বোন্! তবে এই মাত্র জানি যে, সুফল সামান্য বালক নয়। মাঝে মাঝে কি এক অপূর্ব্ব স্মৃতি জেগে ওঠে, কিন্তু সব যেন ভুলে যাই।

সুফল। দেখ বৌদি! দাদাকে বল্‌বো একগাছা দড়ি কিনে আন্‌তে।

রেণুকা। কেন, দড়ি কি হবে?

সুফল। তুমি দাদাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ্‌বে! বেশ হবে—দাদা আর কোথাও যেতে পার্‌বে না।

রেণুকা। ফের?

সুফল। দেখ বৌদি—

রেণুকা। যা—যা, আমি আর তোর কোন কথা শুন্‌বো না।

সুফল। আঃ—শোন না! মনে কর, দাদা তিন দিন বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবে—

রেণুকা। তিন দিন, সে কত দিন ভাই?

সুফল। ও বাপ্‌ রে, সে একটা যুগ! আচ্ছা, আমি দাদাকে জিজ্ঞেস ক'রে আসি।

রেণুকা। না—না, তোকে আর যেতে হবে না। আচ্ছা ভাই, তুই একখানা গান কর্‌তো! আজ আমাদের বড় লাভের দিন, তোকে অনেক মেঠাই নাড়ু দেবো।

সুফল। তবে গাই—

গীত ;

বৌদি যাবে বাপের বাড়ী সঙ্গে যাবে কে?
বাড়ীতে আছে দাদা আমার সঙ্গে যাবে সে॥

রেণুকা। আঃ গেল যা! থাম্—থাম্! তোকে আর গান গাইতে হবে না—খুব হয়েছে!

সুফল। [উক্ত গীত গাহিতে লাগিল।]

রেণুকা। দাঁড়া তো রে পাজি—[সুফলকে ধরিতে উদ্যত হইলে সুফল পলাইতে চেষ্টা করিল।]

সহসা গীতকণ্ঠে বাবাজীর প্রবেশ ।

বাবাজী ।—

আমি এবার তোমায় ধ'রে ফেলেছি ।
ভৃগুপদচিহ্নিত বক্ষখানি তব আমি চিনেছি ॥
চাঁচর চিকুরে শোভে সুন্দর চূড়াটী,
গলে দুলিছে যেন বনফুল মালাটী,
বৃন্দাবন-ধন যশোদাদুলাল তুমি, আমি চিনেছি ॥
চরণে নূপুর বাজিছে মধুর,
রাধা রাধা বাঁশরীর ললিত সুর,
আমি শুনেছি—ওহে আমি শুনেছি ॥

রেণুকা । ধ'রে নিয়ে যাও তো বাবাজী, ওই দুষ্ট ছেলেটাকে ।

[বাবাজী ধরিতে গেলে সুফলের পলায়ন ।]

বাবাজী ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

তুমি দেখা দিয়ে কোথা লুকালে হে—
মম মানস-হৃদিরঞ্জনকারী
দেখা দিয়ে কোথা লুকালে হে,
তোমার তরে পাগল হ'য়ে কত কেঁদেছি ॥

[প্রস্থান ।

অজামিলের প্রবেশ।

অজামিল। রেণু—রেণু! এস—আর বিলম্ব ক'রো না, আজ যে পিতা-মাতার মহাপ্রস্থানের দিন! চলো—তাঁদের নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা ক'রে জন্ম জীবন সার্থক করিগে! হ্যাঁ, তুমি কি বর প্রার্থনা করবে রেণু?

রেণুকা। আমি প্রার্থনা করবো, যাতে আমার হাতের নোয়া সিঁথির সিন্দূর অক্ষয় হয়। হ্যাঁ—বলতে ভুলে গেছি, তোমার বন্ধুর কি কোন সন্ধান পেলে?

অজামিল। হ্যাঁ—পুণ্ডরীক কান্যকুব্জ হ'তে শীঘ্রই তার পুত্রকে উদ্ধার ক'রে আনবে; তার জন্য ভয় কি সতী! ধর্ম্ম যেখানে, জয়ও সেখানে। বোধ হয় বন্ধুনী আমার কাঁদছে রেণু?

রেণুকা। কাঁদবে না? তোমায় এক দণ্ড না দেখতে পেলে আমি যে কত কাঁদি—

অজামিল। সত্যই তো! আর তোমাকেও দেখতে না পেলে সংসারটা যেন আমার শূন্য শূন্য মনে হয়। ওকি! দূরে যেন এক ঘনীভূত মেঘমালা প্রকৃতির স্বচ্ছ শুভ্র আকাশ-খানা গ্রাস করতে কালান্তকের মত ছুটে আসছে! কেন এত অন্তরের ব্যাকুল স্পন্দন? যেন একটা বিরাট ব্যবধান অজামিলের সবটুকু সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে শাণিত খড়্গ তুলে ধরেছে! আবার ওই যেন ভবিষ্যৎ রক্ত-নিশান তুলে

ধরেছে অজামিলের আজন্ম-সঞ্চিত কর্ম্মকাণ্ডের উপর! চারিদিকে ধূ-ধূময় মরুভূমি—একি! [চমকিয়া উঠিল।]

রেণুকা। ওকি, চম্‌কে উঠ্‌লে কেন? কি ভাব্‌ছো?

অজামিল। ভাব্‌ছি? কই—না, কিন্তু আবার—আবার! ওই দূরে বীচিমালাবিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগর—গগণস্পর্শী লেলিহান্ অগ্নিশিখা—মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন! জীবন যেন সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়্‌ছে! রেণু—রেণু! দাঁড়াও তো লক্ষ্মী একটীবার আমার চ'খের সম্মুখে, আমার চিত্তস্থৈর্য্যের মহাশক্তি ফিরে আসুক্!

রেণুকা। ওগো, তোমার কি হ'লো?

অজামিল। যুগান্তর! চতুর্যুগের অক্লান্ত সাধনা, কষিত কাঞ্চন সদৃশ হৃদয়জড়িত শ্রেষ্ঠ বৃত্তিচয়, অনাহারক্লিষ্ট নশ্বর জীবের আবেগকম্পিত নিবেদন আজ বুঝি কোথায় কোন্ অদৃশ্যে বিলীন হ'য়ে যায়! এস—অর্চ্চনার সময় আগত—

সুফল। [নেপথ্যে] দাদা! দাদা! আমাদের আশ্রম-মৃগকে বাঘে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে—

অজামিল। রেণু! রেণু! কি সর্ব্বনাশ! আশ্রম-মৃগ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত! রেণু! রেণু! তুমি এস, আমি ব্যাঘ্রকবল হ'তে মৃগশিশুকে উদ্ধার ক'রে আনি। দাঁড়া—দাঁড়া সুফল! আমি যাচ্ছি— [দ্রুত প্রস্থান।

রেণুকা। এ্যাঁ—একি! অন্তরটা সহসা এ রকম কেঁপে উঠ্‌লো কেন বোন্? তবে কি—

গীতকণ্ঠে নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন ।—

গীত

কপাল এবার ভাঙ্গ্‌লো মা তোর,
কাঁদ্ মাগো তুই কাঁদ্।
পোহালো মা সুখের নিশি,
বিধি এবার সাধ্‌লে বাদ্॥
এবার নয়নজলের সাগর গ'ড়ে,
কাঁদ্ না মা তুই আঁধার ঘরে,
জানি না সে শত্রু কে তোর ঘটায় পরমাদ॥

[প্রস্থান ।

রেণুকা । তবে—তবে কি গো
এতদিনে রেণুকার ভাঙ্গিল কপাল!
চতুর্দ্দিকে অশুভ লক্ষণ,
আজানা আতঙ্কে মোর হৃদয় কাঁপায়।
মেঘাচ্ছন্ন অদৃশ্য-আকাশ,
হা-হুতাশ যেন ছুটে আসে!
অলক্ষ্যে থাকিয়া যেন
কে ওই কহিছে মোরে,
কাঁদ্—কাঁদ্ রে রেণুকা!
কাঁদিবার এলো দিন তোর।

ওগো মোর অভীষ্ট দেবতা!
ফিরে এস—ফিরে এস—

কল্যাণী। দিদি!—দিদি!

রেণুকা। চল বোন্, দুইজনে বসি নির্জ্জনেতে
এক সুরে কেঁদে উঠি চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কান্যকুব্জসীমান্ত।

চিন্তামগ্ন দলু সর্দ্দারের প্রবেশ।

দলু। দুনিয়াটা একদম্ ওলোট-পালোট হইয়ে গেলো; ঠাকুর বাবারা হামায় ছোড়্‌কে কাঁহা চোলিয়ে গেলো! এত্তো ঢুঁড়ছি, লেকেন নাগাল মিল্‌ছে না। হামার দাদু ভি চলিয়ে গেলো! আর হামায় হরিনাম কে শুনাবে রে? এখুন হামি কি কোর্‌বে? ঘরকে আর ফির্‌বে না, সে তো ছোড়িয়ে চলেছি—কুচ্ছু মায়া নেহি। হামি কাঁহা যাবে? আচ্ছা একটু ভাবিয়ে দেখি! হাঁ—ঠিক হইয়েছে; হামি বৃন্দাবন যাবে—কিষণজীকো দেখ্‌বে—হামার পরাণটা ঠাণ্ডা করবে। এ দুনিয়ার হাল-চাল দেখ্‌কে দেখ্‌কে হামার আখের

মাট্টি হোইয়ে গেলো! কুচ্ছু কাম হ'লো না—কুচ্ছু কাম হ'লো না! আজ বহুৎ চলিয়েছে, আউর চল্‌তে পারবে না; একটু আরাম করিয়ে লিই, ফিন্ চল্‌বে—[উপবেশন] আঃ! তুনিয়ার মালিক! আউর কেত্তো কষ্ট দিবি? আরে, আঁখমে নিদ্ লাগিয়ে গেলো যে—[শয়ন]

দূরে বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। ভীষণ ঝটিকায় সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে কোথায় চ'লে গেল; মহারাজেরও কোন সন্ধান নেই! দেখি ওই দিক্‌টা একটু তন্নতন্ন ক'রে। এই স্বর্ণসুযোগ! মহারাজ একাকী নিঃসহায়; যদি কোন রকমে গোপনে তাঁকে হত্যা ক'রে ফির্‌তে পারি, তারপর রাজধানীতে ফিরে গিয়ে বল্‌লেই হবে যে মহারাজ ব্যাঘ্রকবলে পতিত হ'য়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। ব্যস্—তারপর আমিই হবো কান্যকুব্জের অধীশ্বর। [প্রস্থান।

দলু। আরে দেওতা, এ আবার কি দেখাস্ রে? ও তো সেই তুষমণ সেনাপতি; রাজ্যির লোভে রেজাকে মারিয়ে ফেল্‌বে? ওঃ, শয়তান—শয়তান! নাঃ—হামি আর বৃন্দাবন যাবে না। হামি তো পেরজা আছে; হামার জান দিয়ে হামার রেজাকে বাঁচাবে, ওহি হামার লাখ লাখবার বৃন্দাবন জানেকা পুণ্যি হোবে। হামার রেজাকে বাঁচাবে—হামার রেজাকে বাঁচাবে— [প্রস্থান।

জয়সেনের প্রবেশ।

জয়সেন। কি দুর্দ্দৈব! সহসা ঝড় উঠে সৈন্য-সামন্ত সব দিক্‌ভ্রষ্ট হ'য়ে যে কোথায় চ'লে গেল, জানি না। বলাদিত্যেরও কোনও সন্ধান নেই। এরূপ দৈব-দুর্ব্বিপাকে পতিত হবো জান্‌লে কখনই শিকার কর্‌তে বহির্গত হ'তুম্ না। তাই তো, এখন কোন্ দিকে যাই? আর যে চল্‌তে পারছি নে! যাক্, এইখানে একটু বিশ্রাম করি—[উপবেশন]

দূরে বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। এই বিষাক্ত তীক্ষ্ণ শরে ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার ক'রে ফেলি—[তীর নিক্ষেপে উদ্যত হইল।]

পশ্চাৎ হইতে দলু আসিয়া বলাদিত্যের গলা টিপিয়া ধরিল।

দলু। আরে রে বেইমান!

বলাদিত্য। এঁ্যা—এঁ্যা—

জয়সেন। একি! একি! স্বপ্ন না সত্য?

দলু। দেখ্—দেখ্, দেখিয়ে লে রাজা, দেখিয়ে লে! তুহার বেইমান নোকরকে দেখিয়ে লে। এত্তো দিন তুহার নিমক খাইয়ে কেমোন ধরম দেখাচ্ছে, দেখ্—দেখ্!

জয়সেন। বলাদিত্য! অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড! এ কি তোর

প্রতিদান ? আমারি অন্নে পরিপুষ্ট হ'য়ে আজ তুচ্ছ রাজ্যের প্রলোভনে আমার প্রাণবধে উদ্যত হয়েছিস্ ? পিশাচ ! আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, তোরাই আমার পবিত্র জীবনটা এত হেয় কদর্য্যের মাঝখানে ফেলে দিয়েছিলি ! দলু—দলু ! বধ কর —বধ কর ! ওরূপ অকৃতজ্ঞ ভৃত্য জীবিত থাক্‌লে রাজ্যের ধ্বংস—রাজার ধ্বংস—দেশের ধ্বংস ! হত্যা কর—হত্যা কর—

দলু। ছোঃ-ছোঃ-ছোঃ ! এত্তো লোভ তুহার ? তু না ভদ্দর আদ্‌মি ? পেরজা নোকর হ'য়ে রেজার জান লিতে চাস্ ? জানিস্ না রে শয়তান ! ত্নুনিয়ার মালিক ঐ উপর থেকে সব্‌ভি দেখ্‌ছে।

জয়সেন। দলু—দলু ! জীবনদাতা ! আমি তোমার এ ঋণ পরিশোধ কর্‌তে পার্‌বো না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার মত রাজভক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রজা যেন রাজ্যের ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করে। ভুলে যাও দলু আমার পূর্ব্ব অপরাধ ; আমায় ক্ষমা কর—আমি নতজানু হ'য়ে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছি—[নতজানু হইলেন।]

দলু। রেজা—রেজা ! তু কি কর্‌ছিস্ রেজা ? তুহার কুচ্ছু দোষ না আছে—সব ভি হামার করমফল। হামি এহি চাহি যে, রেজার মাফিক রেজা হ'য়ে পের্‌জাদের পালন কর্।

জয়সেন। ধর—ধর দলু এই রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা রত্ন-হার ! আজ রাজা প্রজা বহু ব্যবধানের মাঝখানে ভ্রাতৃ-স্নেহের মধুর সম্বন্ধ জমাট হ'য়ে যাক্। তুমি আমার ভাই

—বন্ধু—মিত্র ! [রত্নহার প্রদান ও আলিঙ্গন] দুর্ব্বৃত্ত অকৃতজ্ঞ বলাদিত্যকে বন্দী ক'রে কান্যকুব্জে নিয়ে চল ; তারপর সেই নরপিশাচ রুদ্রকান্তকে বন্দী কর।

বলাদিত্য। মহারাজ ! ক্ষমা—

জয়সেন। ক্ষমা ? ঘৃণিত কুক্কুর ! ভাবো দেখি তোমার কর্ম্মের ইতিহাসটা ! ক্ষমা নেই—ক্ষমা নেই। এস দলু দুর্ব্বৃত্তকে নিয়ে, আর সন্ধান কর সেই পুণ্ডরীক ব্রাহ্মণকে। আমি সেই দেবদেবীর চরণতলে মাথা নত ক'রে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। এস—

দলু। রেজা !—

জয়সেন। অসম্ভব দলু ! দুর্ব্বৃত্তকে ক্ষমা ক'রলে আরও শত শত দুর্ব্বৃত্ত এই রাজ্যের ঘরে ঘরে জেগে উঠ্‌বে—

[প্রস্থান।

দলু। ওহো-হো, দুনিয়ার মালিক ! হামায় আবার কেনো তুই বাঁধিয়ে ফেল্‌লি ? দুনিয়ার বেইমান যারা, উহাদের আঁখ ফুটায়ে দে—আঁখ ফুটায়ে দে !

[বলাদিত্যকে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মায়া-কানন।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে অজামিলের প্রবেশ।

অজামিল। কই—কোথা মৃগশিশু,
কোথা বা শার্দ্দূল ?
একি মায়া—একি প্রহেলিকা !
এ যে এক নিবিড় অরণ্য,
অন্ধকার—অন্ধকার চারিধারে !
একি, কোথায় এলাম আমি ?
দিক্‌ভ্রান্তি হ'লো কি আমার ?
ওঃ—একি কুহেলিকা,
সৃষ্টি যেন অগ্নিবৃষ্টি করিছে বর্ষণ !
বিরাট নৈরাশ্য যেন আবরি অসীম বিশ্ব
হুহুঙ্কারে ছুটে আসে
অজামিলে করিবারে গ্রাস !
ওঃ—রুদ্ধ হয় শ্বাস,
কে দেয় আশ্বাস, মায়া—মায়া !
কোথা গেল জনক-জননী,
কোথায় রেণুকা মোর হৃদয়-বল্লরী ?
কোথায় আবাস—কেবা আমি,

কেন আজি এসেছি হেথায় ?
পথহারা—পথহারা আমি,
কোথা পাই পথ—কোথা পাই পথ ?
ও কি ! দূরে শুনিবারে পাই
বামাকণ্ঠ-বিনিঃসৃত ললিত ঝঙ্কার !
তবে কি এ অমরার নন্দন-কানন ?

গীতকণ্ঠে আলোকবর্ত্তিকাহস্তে জ্ঞানের প্রবেশ ।

জ্ঞান ।—

গীত ।

ওরে এটা স্বপ্নপুরী, পালিয়ে আয় রে পালিয়ে আয় ।
পথহারা ও পথের পথিক, যাস্‌নে রে আর মরীচিকায় ॥
আলেয়ার ওই ধাঁধায় প'ড়ে,
যাস্‌নে রে আর সুপথ ছেড়ে,
জ্ঞানের আলোক হাতে নিয়ে এসেছি রে ডাক্‌তে তায় ॥

[প্রস্থান ।

অজামিল । আলোক—আলোক ! বনভূমিমাঝে
কেবা এই জ্বালিল আলোক ?
ওই পথ—ওই পথ—[গমনোদ্যত]
এঁ্যা—ওকি ! অলোকলাবণ্যময়ী
সুচারুবদনা বামা, যৌবনখচিত অঙ্গে
ঢল-ঢল-বেশে আসে হেসে হেসে,
কে—কে ? কেবা ওই নারী ?

গীতকণ্ঠে মেনকার প্রবেশ।

মেনকা।—

গীত।

এস এস বঁধু, পিয়ে যাও মধু,
রেখেছি হৃদয়ে যতনে।
থর থর থর, তনু জর-জর,
তর তর বহে নদী যৌবন টানে।

[প্রস্থান।

অজামিল। কোথা গেলে—কোথা গেলে
লো রূপসী! দেখা দিয়ে চপলার প্রায়?
জাগে হৃদে অনন্ত পিপাসা,
রুদ্ধ ভাষা, শীঘ্র বারি দাও!
ওই—ওই সেই বামা
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিয়ে
ভেসে ওঠে চক্ষেতে আমার!
ভুলে যাই ক্রিয়া-কর্ম্ম,
ভুলে যাই কর্ত্তব্য আপন।
কোথা আমি—কেবা আমি?
একি যুগান্তর! ওই—ওই যে রূপসী!
দাঁড়াও—দাঁড়াও—

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান।

নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। ধীরে ধীরে কর্ম্মময় সংসার-কাননে
চতুর্যুগ সমভাবে ফুটে ওঠে
লীলা-তত্ত্ব মোর।
লীলার প্রচারে কভু বা নায়ক সাজি,
কভু বা সাজাই পরে;
এবে মোর সেই লীলা প্রচার মানসে,
অজামিলে করেছি নায়ক।
অজামিল হ'তে মোর
সুদুর্ল্লভ "নারায়ণ" নাম
বিশ্বমাঝে হইবে প্রকাশ।
দৈব ভাগ্য সহ রণে
ভক্ত অজামিল হবে জয়ী
একমাত্র "নারায়ণ" নাম মোর
করি উচ্চারণ অন্তিম শয্যায়।
অনন্ত দুঃখের শেষে তরুণ তপন হাসে
অদৃষ্ট-আকাশে, পুনঃ ডুবে যায়।
এইভাবে চলিছে সংসার কোটী কল্প হ'তে।
রে ভক্ত! মাভৈ—মাভৈঃ!
দৃশ্যে বা অদৃশ্যে থাকি
শত হস্তে বিলাইব অনন্ত করুণা।

যাও—যাও বীর কর্ম্মের পূজায়,
আমি যে রে ভক্তাধীন!
ভক্ত-দুঃখ নিবারিতে
মুক্তির নিশান করে
ছায়া সম ঘুরি রে পশ্চাতে
ভক্তে মোর করিতে বিজয়ী।
মাভৈঃ—মাভৈঃ! [প্রস্থান।

অজামিলের পুনঃ প্রবেশ।

অজামিল। বনানীর অন্তরালে
স্বপ্ন সম মিশিল রূপসী;
দূর হ'তে মৃদুল পবন আনে
সুললিত সঙ্গীতের রেশটুকু তার।
কিন্তু ওই হাহাকার যেন ছুটে আসে—
ভাসাইয়া নিয়ে যেতে চায়
ব্রাহ্মণের সঞ্চিত সাধনারাশি।
[অবসন্নভাবে উপবেশন।]

গীতকণ্ঠে মায়া-নারীগণের প্রবেশ।

মায়া-নারীগণ।—

গীত।

সাজায়ে রেখেছি সখা যৌবন-উপবন।
এস এস এস প্রিয় প্রেমিক স্বজন॥

মধুর পরশে তব উঠুক্ ফুটিয়া বধু,
হৃদয়ের যৌবন নীরস তরু শুধু,
আঁখির মদন-বাণে, সুললিত তানে তানে,
তোমারে মজায়ে সখা দানিব আসন ॥

[প্রস্থান ।

অজামিল। কই—কই, কোথা যাও—কোথা যাও
ছড়ায়ে সুষমারাশি বনভূমিমাঝে ?
বল—বল কে তোমরা,
দিয়ে যাও—দিয়ে যাও অমৃতের ধারা !

গীতকণ্ঠে মেনকার পুনঃ প্রবেশ ।

মেনকা।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ;

আমার বুকের মাঝে, সুধার সাগর আছে,
এস এস দেবো আজি বিলায়ে স্বপন ॥

অজামিল। চলো তবে নিয়ে চলো
স্বপ্নময় প্রেম-রাজ্যে তব।
আত্মহারা দিশেহারা সর্ব্বহারা আজি
অজামিল ব্রাহ্মণতনয়।

[মেনকা সহ প্রস্থান ।

নেপথ্যে ইন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ [হাসিয়া উঠিলেন।]

পঞ্চম দৃশ্য।

নির্জ্জন স্থান।

সত্যকে লইয়া খড়্গহস্তে রুদ্রকান্তের প্রবেশ; সত্য আসিতে চাহিতেছিল না, রুদ্রকান্ত তাহাকে জোরপূর্ব্বক আনিতেছিল।

রুদ্রকান্ত। আয়—আয় হারামজাদা! পালাবি কোথায়? হাঃ-হাঃ-হাঃ! পুণ্ডরীক! পুণ্ডরীক। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! আজ তোর বংশ নির্ব্বংশ।

সত্য। ওগো জেঠামশাই! আমায় ছেড়ে দিন। আমি মায়ের কাছে ছুটে যাই! মা কত কাঁদ্ছে আমার জন্যে।

রুদ্রকান্ত। ছেড়ে দেবো বই কি! আব্দার মন্দ নয়। আজ তোর শেষ! আমি রুদ্রকান্ত—

সত্য। জেঠামশাই! আমার মা বাপের আমি ছাড়া সংসারে যে আর কেউ নেই! ওগো মা! ওগো বাবা! তোমরা কোথায়?

রুদ্রকান্ত। থাম্—থাম্, যেন একবারে চিল চেঁচান চেঁচাচ্ছে। একটা কথা ক'স্নে, আজ তোর—

গীতকণ্ঠে নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন।—

গীত

অত বেড়ে ওঠা ভাল নয়।
বাড়ারও একটা সীমা আছে, বেশী বাড়লে পতন সুনিশ্চয়॥
আপন ওজন আপনি বুঝে, কর্ না রে কাজ নিজে নিজে,
পরের প্রাণে ব্যাথা দিলে তাও কি কারু সয়॥

[প্রস্থান।

রুদ্রকান্ত। যা—যা পাজী বেটা! তোর ভয়েই আমি ম'রে যাচ্ছি! এই, ঘাড় পেতে বোস্—

সত্য। জেঠামশাই—জেঠামশাই—

রুদ্রকান্ত। কোন কথা শুন্‌বো না। আমি আজ অন্ধ—বধির—পাষাণ! প্রকৃতির সহস্র প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে রুদ্রকান্ত আজ তার প্রতিহিংসা নির্ব্বাণ কর্‌বে। পুণ্ডরীক! কে সে আমার? কোনও সম্বন্ধ নাই। ওকি! কিসের ছায়া-অন্তরে, চক্ষে, প্রতি লোমকূপে, সর্ব্বাঙ্গে? কে—কে? পরিণাম? হাঃ-হাঃ-হাঃ! দস্যুর লুণ্ঠন-লালসার মাঝখানে চিন্তার অবসর নেই। নরক—হয় হোক্, জ্ব'লে যাক্—পুড়ে যাক্ ইহকাল-পরকাল, তবু চাই প্রতিহিংসা নির্ব্বাণ কর্‌তে।

সত্য। জেঠামশাই—

রুদ্রকান্ত। আবার সেই পাষাণ গলাবার আকুল-উচ্ছ্বাস?

চুপ্—চুপ্! বোস্—বোস্ পাজি! কি—বস্‌বি নে হারাম-জাদা! [পদাঘাত]

সত্য। ওগো মাগো—ম'রে গেছি গো—

রুদ্রকান্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওঠ্—ওঠ্! আবার কান্না! তোকে আজ শেষ ক'রে ফেল্‌বো। তাই তো, বলাদিত্যও শিকার থেকে ফিরে এলো না!

সত্য। জেঠামশাই! আপনার কি একটু মায়া হ'চ্ছে না?

রুদ্রকান্ত। মায়া? সে তো জানি নে—নামও কখনও শুনি নি। যাক্—বিলম্বে সব দিক পণ্ড হবে। এইবার ঘাড় পেতে ঠিক হ'য়ে বোস্—

সত্য।—

ওগো কোথা আমি যাই গো।
কে আছে আমার, করে মোরে পার,
কে আছে এমন বন্ধু গো?
দুরু-দুরু হিয়া কাঁপে আজি মোর,
সুখের রজনী হয় বুঝি ভোর,
কোথা তুমি বিপদবারণ বিপদে রক্ষা কর গো॥

রুদ্রকান্ত। কেউ আস্‌বে না—কেউ আস্‌বে না; রুদ্র-কান্তের দুর্জ্জয় কবল হ'তে কেউ তোকে রক্ষা করতে পার্‌বে না। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! পুণ্ডরীক—পুণ্ডরীক—

পুণ্ডরীকের প্রবেশ।

পুণ্ডরীক। দাদা—দাদা—[পদতলে পতন]

রুদ্রকান্ত। কে—পুণ্ডরীক? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সত্য। বাবা! বাবা! [পুণ্ডরীককে জড়াইয়া ধরিল।]

রুদ্রকান্ত। স'রে যা—স'রে যা পুণ্ডরীক! এই ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের রক্তলোলুপ দৃষ্টির সম্মুখ থেকে।

পুণ্ডরীক। দাদা—

রুদ্রকান্ত। কোথায় এসেছিস্ রে নির্ব্বোধ? তুই সেই অতীত স্মৃতি জাগিয়ে তোলার আকুল আহ্বান নিয়ে আমার এই রক্তপূজার সাম্‌নে যতই এসে দাঁড়া না কেন, কিন্তু মনে রাখিস্, রুদ্রকান্ত সেই আকুল আহ্বানে টল্‌বে না—ব্যাকুল ক্রন্দনে গল্‌বে না: নির্ম্মূল কর্‌বে তার কর্ম্মজীবনের অন্তরায় —কণ্টক—শত্রু।

পুণ্ডরীক। দাদা! এ যে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র! কোন্ স্বার্থের নেশায়, কোন মায়ার ছলনায়, কোন্ কুহকীর কুহক মন্ত্রে আজ তুমি মানবজীবনের সার্থকতা দেখাচ্ছো দাদা? সবই তো তোমার হাতে তুলে দিয়েছি দাদা! স্ত্রী পুত্রের হাত ধ'রে পথে এসে দাঁড়িয়েছি, তবু পার্‌লুম না তোমার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি কর্‌তে।

রুদ্রকান্ত। তবে হত্যা কর্ তোর পুত্রকে—

পুণ্ডরীক। দাদা!—

রুদ্রকান্ত। কি, দাদাকে সুখী কর্ পুণ্ডরীক! দেখি তোর ভ্রাতৃভক্তি!

পুণ্ডরীক। উঃ—ভগবান!

রুদ্রকান্ত। ভগবান? সে নাই—নাই! দুর্ব্বল—ভীরু কাপুরুষের উক্তি! নে—খড়্গ ধর্!

পুণ্ডরীক। সৃষ্টি যে ওলোট-পালোট হ'য়ে যায়, অন্ধকার যে জমাট হ'য়ে পুণ্ডরীকের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়! ও-হো-হো, ভগবান! একি তোমার পরীক্ষা? পুত্রহত্যা—

সত্য। বাবা—বাবা—

রুদ্রকান্ত। কাট্—কাট্! এই নে খড়্গ—

পুণ্ডরীক। দাও খড়্গ—[খড়্গ গ্রহণ।]

সত্য। ওগো বাবা! তুমি কি আমায় সত্যি সত্যি কাট্‌বে? মা! মা! তুই শীগ্‌গির আয় মা, বাবা আমায় কেটে ফেল্‌ছে!

পুণ্ডরীক। ওরে পুত্র! ও তোর বিফল রোদন! চুপ কর্! আমি আজ দাদাকে সুখী কর্‌বো। জয় মা! না—না, পৃথিবী যে কাঁপ্‌ছে—অন্তরটা তোলপাড় হ'য়ে উঠ্‌লো—স্নেহ যে জীবন্ত হ'য়ে ডাক ছাড়্‌ছে! পার্‌বো না—পার্‌বো না দাদা! আমার সব শক্তি যে দুর্ব্বল হ'য়ে যায় ওই কচি মুখখানা দেখে—[হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল।]

রুদ্রকান্ত। পার্‌লিনে—পার্‌লিনে ভীরু কাপুরুষ? তবে আমিই ওকে শেষ ক'রে ফেলি—[সত্যকে কাটিতে উদ্যত।]

সহসা চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

চন্দ্রনাথ। তার পূর্ব্বে চিন্তা ক'রে নাও বাবা, ঐ মাথার উপর ভগবান ব'লে একজন শক্তিমান বিচারক বিদ্যমান। কার সাধ্য, এই ভগবানের রাজত্বে অরাজকতার সৃষ্টি করে?

রুদ্রকান্ত। চন্দ্রনাথ!

চন্দ্রনাথ। খড়্গ নামাও! নতুবা ঐ খড়্গ তোমারি মাথায় পড়্‌বে ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার ফুটিয়ে তুল্‌তে।

রুদ্রকান্ত। পিতৃদ্রোহী! আয়—তোকেই অগ্রে হত্যা করি—[খড়্গাঘাতে উদ্যত]

চন্দ্রনাথ। তবে আমার এই শাণিত ছুরিকা ধর্ম্মদ্রোহীর পাপ রক্তে রঞ্জিত হোক্!

রুদ্রকান্ত। তবে রে কুলাঙ্গার—[খড়্গাঘাতে উদ্যত।]

জয়সেন ও দলু সর্দ্দারের প্রবেশ।

জয়সেন। বন্দী কর—বন্দী কর দলু, ঐ নরপিশাচ রুদ্রকান্তকে—[দলু রুদ্রকান্তকে বন্দী করিল।]

রুদ্রকান্ত। এ্যাঁ—একি! আমি বন্দী?

চন্দ্রনাথ। রাজা—রাজা!

জয়সেন। যাও দলু! রুদ্রকান্তকে কারাগারে নিয়ে যাও! আর চন্দ্রকান্ত! কর্ত্তব্যপরায়ণ উদার মহান যুবক! আমি মুগ্ধ—তৃপ্ত—বিস্মিত তোমার এই পরহিত-ব্রতসাধনের

একাগ্রতা দর্শন ক'রে। এর বিনিময়ে আজ হ'তে তোমায় কান্যকুব্জের প্রধান সেনানায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত করলুম। [তরবারি দান]

চন্দ্রনাথ। রাজার দান প্রজার কর্ম্মজীবন ধন্য ক'রে তুলুক্!

জয়সেন। পুণ্ডরীক! আদর্শ ব্রাহ্মণ! কান্যকুব্জরাজের সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে তার পরলোকের পথ উজ্জ্বল ক'রে দাও—[নতজানু]

পুণ্ডরীক। রাজা! রাজা! তুমি যে আজ এক লহমায় বিশ্ব বিজয় ক'রে ফেল্‌লে! এস—এস আমার বক্ষে এস! [আলিঙ্গন]

রুদ্রকান্ত। কান্যকুব্জরাজ—

জয়সেন। সুবিচার ব্রাহ্মণ! যাও দলু! কারাগারে নিয়ে যাও; আর এর সমস্ত ধন-সম্পত্তিতে আজ হ'তে পুণ্ডরীকের অধিকার!

পুণ্ডরীক। ক্ষমা কর রাজা! আমি বিষয়-সম্পত্তি কিছুই চাই না। আমার দাদাকে মুক্তি দাও—

জয়সেন। তা হয় না ব্রাহ্মণ! তা হ'লে ওই সুবিচারক ভগবানের নামে কলঙ্কপাত করা হবে। [প্রস্থান।

পুণ্ডরীক। উঃ—ভগবান!

দলু। চলিয়ে আয় ঠাকুর বাবা—ভাবিয়ে আর কি কর্‌বি? দুনিয়ার মালিকের যে ঘুম ভাঙ্গিয়েছে। আয়—চলিয়ে আয়।

পুণ্ডরীক। চলো—চলো দলু! দাদাকে আমার রক্ষা করতেই হবে। ভয় কি দাদা! পুণ্ডরীক যে তোমার স্নেহের ভাই! নিজের জীবনদান ক'রেও সে তোমায় রক্ষা করবে।

চন্দ্রনাথ। বাবা! বাবা! দেখছো কি? সেই এক দিন আর এই এক দিন—

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ !
এত দিনে পূর্ণ মনস্কাম !
ব্রাহ্মণতনয় সত্যসন্ধ অজামিল
দেবতার কূট চক্রে,
মেনকার অপূর্ব্ব ছলায়,
জাতিধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম
যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব তার,
হারাইয়া দৈবভাগ্যে
মেনকার রূপমোহে হয়েছে বিস্মৃত ;
কোথা পিতা—কোথা মাতা—
কোথা পত্নী রহিল পড়িয়া !
ধন্য—ধন্য লো মেনকা !
ধন্য তোর বিলোল কটাক্ষ—
ধন্য তোর মুগ্ধকরী অপূর্ব্ব শকতি !
ওই আসে তারা, রহিলাম অন্তরালে

[প্রস্থান

অজামিলের হাত ধরিয়া মেনকার প্রবেশ।

অজামিল। এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে সুন্দরী ?

মেনকা। কেন, ভাল লাগ্‌ছে না ?

অজামিল। না—না, বড় সুন্দর—বড় সুন্দর ! হ্যাঁ—তোমায় কি ব'লে ডাক্‌বো ?

মেনকা। আমায় মোহিনী ব'লেই ডেকো।

অজামিল। মোহিনী ! মোহিনী ! বাঃ—সুন্দর নাম ! কিন্তু—

মেনকা। কেন প্রিয়তম ! তুমি কি আমায় ভালবাস না ?

অজামিল। ভালবাসি—খুব ভালবাসি, কিন্তু—

মেনকা। কিন্তু কি ? ছিঃ, তুমি বড় বেরসিক।

অজামিল। রাগ ক'রো না মোহিনী ! এ আমি কোথায় এসেছি—আজ আমার একি রূপান্তর ? কোথায় গৃহ, কোথায় পিতা-মাতা—কোথায় রেণুকা, কোথায় বা বন্ধু পুণ্ডরীক ? সব যে স্বপ্ন ব'লে প্রতীয়মান হ'চ্ছে ! এক একবার বিদ্যুৎ-বিকাশ, তারপর সব অন্ধকার ! তাই তো ! কারা কাঁদে ওই বেদনা-জড়িত কণ্ঠে ? কে—কে ? কোথায় যাও হে শুভ্র সুকান্তি মহাপুরুষ অজামিলকে পরিত্যাগ ক'রে ? কে—কে তুমি ধর্ম্ম ? আবার ওকি ? গৈরিকবাস-পরিহিতা অক্ষমালা-বিভূষিতা কে তুমি ম্লানময়ী নারী ধীরে ধীরে অজামিলকে পরিত্যাগ ক'রে অন্ধকারে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছো—কে তুমি ? ভক্তি ?

যাও—যাও, সব চ'লে যাও—সব চ'লে যাও! ওঃ—ওঃ মোহিনী! মোহিনী! বল্‌তে পারো প্রেয়সী! আমি এ রকমটা হ'চ্ছি কেন?

গীতকণ্ঠে জ্ঞানের প্রবেশ।

জ্ঞান।—

গীত।

ঘাড়ে চেপেছে ভূত এবার রে তোর।
জ্ঞানের আঁখি টুটলো এবার কাঁদবি জীবনভোর।
এখনো সময় আছে, গেলে আর আস্‌বে না,
ব্যথার ভারে কাঁদ্‌লে তখন কেউ তো শুন্‌বে না,
বিফল সেবায় কাটবে জীবন ঝরবে নয়ন-লোর॥

[প্রস্থান।

অজামিল। কে—কে তুমি? দাঁড়াও: অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও। আমি দিক্‌ভ্রান্ত—পথহারা—জ্ঞানহারা—[প্রস্থানোদ্যত।]

মেনকা। কোথা যাও? [বাধাদান]

অজামিল। আবার ভুলিয়ে দিলে নারী!

মেনকা।—

গীত।

কোথায় যাবে বঁধু বধিয়া পরাণ?
রাখিব হৃদয়ে,　　　　দিব না যাইতে,
ছোটাবো গোপনে রসের বান।

চোখে চোখে রাখিব ঘিরে,
ঢালিব সুধা ধারে ধীরে,
মজাবো টলাবো নাচিব গাহিব প্রেমিক মাতানো গান॥

অজামিল। মোহিনী! মোহিনী!
চিত্তবিনোদিনী!
এত সুখ—এত শান্তি
তোমার সুচারু অঙ্গে?
তবে থাকো মোর শয়নে স্বপনে,
থাকো মোর জাগ্রত নয়নে,
ভাসাও অনন্ত স্রোতে
দিক্‌ভ্রান্ত বিশ্বের তরায়
মোহিনী! কেবা তুমি?
কেন এত অযাচিত দান
এ দীন ব্রাহ্মণে?

মেনকা। বড় ভালবাসি যে তোমায়।
রাখিব হৃদয়মাঝে,
তুষিব সোহাগে আপনা হারায়ে।
এস—কিবা চিন্তা?
এই বক্ষমাঝে গড়িয়া সুচারু পুরী,
বিরচি কুসুম-শয্যা
মিটাইব প্রাণের পিয়াসা।
সুললিত কণ্ঠতানে

নৃত্যরঙ্গে কত নব
প্রেমরাজ্য করিব সৃজন!

অজামিল। চল—চল লো মোহিনী!
প্রেম-রাজ্যে নিয়ে চলো মোরে।
পণ্ড হোক্ ব্রাহ্মণের
যাগ-যজ্ঞ তপস্যা সাধনা,
ছারখার হ'য়ে যাক্ সোনার সংসার—
হও শুধু তুমি লো আমার,
নাহি কিছু চাহি আর।

মেনকা। পারিবে কি প্রিয়তম
আমারে করিতে সুখী?
এত যদি ভালবাসো মোরে,
প্রতিদান কিবা দিবে তার?

অজামিল। পারিব—পারিব তোমারে করিতে সুখী,
হৃদয়তোষিণী তুমি শান্তির নির্ঝর!
অপূর্ব্ব যে ভালবাসা তব,
প্রতিদানে দিতে পারি জিনিয়া স্বরগ।

মেনকা। [গলা জড়াইয়া ধরিয়া] সত্য সখা!

অজামিল। সত্য—সত্য—সত্য!
তোমারে করিতে সুখী,
দুর্গন্ধ নরককুণ্ডে যাইব ছুটিয়া;
ব্রহ্মহত্যা, নরহত্যা, দস্যুবৃত্তি,

যা কিছু কু-কার্য্য আছে,
সব আমি তব তরে করিব মোহিনী!
আমার আমিত্বহারা, শক্তিহীন,
যা বলিবে অবহেলে করিব সাধন।

মেনকা। তবে এসো সাথে মম—

অজামিল। চলো—চলো!

[মেনকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটীর।

রেণুকার প্রবেশ।

রেণুকা। কোথায় তিনি গেলেন? কতদিন যে হ'য়ে গেল, মৃগের অন্বেষণে গিয়ে আর তিনি ফিরে এলেন না। অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! ভগবান! এ কি কঠোর বিধান তোমার? পুত্রের অদর্শনে অন্ধ জনক-জননী প্রাণত্যাগ কর্‌লেন। প্রকৃতির একি বিপর্য্যয়! কোথায় পিতা-মাতার নিকট অভীষ্ট বরলাভ ক'রে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবো, কিন্তু হায়, সব যেন আজ কার ইঙ্গিতে নৈরাশ্য-সাগরে ডুবে গেল! প্রাণের এ বেদনা কাকে জানাই! স্বামীহারা নারীর যে কি

অন্তর্দ্দাহ, কে বুঝবে? এখন কোন্ পথ ধরি? চতুর্দ্দিকে অমঙ্গলের সাড়া! শূন্য—সব শূন্য, শুধু ধূ-ধূ মরুভূমি। দয়াময়! এ দুঃখিনীর এ সংসারে তোমা ভিন্ন যে আর কেউ নেই! আনিয়ে দাও প্রভু স্বামীকে আমার! এত মিনতি, এত কাতরতা, এত কাতর নিবেদন কি ব্যর্থতায় ভেসে যাবে? উঃ—কি করি!

সুফলের প্রবেশ।

সুফল। বৌদি—বৌদি!

রেণুকা। সুফল! আয় ভাই—

সুফল। দাদার জন্যে কাঁদ্‌ছো বৌদি?

রেণুকা। তবে আর কার জন্য কাঁদ্‌বো ভাই?

সুফল। কেঁদো না বৌদি, দাদা আবার আস্‌বে।

রেণুকা। আস্‌বে? না—না, ওরে! আর সে আস্‌বে না। কতদিন যে হ'য়ে গেল, কই সে তো এলো না? জানি না, কোথায় কি ভাবে তিনি আছেন?

সুফল। চলো বৌদি! আমরা দাদাকে খুঁজ্‌তে যাই। ছিঃ! আবার চোখের জল ফেল্‌ছো!

সুফল।—

গীত।

ওগো তুমি কেঁদো না, ব্যথা আর দিও না,
মোছ গো মোছ গো সতী নয়নজল।

দুঃখের নিশার পরে সুখের দিবস আসে,
অভিনব রূপে ধরা হাসে চল্ চল্॥
বর্ষা বাদল ভরা প্রকৃতির অঙ্গে,
পুষ্পিত উপবন উছলিত রঙ্গে,
হাসির কাঁদার সাথে ঘুরে সব অবিরল॥

রেণুকা। চল্ ভাই! আমার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে শান্তি-বারি বর্ষণ কর্‌বি চল্।

সুফল। তোমার বন্ধুনীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না বৌদি?

রেণুকা। না—না, সে থাক্; আমার সঙ্গে নিয়ে আর তাকে দুঃখভোগ কর্‌তে হবে না। আহা, সেও যে স্বামী-হারা—পুত্রহারা! চল্ ভাই!

সুফল। এস বৌদি!

[উভয়ের প্রস্থান।

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী। দিদি! দিদি! এঁ্যা—একি? কুটীর যে শূন্য! তবে কি দিদি আমার—আহা স্বামীর অদর্শনে কেঁদে কেঁদে সোণার অঙ্গ কালি হ'য়ে গেছে। তাই তো, কোথায় গেল? কি দুর্ভাগ্য আমাদের! উভয়েই আজ স্বামীহারা—পুত্রহারা! তিনিও তো আমার সত্যকে নিয়ে এখনো ফির্‌লেন না! তবে কি বাছা আমার—না—না, দয়াময়! শক্তি দাও—অভয় দাও—ধৈর্য্য দাও—

সত্যকে লইয়া পুণ্ডরীকের প্রবেশ ।

পুণ্ডরীক । কল্যাণী ! কল্যাণী !

সত্য । মা ! মা ! [কল্যাণীর কোলে উঠিল ।]

কল্যাণী । সত্য ! সত্য ! বাবা আমার !

পুণ্ডরীক । কল্যাণী ! সত্য ! ভগবানের আশীর্ব্বাদে আজ আমাদের সত্যকে ফিরিয়ে পেয়েছি ।

সত্য । দেখ মা, জেঠামশাই আমায় কাট্‌তে গেছ্‌লো ; ভাগ্যি বাবা ও বড় দাদা গিয়ে প'ড়েছিল !

পুণ্ডরীক । সত্য কল্যাণী ! চন্দ্রনাথই আমাদের সত্যকে দাদার কবল থেকে উদ্ধার করেছে ।

কল্যাণী । চন্দ্রনাথ ! তুই দীর্ঘজীবী হ' বাবা ! সে এখন কোথায় ?

পুণ্ডরীক । পরিবর্ত্তনশীল এ জগৎ সত্য ! মহারাজ জয়সেনের অজ্ঞান-চক্ষু জ্ঞান-চক্ষু হ'য়ে ফুটেছে । সেই দুর্ব্বৃত্ত বলাদিত্য ও দাদার চক্রান্ত উপলব্ধি ক'রে উভয়কেই বন্দী ক'রেছিলেন, তারপর অনেক অনুনয়-বিনয়ে উভয়কে মুক্তি দান করেছেন, আর চন্দ্রনাথকে প্রধান সেনানায়ক পদে অভিষিক্ত করেছেন । দাদার বিষয়-সম্পত্তি সবই মহারাজ আমায় দিয়েছিলেন, কিন্তু তা কি হয় দেবা ! দাদার সম্পত্তি আমি দাদাকেই আবার ফিরে দিয়ে এসেছি ।

কল্যাণী । বেশ করেছ । আমাদের পর্ণকুটীরই স্বর্গ । বাবা

সত্য! অনেক দিন তোর মুখে হরিনাম শুনি নি; একখানা হরিনাম শুনিয়ে দাও তো বাবা। আজ যে সেই দয়াময় হরির দয়ায় তোকে ফিরে পেলুম!

সত্য।—

গীত

এস হে দয়াল হরি মাধবীমোহন।
শ্যাম নীরদতনু বংশীবদন॥
এস আঁধার আলোকে, উছলিত পুলকে,
ভুবনমোহন রূপ পতিতপাবন॥
এস সুর-নরবন্দিত, ত্রিভুবন বাঞ্ছিত,
গোলকবিহারী কমলারঞ্জন॥

পুণ্ডরীক। কল্যাণী! বন্ধু অজামিল কোথায়? বন্ধুপত্নী কোথায়? অন্ধ পিতা-মাতাই বা কোথায়? সব যে শূন্য ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

কল্যাণী। ওগো, বড় দুঃ-সংবাদ! তোমার বন্ধু কোথায় যে চ'লে গেছে, তা জানি না।

পুণ্ডরীক। কেন—কেন? তারপর—তারপর?

কল্যাণী। একদিন আশ্রমের মৃগশিশুকে ব্যাঘ্রকবল থেকে উদ্ধার করতে বন্ধু তোমার ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তারপর আর ফেরে নি।

পুণ্ডরীক। সে কি?

কল্যাণী। আরও শোন, বন্ধুর পিতা-মাতা পুত্রের শোকে দেহত্যাগ করেছেন; বন্ধুনীও স্বামীর শোকে কুটীর পরিত্যাগ ক'রে কোথায় চ'লে গেছে।

পুণ্ডরীক। প্রকৃতির কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! ভগবান্! এ আবার কি দুশ্চিন্তায় ফেল্‌লে! একটা ঝড়ের বেগ থাম্‌তে না থাম্‌তে আবার ঝড় তুলে দিলে দুরদৃষ্ট পুণ্ডরীকের অদৃষ্ট-আকাশে!

কল্যাণী। এখন কি করবে?

পুণ্ডরীক। তাই তো ভাব্‌ছি সতী! কি করি? বন্ধুর সন্ধান করিগে চলো, নইলে যে ধর্ম্মে পতিত হবো! বন্ধু যে একদিন নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে, আমায় ও তোমাকে রাজকবল থেকে উদ্ধার করেছিল; সে দিন যে ভুল্‌তে পারবো না সতী! চলো—সারা পৃথিবীটা তন্ন-তন্ন ক'রে অনুসন্ধান করিগে চল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গুপ্ত কক্ষ।

রুদ্রকান্ত ও বলাদিত্য।

রুদ্রকান্ত। এ যাত্রা খুব বাঁচা গেছে সেনাপতি! যাক্—পরমায়ু থাক্‌তে কেউ কাউকে কি মার্‌তে পারে? নইলে অত কাণ্ডতেও পুণ্ডরীককে শেষ কর্‌তে পারা গেল না!

বলাদিত্য। তাই আমি ভাব্‌ছি রুদ্রকান্ত, প্রকৃতির এই ভিন্ন গতি দেখে। হাঁ—আমার অর্থ দাও রুদ্রকান্ত! প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলে দেবো ব'লে—

রুদ্রকান্ত। নিশ্চয় দেবো। আহা, তোমায় দেবো না? তাই তো সেনাপতি মশাই! কান্যকুব্জের সিংহাসনটা তোমার হ'লো না, আর আমারও হ'লো না পুণ্ডরীককে ধ্বংস করা। মহারাজের হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন দেখে, আমি ভেবে ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে, হ'লো কি? এ যে শিব গড়্‌তে বাঁদর!

বলাদিত্য। তাই তো! দেখ রুদ্রকান্ত! আমার বোধ হয়, ওই দলু ব্যাটার কোন ওস্তাদী মন্ত্র! ব্যাটারা বুনো জাত, অনেক রকম বশীকরণ-বিদ্যা ওদের কণ্ঠস্থ!

রুদ্রকান্ত। শীগ্‌গির শীগ্‌গির সে ব্যাটাকে ভবপার ক'রে দিই আসুন—

বলাদিত্য। আবার ?

রুদ্রকান্ত। ক্ষতি কি ? ব্যাটার ভারি চালাকী ! রাজার সুনজরে প'ড়ে ব্যাটা যেন ধিঙ্গিরাজ হ'য়ে পড়েছে—চাল একেবারে ফিরিয়ে ফেলেছে। কণ্ঠীমালা, তিলক কাটা, ঘন ঘন হরি-বুলি, ব্যাটা যেন চিতে বাঘ !

বলাদিত্য। আচ্ছা, পুণ্ডরীক কোথায় গেল ?

রুদ্রকান্ত। কোনই খোঁজ নেই ; বোধ হয় সেই অজা ঠাকুরের আশ্রয়ে। সে ব্যাটাও একবারে কাঠ-গোঁয়ার। অজা তো নয়, অজ—অজ ! পুণ্ডরীকের জন্য ভাব্‌তে হবে না ; আগে জালী ব্যাটার মহামুক্তির পথ পরিষ্কার করা হোক্ ! ব্যাটা একবারেই মহারাজের কাছছাড়া হয় না।

বলাদিত্য। তোমার পুত্র এখন কি বলে ?

রুদ্রকান্ত। মুখে আগুন তার ! সেনাপতি হয়েছে না ছাই হয়েছে ! এই ফাঁকে কিছু কামিয়ে নিক্—তা নয়, গর্দ্দভ ! গর্দ্দভ ! আমি হ'লে তিন দিনে ভুঁড়ি বাগিয়ে ফেল্‌তুম !

বলাদিত্য। একটা কাজ করতে হবে রুদ্রকান্ত ! মিথ্যা ক'রে দলু ব্যাটার নামে একটা অভিযোগ এনে মহারাজের কানে তুলতে হবে ; তারপর—

রুদ্রকান্ত। কিন্তু মহারাজ কি তা বিশ্বাস করবে ?

বলাদিত্য। হাঁ, একটু চিন্তার কথা ! আচ্ছা, তোমার পুত্রকেই অগ্রে হত্যা করা হোক্ ; সে হ'চ্ছে আমার উন্নতির পথের অন্তরায়।

রুদ্রকান্ত। চন্দ্রনাথের বিষয়টা এখন থাক্, আগে দলুর ব্যবস্থাটাই হ'য়ে যাক্।

বলাদিত্য। কেন? ও—বুঝতে পেরেছি রুদ্রকান্ত! নিজের পুত্র ব'লে তাই এত আপত্তি! কিন্তু অপরের প্রাণের মূল্য কি নেই রুদ্রকান্ত? না—না, তা হবে না, অগ্রে তোমার পুত্রকেই হত্যা করতে হবে। তুমি জানো শুধু নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করতে, অপরের সর্ব্বনাশ সাধন ক'রে: তুমি জানো শুধু অপরকে প্রলোভনে প্রলুব্ধ ক'রে নিজের কার্য্য উদ্ধার করতে। শোন রুদ্রকান্ত! তুমি যদি স্বহস্তে তোমার পুত্রকে হত্যা করতে না পারো, তা হ'লে বলাদিত্য তোমায় হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবে না।

রুদ্রকান্ত। ওরে বাপ্ রে, কি সর্ব্বনাশ! আচ্ছা—আচ্ছা, তাই হবে সেনাপতি মশাই! [স্বগত] এখন তো বাঁচি! ব্যাটা একেবারে কালান্তক!

বলাদিত্য। সাবধান! যেন তঞ্চকতা না হয়; তা হ'লে তোমার নিস্তার নেই রুদ্রকান্ত! যাক্—এখন সেই দলুর বিষয়ে আমি একটা উপায় ঠিক ক'রে ফেলেছি।

রুদ্রকান্ত। কি—কি?

বলাদিত্য। দেখ, দলু মন্দিরে নিত্য হরিলুট দেয়, আর সেই প্রসাদ রাজপুত্রের জন্য পরিচারিকার দ্বারা পাঠিয়ে দেয়। খুব গোপনে সেই প্রসাদে কিছু বিষ মিশ্রিত ক'রে দিতে হবে, তা হ'লেই কার্য্যসিদ্ধি—

রুদ্রকান্ত। কিন্তু বিষ মিশ্রিত কর্‌বার উপায়?

বলাদিত্য। কেন? পরিচারিকা যখন প্রসাদ নিয়ে অন্তঃপুরে যায়, তখন পরিচারিকাকে কিছু দিলেই—বুঝেচ?

রুদ্রকান্ত। সে কি রাজী হবে?

বলাদিত্য। নিশ্চয় হবে: গরীব মানুষ, অর্থ পেলেই ভুলে যাবে। রুদ্রকান্ত! অর্থের জন্য জগতের বক্ষে নিত্য নিত্য কত অঘটন ঘটছে। অর্থই মানুষের মানবত্ব ঘুচিয়ে দেয়—দেবতাও অর্থের লোভে দেবত্ব হারিয়ে ফেলে।

রুদ্রকান্ত। উত্তম যুক্তি! আহা সেনাপতি মশাই! আপনি যে কি, তা জানি নে। অহো, আমি বড়ই ভাগ্যবান যে, আপনার মত একজন সদ্‌বন্ধু লাভ করেছি।

বলাদিত্য। আমার টাকার বিষয় যেন ভুলে যেও না।

রুদ্রকান্ত। ওরে বাপ রে, তা কি ভুলি! যাক্, এখন চিত্তের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য নর্ত্তকীগণকে আহ্বান করি?

বলাদিত্য। আচ্ছা, ডাকো—

রুদ্রকান্ত। কই গো সব চিচিঙ্গেসুন্দরীরা! চ'লে এসো —চ'লে এসো—

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত

আজ অনেক দিনের পরে বঁধু গাইব কি আর গান।
তোমার তরে কেঁদে সারা দিশেহারা, তুল্‌বো কেমন তান?

পাই নি সাড়া ডেকে তোমার,
পাইনি পরশ রাতে, তোমার মধুর হাতে,
এম্‌নি তুমি নিঠুর বঁধু এম্‌নি তোমার মান।

[প্রস্থান।

বলাদিত্য। সুন্দর! সুন্দর! এখন এসো রুদ্রকান্ত! ভবিষ্যতের অন্তরায়ের পথ নিষ্কণ্টক কর্‌তে—

রুদ্রকান্ত। চলুন!

বলাদিত্য। আমার টাকার কথা যেন ভুলে যেও না।

রুদ্রকান্ত। না—না! আবার ভুলি!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মায়াপুরী—অরণ্যসান্নিধ্য পথ।

মোহিনী ও অজামিল।

মোহিনী। তুমি কি আমায় সত্যই ভালবেসে ফেলেছ?

অজামিল। তুমি জানো না মোহিনী, আমি তোমায় কতখানি ভালবেসে ফেলেছি! তোমার অনুরাগে আমি আজ অন্ধ—আত্মবিস্মৃত—কর্ত্তব্যচ্যুত। শুধু দেখ্‌ছি, এ জগতে কেবল তুমি আর আমি—আমি আর তুমি, তা ছাড়া আর

কিছুই নাই। তোমার জন্য সংসার ভুলেছি—ব্রাহ্মণত্ব জলাঞ্জলি দিয়েছি—দয়া মায়া সব অন্তর থেকে দূর ক'রে দিয়েছি। মোহিনী! সেই ব্রাহ্মণনন্দন অজামিল আজ পাপের পূর্ণ মূর্ত্তি। তোমায় সন্তুষ্ট করতে ধর্ম্মাধর্ম্ম মান্‌বো না—স্বর্গ নরক কিছুই বাছ্‌বো না—পাপ পুণ্য বিচার করবো না; যে কোনও প্রকারে আমি তোমায় সন্তুষ্ট করবো। বলো তুমি আমায় ভালবাস কি না?

মোহিনী। যাও—যাও, তুমি কি আর আমায় ভালবাস? তোমরা পুরুষ, তোমাদের আবার ভালবাসা!

অজামিল। সে কি মোহিনী? তুমি আমায় বিশ্বাস কর! [স্বগত] তাই তো, কোথায় চলেছি! এক একবার মনে যেন একটা স্বপ্নের মত—না—না—[প্রকাশ্যে] মোহিনী! বলো, তুমি কি চাও? ভালবাসার কি প্রতিদান চাও?

মোহিনী। তোমার ভালবাসা কেবল মুখের।

অজামিল। না—না, মুখের নয়—কৃত্রিম নয়—ছলনার নয়; তা যদি হ'তো, তা হ'লে আজ ব্রাহ্মণনন্দন অজামিল তার সমস্ত সাধনা, আজন্মসঞ্চিত কামনা একটা বারাঙ্গনার পায়ে লুটিয়ে দিতো না।

মোহিনী। এঁ্যা, তুমি আমায় গালাগালি দিচ্ছ! ওগো, আমার কি পোড়া অদৃষ্ট! কেন আমি তোমায় ভাল বেসেছিলুম।

অজামিল। কেঁদো না—কেঁদো না, আমার ভুল হ'য়ে

গেছে প্রিয়তমে ! আমায় ক্ষমা কর ! মোহিনী ! মোহিনী ! ওই—ওই লোলরসনা রাক্ষসী ! ওঃ—ওঃ—প্রাণ যায় ! ওই—ওই নরক ! উঃ—উঃ, না—না, ওই যে হৃদয়তোষিণী মোহিনী আমার—ওঃ, অগ্নিকুণ্ড—অগ্নিকুণ্ড !

মোহিনী। তুমি অমন কর্‌লে আর আমি তোমার কাছে থাক্‌বো না। [স্বগত] চমৎকার ব্যবসা আমাদের ! চোখে-মুখে ভাবে-ভঙ্গীতে স্বর্গের অমৃতধারা ঢেলে দিই, আর অন্তরে সর্ব্বনাশের কালকূট পুঞ্জীভূত ক'রে রেখে দিই ; চমৎকার ! তবু বিশ্ব অন্ধ ; ক্ষণিক উত্তেজনা বশে আমাদের আপন করতে সর্ব্বস্ব হারিয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়ায়।

অজামিল। মোহিনী ! মোহিনী ! তুমি না থাক্‌লে আমি যে এক মুহূর্ত্ত বাঁচ্‌বো না ! তুলে ধরেছ আমার চোখের উপর কি এক রঙিন আলো—দেখিয়েছ কি এক অপার্থিব ঐশ্বর্য্যসম্ভার—ভুলিয়ে দিয়েছ আমার কর্ম্মজীবনের সবটুকু কর্ত্তব্য ! মোহিনী ! মোহিনী ! আমায় একটা দিন ছেড়ে দাও, আমি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে আসি !

মোহিনী। যাও না, আমি আর তোমার কে ?

অজামিল। না—না, তুমি আমার—আমার ! আমি যাবো না—যাবো না। সব যাক্—সব যাক্, তোমার ঐ বিশ্বমোহিনী মূর্ত্তির ভিতর অজামিলের সর্ব্বস্ব বিলীন হ'য়ে যাক্। বলো—বলো মোহিনী ! তোমায় সুখিনী করতে আমি সব পারি।

মোহিনী। দেখ, আমাদের কিছু অর্থ চাই।

অজামিল। অর্থ? কোথায় পাবো?

মোহিনী। তার আবার ভাবনা! কত রাজ-রাজড়ারা রয়েছে—কত ধনী রয়েছে, তাদের বাড়ী থেকে অর্থ নিয়ে আসবে।

অজামিল। দেবে তারা

মোহিনী। না দেয়, জোর ক'রে কেড়ে আন্‌বে।

অজামিল। দস্যুবৃত্তি কর্‌তে হবে আমায়?

মোহিনী। দোষ কি? অর্থ না হ'লে কি চলে? তারপর অলঙ্কার চাই!

অজামিল। অলঙ্কার?

মোহিনী। হ্যাঁ, তারও উপায় ব'লে দিচ্ছি! রাস্তা ঘাট কত লোক অলঙ্কার গায়ে দিয়ে যায়, তাদের খুন ক'রে তাদের অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে আস্‌বে।

অজামিল। দস্যুবৃত্তি—নরহত্যা! আর—আর? বলো—বলো! তাই—তাই হবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ব্রাহ্মণনন্দন অজামিল আজ দস্যু—তস্কর—পিশাচ সাজ্‌বে।

মোহিনী। দেখ, তোমার ঐ পৈতেগাছটা ফেলে দাও; দেখ্‌তে তোমায় বড় বিশ্রী লাগে।

অজামিল। এ্যাঁ—এ যে যজ্ঞোপবীত! কত সাধনায় এর যে সৃষ্টি! এ যে ব্রাহ্মণের এক পুণ্য আভরণ! ব্রাহ্মণ অনাচারী অত্যাচারী নাস্তিক হ'লেও মাত্র এই যজ্ঞোপবীতের

জন্য তার শত দোষ মার্জ্জনীয়। এমন দুর্ল্লভ দুষ্প্রাপ্য রত্ন আমি ত্যাগ ক'রে—না—না, পারবো না মোহিনী—আমি যে ব্রাহ্মণ!

মোহিনী। তবে আমি চল্‌লুম—

অজামিল। যেও না—দাঁড়াও; তাই হোক্, তোমারি জয় হোক্! যাক্—যাক্, সর্ব্বস্ব যাক্—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ওলোট-পালোট হ'য়ে যাক্। যাও—যাও, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত দূর হও—[যজ্ঞোপবীত দূরে নিক্ষেপ।]

গীতকণ্ঠে ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ্যদেব।—

গীত।

দে—দে আমারে ওই অমূল্য রতন।
আমি আদরে রাখিব বুকে সারাটী জীবন॥
ও যে কত মহিমার, কত সাধনার,
বর্ণনাতীত ক্ষমতা অপার,
অনাদরে আজি কেন দিলি ফেলে,
হ'বি মণিহারা ফণী, মরিবি যে জ্ব'লে,
তখন হাহাকার তোর উঠিবে জাগিয়া
বুঝিবি তখন কি বেদন॥

[উপবীত কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থান

অজামিল। [ব্রহ্মণ্যদেবের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।]

মোহিনী। একি! ওঠ—ওঠ!

অজামিল। কোথায়—আমি কোথায়? কোন্ শুষ্ক ধূধূময় মরুভূমিতে আমি এসে পড়েছি? উঃ, কি অন্তর্দ্দাহ! নিঃশ্বাস যে রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে! মোহিনী—মোহিনী!

মোহিনী। ভয় কি?

অজামিল। বড় পিপাসা! একটু জল দাও—

মোহিনী। এই নাও! আহা—বড় তেষ্টা পেয়েছে। [সুরা দিল।]

অজামিল। [খাইতে যাইয়া] এঁ্যা—এ কি? উঃ—কি দুর্গন্ধ! এ যে সুরা!

মোহিনী। খাও—খাও, খেলে বুঝ্‌তে পার্‌বে।

অজামিল। উঃ—বুক যে জ্ব'লে গেল!

মোহিনী। না—না, ও কিছু নয়! এখনি কত আনন্দ পাবে! আর একটু খাও—

অজামিল। আবার খাবো? [পুনরায় সুরা পান] বাঃ—চমৎকার—চমৎকার! মোহিনী! তুমি আমায় কি অমৃত দান করলে?

মোহিনী। তোমায় খুব ভালবাসি কি না! এইবার তা হ'লে সব অর্থ অলঙ্কার নিয়ে এস!

অজামিল। কি ক'রে আন্‌বো?

মোহিনী। এই নাও—[লাঠি দিল।] এই নাও—[ছুরিকা দিল।]

অজামিল। একি! এ যে লাঠি—ছুরিকা!

মোহিনী। ও না হ'লে কি হয়? লোকের মাথায় লাঠি মার্‌বে—বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে, তবেই না!

অজামিল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চালাও লুণ্ঠন—চালাও হত্যা! অর্থ চাই—অর্থ চাই—

মোহিনী। এইবার খোঁজ ক'রে নিয়ে এস, নইলে আমি চ'লে যাবো।

অজামিল। না—না, চালাও লুণ্ঠন—চালাও হত্যা—চালায় দস্যুতা—

[প্রস্থান।

মোহিনী। দেবরাজ! দেবরাজ! আর যে আমি পার্‌ছিনে! ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব গ্রাস করেছি—তাকে পিশাচ সাজিয়েছি, আর কেন?

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ভয় নেই মেনকা! এখনো অজামিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হয় নি; আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর।

মেনকা। দেবরাজ—

ইন্দ্র। দেবকার্য্য।

[প্রস্থান।

মেনকা। দেবকার্য্য! ভগবান! আমার শত অপরাধ ক্ষমা ক'রো।

সুফলকে বক্ষে লইয়া দ্রুত অজামিলের প্রবেশ।

অজামিল। মোহিনী! মোহিনী! প্রথম যাত্রাতেই এই দেখ, আমি কেমন সুফল লাভ করেছি। এই দেখ, এই ছেলেটার সর্ব্বাঙ্গে কত গহনা! খুলে নাও—খুলে নাও—

মেনকা। কোথায় পেলে এই ছেলেটাকে?

অজামিল। ওঃ—সে এক ভীষণ কাহিনী! এক দুঃখিনীর অঞ্চল থেকে তার বক্ষরত্নকে কেড়ে এনেছি।

মেনকা। আহা, ছেলেটী তো বেশ!

অজামিল। নাও—গহনা খুলে নাও! আচ্ছা, আমিই খুলে নিচ্ছি—

সুফল। ওগো, আমার গহনা খুলে নিও না

অজামিল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চুপ—চুপ! দয়া-মায়া আর নেই! [গহনা খুলিতে খুলিতে] কে—কে তুই—কে তুই? সে যে এক অতীত যুগের ইতিহাস! সেই তো না? না—না, মিথ্যা—মিথ্যা! বালক! তোর নাম কি?

সুফল। নারায়ণ।

অজামিল। নারায়ণ? আচ্ছা, সেই স্ত্রীলোকটা কে তোর?

সুফল। সে আমার বৌদিদি।

অজামিল। বৌদিদি? মা নয়?

সুফল। মাও আমার সে।

অজামিল। কোথায় যাচ্ছিলি তোরা?

সুফল। দাদার খোঁজ করতে। দাদা আমার কত দিন বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেছে। বুড়ো মা বাপ দাদার শোকে কাঁদতে কাঁদতে ম'রে গেল, তাই বৌদি আমার দাদার খোঁজ করতে বনে এসেছে। আহা, তুমি এমন নিষ্ঠুর! আমার বৌদিদিকে লাথি মেরে তার কাছ থেকে আমায় ধ'রে আনলে। ছেড়ে দাও—আমি বৌদিদির কাছে চ'লে যাই—

অজামিল। না—না, হবে না! তাই তো, সব যে স্বপ্ন ব'লে মনে হ'চ্ছে! মোহিনী! এই নাও অলঙ্কার—

মেনকা। মাত্র এই ক'খানা?

অজামিল। আবার এনে দেবো। যখন ডুবেছি, তখন আরও ডুব্‌বো, দেখবো এর শেষ কোথায়?

সুফল। [স্বগত] অজামিলকে উদ্ধার করতে মেনকার অন্তরে পুত্রস্নেহ জাগিয়ে দিতে হবে।

অজামিল। এখন এই ছেলেটাকে তাড়িয়ে দেবো না হত্যা করবো? বলো—বলো মোহিনী! দ্বিধা নাই—চিন্তা নাই—বিচার নাই!

মেনকা। না—না, একে তাড়াতেও হবে না—হত্যা করতেও হবে না। একে আমি ছেলের মত কাছে রেখে দেবো। এঁ্যা—এ কি! সহসা আমার মাতৃত্ব জেগে উঠ্‌লো কেন? বেশ্যার আবার মাতৃত্ব? যারা আত্মসুখ চরিতার্থ করতে ভ্রূণহত্যা করতে পশ্চাদ্‌পদ হয় না, তাদের আবার মাতৃত্ব? না—না, হ্যাঁ—কি বল্‌ছো?

অজামিল। আমার অভিমত, সে তো তুমি!

মেনকা। তবে আর একে ছেড়ে দেবো না। কি বাবা? তুমি আমার কাছে থাক্‌বে?

সুফল। কেন থাক্‌বো না মা?

গীত

আমি ভক্তের তরে সহি কত ব্যথা, ভক্ত যে গো প্রাণ।
ভক্তের তরে গোলোক ছাড়িয়া ভক্তকে করি অভয় দান॥
আমি কত রূপ ধরি, কত জ্বালা সহি,
ভক্তে করিতে পরিত্রাণ॥

মেনকা। এখন এসো, কিছু খাবে এসো! আহা, মুখখানা তোমার শুখিয়ে গেছে!

অজামিল। চলো! এঁ্যা—এ কি! জ্যোতিঃ—জ্যোতিঃ! অন্ধকারে আলোক! সহসা প্রকৃতির একি আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন! নারা—য়—ণঃ, চলো—চলো—

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

হরিমন্দির।

বালকগণ গাহিতেছিল, হরিলুটহস্তে
দলু দণ্ডায়মান ছিল।

বালকগণ।—

গীত

হরি বল্ না রে মন বদন ভ'রে।
মনের ময়লা দূর হবে ভাই,
পার হবি ভাই তুফান ঝড়ে॥
ওই যে হরি—
আকাশ বাতাস নদীর জলে,
গাছের পাতায় সকল স্থলে,
ওই যে হরি—
ওই যে তাহার বাঁশী বাজে অন্তরে॥

দলু। লে—লে সব, হরির পের্‌সাদ লে। হামার বড়া আনন্দ—বড়া আনন্দ! হরিবোল—হরিবোল—[সকলকে প্রসাদ দিল।]

[সকলে প্রসাদ লইয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

দলু। হামি দুনিয়ায় আউর কুচ্ছু কর্‌বে না, কেবল হরির পূজা কর্‌বে। দেখি, হরি হামায় দেখা দেয় কি না?

হে দয়াল হরি! হামি ছোটা জাত, তু কি হামার পূজায় সুখী হোবি? হামি মন্তর-টন্তর জানি না, কেবল হামি পরাণ খুলিয়ে ডাক্‌তে জানি।

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরিচারিকা। কই সর্দ্দার! রাজকুমারের জন্য প্রসাদ দাও, মহারাণী যে পাঠিয়ে দিলেন!

দলু। ওঃ, হামার বড়া ভুল হইয়েছে তে! হামি রোজ রোজ পের্‌সাদ পাঠায়ে দিই, আজ একদম ভুল হোইয়ে গেছে! এই লিয়ে যা বেটী—[প্রসাদ প্রদান।]

পরিচারিকা। [স্বগত] ইস্! আঁটকুড়ীর বেটার কি ভক্তি? ছুঁলে নাইতে হয়। মহারাজের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! যাই হোক্, আজ এখন টের পাবেন! পাঁচশো টাকার মায়া আমি ছাড়্‌বো কেন? পরের ছেলে মর্‌বে তো, আমার কি? যাই—

[প্রস্থান।

দলু। ঠাকুর বাবা হামায় ছোড়্‌কে কুথায় চলিয়ে গেলো! বহুত রোজ কুচ্ছু সন্ধান মিলে নাই। হামার দাদু ভি কেমোন আছে, জানি না!

বলাদিত্য ও রুদ্রকান্তের প্রবেশ।

বলাদিত্য। কি হে দলু?

রুদ্রকান্ত। ইস্! ব্যাটা একেবারে চিতে বাঘ সেজেছে।

দলু। আইয়ে—আইয়ে ঠাকুর বাবা। আইয়ে সেনাপতি মশাই! দেখিয়া যা, আজ হামি হরির দাস হোইয়েছে। এই লে, পের্‌সাদ লে—পের্‌সাদ লে!

রুদ্রকান্ত। [স্বগত] সব প্রসাদ হস্তগত ক'রে অলক্ষ্যে বিষ মিশিয়ে দিতে হবে। পরিচারিকা এতক্ষণ কার্য্যসিদ্ধি ক'রে ফেলেছে। [প্রকাশ্যে] দাও—দাও! আহা দলু, তুমি সত্যই ভাগ্যবান!

দলু। লে—লে, তুহারা পের্‌সাদ লে।

রুদ্রকান্ত। সব প্রসাদ দাও, প্রাণ ভ'রে দু'জনে খাই।

দলু। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা—[রুদ্রকান্তকে প্রসাদের থালা দিল।]

রুদ্রকান্ত। ব্যস্! এইবার—[অলক্ষ্যে বিষ মিশ্রিতকরণ]

চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

চন্দ্রনাথ। দলু—দলু!

দলু। কে, তু ভি আসিয়েছিস্ নয়া সেনাপতি? লে—তুহারা সবাই আজ হরির পের্‌সাদ খা।

চন্দ্রনাথ। দলু! রাজ-আজ্ঞায় তুমি বন্দী; আমি তোমায় বন্দী কর্‌তে এসেছি।

বলাদিত্য ও রুদ্রকান্ত। সে কি!—সে কি!

দলু। কেনো, হামি কি কর্‌লো?

চন্দ্রনাথ। ওই সর্ব্বসাক্ষ্য ভগবান জানেন। তুমি পরি-

চারিকার দ্বারা যে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলে, সেই প্রসাদ যে আজ—ওঃ দলু! তুমি কি সর্ব্বনাশ করেছ!

দলু। বোল্—বোল্, হামি কি কোরিয়েছে? হামি তো রোজ রোজ পের্সাদ পাঠায়ে দিই।

চন্দ্রনাথ। কিন্তু আজ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। দলু! জানি না, কোনও এক অজ্ঞাত শত্রুর ষড়যন্ত্র-কৌশলে প্রসাদ ভক্ষণ ক'রে আজ রাজকুমারের জীবনান্ত হয়েছে। বিষ—বিষ—তীব্র বিষ সেই প্রসাদে।

দলু। দুনিয়ার মালিক! হামি এ কি শুন্‌ছে? হরির পের্সাদ বিষ হোইয়ে গেলো? হামি যে ভাবিয়ে পাচ্ছে না! ও-হো-হো, দেওতা হামার! এ কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি?

রুদ্রকান্ত। কি সর্ব্বনাশ! রাজকুমার মৃত?

বলাদিত্য। প্রসাদে বিষ?

রুদ্রকান্ত। এঁ্যা! ভাগ্যিস্ খেয়ে ফেলি নি, তা হ'লে তো, দলু—দলু! ধূর্ত্ত—ভণ্ড! বাবা চন্দ্রকান্ত! বন্দী কর—বন্দী কর! ওঃ, জগতে কাকেও বিশ্বাস নেই!

বলাদিত্য। সংসারে মানুষ চেনা দায়। ভিতরে ভিতরে এত প্রতারণা!—রাজার সর্ব্বনাশ!

দলু। হামি বিষ দিইয়েছে? বাঁধ্—বাঁধ্ হামায়—হামি হরির বিচার দেখ্‌বে।

চন্দ্রনাথ। তস্করের মুখে শুনি সাধুতার বাণী!
জানি না সে কি নিয়মে ঘুরিছে সংসার!

দেবতা! এই কি বিচার তব!
দলু! জানি তুমি উদার মহৎ,
অকৃত্রিম তব ভালবাসা,
কিন্তু হায় রাজ-আজ্ঞা!
কাঁদে প্রাণ,
তোমার নিষ্পাপ করে তুলিতে শৃঙ্খল।

রুদ্রকান্ত। চন্দ্রকান্ত! রাজ-আজ্ঞা! আর এই দেখ প্রসাদ, এও নিয়ে যাও; পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যাবে, প্রকৃত প্রসাদে বিষ মিশ্রিত আছে কি না!

দলু। পের্‌সাদে বিষ? ও-হো-হো, রেজার লেড়কা মরিয়ে গেলো! না—না, আর হামি হরির পূজা কর্‌বে না—হরির পূজা কর্‌বে না। বিষ কুথা থাকিয়ে এলো?

বলাদিত্য। উড়ে এসেছে! ভণ্ডামী—ভণ্ডামী—

দলু। দুনিয়ার মালিক! হামার মাথায় বাজ ফেলিয়ে দে—হামি মরিয়ে যাই।

চন্দ্রনাথ। দলু! ভয় কি? যদি তুমি প্রকৃত নিষ্পাপ হও, তা হ'লে পৃথিবীর শত সহস্র বিপর্য্যয়ে তুমি মুক্ত হবে; আর নিশ্চয় তারা ধরা পড়্‌বে, যারা তোমাকে এই বিপদে ফেলেছে! তাই তো দলু! আমার অন্তরটা কেঁদে উঠ্‌ছে, কেমন ক'রে তোমার হাতে শৃঙ্খল তুলে দেবো আজ?

রুদ্রকান্ত। চন্দ্রনাথ! কেন ভয় পাচ্ছো বাবা? দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছো না? বাঁধো—বাঁধো—

চন্দ্রনাথ। বাবা! আমার মনে হয়, না—না—থাক্! ওই দেখ বাবা! দলুর মুখের পানে চেয়ে, কত পবিত্র—কত স্নিগ্ধ—কত তৃপ্তির! দলু অপরাধী নয়—নির্দ্দোষ—নিষ্পাপ!

রুদ্রকান্ত। অপরাধী তা হ'লে কে?

চন্দ্রনাথ। তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর—বিবেককে জিজ্ঞাসা কর, আর তোমার বন্ধু বলাদিত্যকে জিজ্ঞাসা কর—

[দলুকে লইয়া প্রস্থান।

রুদ্রকান্ত। এঁ্যা—এঁ্যা, ব্যাটা বলে কি? তা হ'লে ব্যাটা সব বুঝ্‌তে পার্‌লে না কি?

বলাদিত্য। সেই কালেই তো বলেছিলুম, তোমার পুত্রকে আগে হত্যা কর!

রুদ্রকান্ত। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হত্যা! আচ্ছা, আগে চাঁড়াল বেটা কুপোকাৎ হোক্।

বলাদিত্য। নিশ্চয় ওর প্রাণদণ্ড হবে।

রুদ্রকান্ত। কি মাথা আমাদের! কিন্তু জানতে পারবে না তো?

বলাদিত্য। কাকস্য পরিবেদনা। হ্যাঁ, আমার অর্থগুলো কবে দিচ্ছো?

রুদ্রকান্ত। ঠিক এক সপ্তাহ পরে। যাক্—দলু ব্যাটার এইবার পটোলচয়ন। বেটার হরিনামের ঠেলায় দেশ ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল। ভালয় ভালয় এখন ফাঁড়া কেটে গেলে হয়। এখন চল, দেখি মহারাজ কি বিচার করেন।

গীতকণ্ঠে নিরঞ্জনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন।—

গীত

ফাঁকি দিলে ভাই ফাঁকে পড়ে, এই তো বিধির বিধানে।
এ তো সবাই জানে॥
ধর্ম্মের ঢাক বাজ্‌বে রে ভাই,
সঠিক কথা ব'লে যাই,
মনের আশা থাক্‌বে মনে ভাস্‌বে তখন তুফানে॥

[প্রস্থান।

রুদ্রকান্ত। দূর হ' ব্যাটার ছেলে—দূর হ'! বেটা যেন বেদব্যাসের মাসতুতো ভাই।

বলাদিত্য। চলো: কিন্তু দেখো, সপ্তাহ পরে যেন নিশ্চয়ই অর্থ পাই।

রুদ্রকান্ত। পাবে—পাবে—[স্বগত] ভাবী ভুল্‌বার নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বনপথ

অজামিলের প্রবেশ।

অজামিল। চালাও লুণ্ঠন—চালাও দস্যুতা—চালাও নরহত্যা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! অজামিল আজ দস্যু! চমৎকার ব্যবসা! দয়া নাই—মায়া নাই—কাতরতা নাই! মোহিনী! মোহিনী! তোমার জন্য আমি আজ দস্যু—পিশাচ—রাক্ষস! হাঃ-হাঃ-হাঃ! কিসের ভ্রুকুটী? নিস্তব্ধ অন্ধকারে আবার কিসের ঐক্যতান? না—না, সব ভুলে গেছি—অজামিল নাই! কত কথা কত স্বপ্ন অন্তরে জেগে উঠ্‌ছে, আবার তখনই কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে! অর্থ চাই—অর্থ চাই! নরহত্যা—ব্রহ্মহত্যা—স্ত্রীহত্যা অবাধে চালাও—সৃষ্টি কাঁপিয়ে তোল!

রেণুকার প্রবেশ।

রেণুকা। [অজামিলের পদধারণ করিয়া] ওগো—ওগো, আমায় চরণে একটু স্থান দাও! সেদিন সুফলকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে, আমাকেও একটু স্থান দাও—

অজামিল। কে—কে তুই? কোথায় এসেছিস্‌?

রেণুকা। ওগো, আমি যে তোমার চরণসেবিকা দাসী।

চ'লে এলে কি অশুভক্ষণে আশ্রম-মৃগকে রক্ষা কর্‌তে! কার মোহিনী মন্ত্রে পিতামাতা স্ত্রী পরিত্যাগ ক'রে বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ তুমি, আজ এ কি তোমার মূর্ত্তি? অন্ধ পিতা-মাতা পুত্রশোকে ইহলোক পরিত্যাগ কর্‌লে, আর তোমার পত্নী আমি, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি তোমারি জন্য।

অজামিল। কি বল্‌ছিস উন্মাদিনী? যাকে খুজ্‌ছিস, সে আমি নই—আমি নই; আমি দস্যু—তস্কর—দানব। যা—যা, পা ছাড়্, নতুবা—

রেণুকা। আমায় মেরে ফেল, তবু তোমার পা ছাড়্‌বো না। ওগো আমার আজন্মসঞ্চিত সাধনা, ইহ-পরকালের কাম্যফল! ফিরে এস—ফিরে এস! জানি না, কোন্ দানবী মায়ায় আজ তুমি সৃষ্টির বাহিরে গিয়ে দাঁড়িয়েছ! একটু ভেবে দেখ, যা কর্‌ছো, সবই অসার।

অজামিল। অসার? কে—কে তুমি? তুমি—তুমি কি সেই অজামিলের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী পতিব্রতা রেণুকা? না—না, মিথ্যা—মিথ্যা! কেউ নেই—কেউ নেই! সব ম'রে গেছে, শুধু সৃষ্টিবক্ষে বেঁচে আছে পাপের পূর্ণ মূর্ত্তি অজামিল। ছাড়্—পা ছাড়্ পাপীয়সী—[পদাঘাত]

রেণুকা। উঃ! নিষ্ঠুর দেবতা—[মূর্চ্ছিতা হইল।]

অজামিল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সৃষ্টি উল্টে যাক্—সৃষ্টি উল্টে যাক্! মোহিনী! মোহিনী! আমি কেবল তোমাকেই চাই—

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

সত্য, পুণ্ডরীক ও কল্যাণীর প্রবেশ।

সত্য।—

গীত।

ওই যে তাঁহার বাঁশী বাজে মা, ওই যে তাহার বাঁশী বাজে।
ললিত রাগে মন-বিপিনে স্নিগ্ধ শারদ-সাঁঝে॥
কে আসে ঐ নূপুর পায়ে ভুবনভোলা রূপে,
(বুঝি সে আসে মা—সে আসে মা)
সেই দীনবন্ধু দয়াল আমার দীনতারণ-সাজে॥

পুণ্ডরীক। এত অনুসন্ধানেও বন্ধু বন্ধুনীর সন্ধান হ'লো না। কল্যাণী! তাই তো, বড় ভাবিয়ে তুল্‌লে আমায়। হায় জগদীশ্বর! জানি না, জীবের অদৃষ্টপট কি ভাবে অঙ্কিত ক'রে রেখেছ!

কল্যাণী। চলো, আরও একটু ঘুরে দেখি!

সত্য। মা! মা! এই দেখ, কে একজন এখানে প'ড়ে রয়েছে।

কল্যাণী। এ্যাঁ—তাই তো!

পুণ্ডরীক। সত্যই তো! এ যে এক নারীমূর্ত্তি। দেখ—দেখ কল্যাণী, মৃত কি জীবিত?

কল্যাণী। ওগো, এ যে আমাদের বন্ধুনী!

পুণ্ডরীক। বন্ধুনী?

কল্যাণী। দিদি—দিদি!

রেণুকা। কে—কে? ওঃ, তোমরা? এসেছ বোন্? উঃ—

কল্যাণী। তুমি কুটীর থেকে আমায় না ব'লে চ'লে এসেছিলে, আর আমরা তোমায় কত খুঁজ্‌ছি। বন্ধুর কি কোনও সন্ধান পেয়েছ দিদি?

রেণুকা। পেয়েছি—পেয়েছি, কিন্তু তিনি আর নেই।

কল্যাণী। সে কি দিদি?

পুণ্ডরীক। এঁ্যা, বন্ধু আমার জীবিত নেই? ওহো-হো, ভগবান!

রেণুকা। না—না, তিনি জীবিত, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপান্তর; তিনি আজ দস্যু—পাপের সেবক! মানবত্বহারা—ধর্ম্মহারা—কর্ম্মহারা উন্মাদ! বোন্! এ সব আমারই কর্ম্মফল—পূর্ব্ব জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

পুণ্ডরীক। সুন্দর! সুন্দর! স্বর্গ আজ নরক। দয়াময়! না—না, এ যে স্বপ্ন ব'লে প্রতীয়মান হ'চ্ছে দেবী! নিষ্ঠাবান পিতৃ-মাতৃভক্ত বন্ধু আমার ধর্ম্মদ্বেষী দস্যু আজ?

অজামিলের প্রবেশ।

অজামিল। হঁ্যা, অজামিল আজ দস্যু! স্থির হ'য়ে দাঁড়াও! কার কাছে কি আছে, নীরবে দিয়ে ফেল, নতুবা আজ দস্যুর কবল থেকে নিস্তার নাই।

পুণ্ডরীক। বন্ধু—বন্ধু!

অজামিল। কে বন্ধু? ও সব মায়ার ছলনায় নরঘাতী

অজামিলের অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক হবে না। এখানে বন্ধু নাই—মিত্র নাই—কেউ নাই!

পুণ্ডরীক। সখা! সখা! আমি যে তোমার বন্ধু পুণ্ডরীক!

অজামিল। পুণ্ডরীক? ওঃ, সে তো এ জন্মের ঘটনা নয়, অনেক দিনের—অনেক দিনের—কল্পারম্ভের প্রথমে। যা আছে শীঘ্র দাও, মোহিনীকে দিতে হবে; না দাও, মর্‌বার জন্য প্রস্তুত হও!

পুণ্ডরীক। বন্ধু!

অজামিল। আবার সেই পুরাতন কথা! ভুলে যাও—ভুলে যাও! আমি দস্যু, কঠোর—পাষাণ! অর্থ দাও—

পুণ্ডরীক। ভগবান!

অজামিল। ভগবান! কে সে? সে আছে না কি?

পুণ্ডরীক। তিনি যে সর্ব্বভূতে আছেন যুগ-যুগান্তকাল ধ'রে।

অজামিল। তা হ'লে আমিও ভগবান; অর্থ দাও—

পুণ্ডরীক। বন্ধু! বন্ধু! তুমি এমন হ'লে কেন? তুমি কি আমাদের চিন্‌তে পার্‌ছো না?

অজামিল। কে তোমরা? তাই তো! না—না, মোহিনী! মোহিনী!

পুণ্ডরীক। কে সে? ও—বুঝ্‌তে পেরেছি, নিশ্চয় তুমি কোন গণিকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়ে আজ তোমার সর্ব্বস্ব খুইয়েছ!

মেনকার প্রবেশ।

মেনকা। সে দোষ কি গণিকার? পুরুষ আসে কেন পরিণীতা ভার্য্যা ত্যাগ ক'রে গণিকার দ্বারে অযাচিতভাবে?

অজামিল। মোহিনী! মোহিনী! এসেছ? এসো—এসো!

মেনকা। ওই ছেলেটার মাথাটা কেটে আমায় দাও!

পুণ্ডরীক, কল্যাণী ও রেণুকা। উঃ—ভগবান!

সত্য। মা!—মা!

মেনকা। শীঘ্র মাথাটা কেটে ফেল!

অজামিল। মোহিনী

মেনকা। ভয় কি? আমায় বুঝি ভালবাস না?

অজামিল। ভালবাসি—ভালবাসি! আচ্ছা, তাই হোক্; নেমেছি যখন, দেখি এর তল কোথায়। আয় ছোঁড়া—

পুণ্ডরীক। কর্‌ছো কি বন্ধু? এ যে আমাদের পুত্র!

অজামিল। চোপরাও! আমি কারো কথা শুন্‌বো না; হত্যা আমায় কর্‌তেই হবে।

রেণুকা। স্বামী—স্বামী!

অজামিল। আমি অন্ধ—বধির—পাষাণ! আয় ছোঁড়া—

সত্য। মা—মা!

কল্যাণী। ওগো, সত্যকে আমার বাঁচাও!

পুণ্ডরীক। অজামিল—ভাই! এখনো পাপ পথ ত্যাগ কর।

অজামিল। পাপ পথ? তবে ভগবানের নাম ইচ্ছাময়

কেন? সু-ইচ্ছা কু-ইচ্ছা সবই যখন তাঁরই ইচ্ছা, সু-কুয়ের ব্যবধানে থাক্‌লে ভগবানত্ব ফোটে না! যাও—যাও!

[সত্যকে লইয়া দ্রুত প্রস্থান।

সকলে। ওহো-হো, ভগবান!

মেনকা। দেখি, পারে কি না? বেশ্যার আবার দয়া-মায়া—স্নেহ!

দ্রুত রক্তাক্ত-কলেবরে সত্যের ছিন্নমুণ্ড
লইয়া অজামিলের প্রবেশ।

অজামিল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মোহিনী—মোহিনী! এই নাও! এই নাও! দেখ্‌বে চলো মোহিনী, সেখানকার মাটির উপর রক্তের বাণ ডেকে যাচ্ছে! কত কাতরতা, কত মিনতি সব নিষ্ফলতায় ভেসে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দীপও নিভে গেল!

পুণ্ডরীক। সত্য সত্যই পুত্রকে হত্যা করলে অজামিল?

কল্যাণী। কই—কই, আমার সত্য কই?

অজামিল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সব শেষ—সব শেষ! চলো—চলো মোহিনী! আমার কর্ম্মকাণ্ডের অগ্রে অগ্রে তোমার ঐ বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্ত্তি নিয়ে, আর আমিও নিত্য নূতন নরক সৃষ্টি করতে করতে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হই।

[মেনকা সহ প্রস্থান।

পুণ্ডরীক। বন্ধু!—বন্ধু!

কল্যাণী। বাবা!—সত্য আমার!

পুণ্ডরীক। কাঁদো—কাঁদো দেবী, অবিশ্রান্ত শুধু কাঁদো নিজের কর্ম্মফল স্মরণ ক'রে।

কল্যাণী। এসো দিদি!

রেণুকা। না—না, আর যাবো না, এ মুখ আর লোকালয়ে দেখাবো না।

[প্রস্থান।

কল্যাণী। দিদি—দিদি!

পুণ্ডরীক। প্রকৃতির এই স্তব্ধ নিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারে ও কি? কিসের ও বিদ্যুৎস্ফুরণ? ওই—ওই দেখ কল্যাণী!
[অদূরে নারায়ণ-মূর্ত্তির ক্রোড়ে সত্যকে দেখাইল।]

কল্যাণী। এঁ্যা—ওকি! ওই যে আমার সত্য। সত্য! সত্য!

পুণ্ডরীক। উদ্বেলিতা হ'য়ো না সতী! সত্য আজ সত্য-সনাতনের বক্ষ-আশ্রিত—মুক্তিনাথের মুক্তি-কুঞ্জে। ওই চেয়ে দেখ—জন্ম জীবন সার্থক কর কল্যাণী! পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, নবঘনশ্যাম, রাধিকারঞ্জন, ভক্তবৎসল, শ্রীমধুসূদন! ধন্য—ধন্য আজ আমরা! ফুটিয়ে তোল প্রকৃতি! নিদারুণ পুত্রশোকের মরুময় বক্ষে অপার্থিব আনন্দ-উচ্ছাস—

[উভয়ের প্রস্থান।

———

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কান্যকুব্জ—রাজসভা।

রুদ্রকান্ত, বলাদিত্য ও চন্দ্রকান্ত।

রুদ্রকান্ত। তাজ্জব! তাজ্জব! যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙ্গ্ছে দাঁতের গোড়া!

জয়সেনের প্রবেশ।

জয়সেন। কই—কোথায় সেই পুত্রহত্যাকারী ভণ্ড তপস্বী দলু সর্দ্দার? আমি কল্পনায় আন্তে পার্ছি না যে, মানুষ এত-দূর অকৃতজ্ঞ হয়! যাও—যাও চন্দ্রনাথ! শীঘ্র অপরাধীকে নিয়ে এসো, আমি সুবিচার কর্তে চাই।

চন্দ্রনাথ। সুবিচার কর্বেন মহারাজ—সুবিচার কর্বেন!

[প্রস্থান।

রুদ্রকান্ত। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

জয়সেন। অপরিমিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত! কিন্তু এতে দলুর স্বার্থ কি? বিষ মিশ্রিত করবার উদ্দেশ্য কি? জানি না, মানবের অন্তঃকরণ কি উপাদানে গঠিত?

বলাদিত্য। নিশ্চয় চন্দ্রকান্তের সঙ্গে কোন ষড়যন্ত্র আছে

মহারাজ! একজন দীন দরিদ্র হঠাৎ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'লে ঐ রকমই তার মতিভ্রম ঘটে।

জয়সেন। সত্য বলাদিত্য! কিন্তু তোমার বলা শোভা পায় না। তুমিও তো আমারই অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে এক দিন আমারি প্রাণবিনাশে উদ্যত হয়েছিলে, তা কি স্মরণ নাই?

বলাদিত্য। আমি ব্যাঘ্র ভ্রমে শর সংযোজনা ক'রেছিলুম; কিন্তু সেই দলুর মিথ্যা বাক্যে আমি হ'য়েছিলুম মহারাজের চক্ষে অপরাধী।

রুদ্রকান্ত। যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি। কিন্তু রাজকুমারকে হত্যা, আহা দুগ্ধপোষ্য শিশু! শয়তানকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করুন মহারাজ!

জয়সেন। কঠোর দণ্ড—কঠোর দণ্ড!

বন্দী দলু সর্দ্দারকে লইয়া চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

দলু। দে—দে রেজা! হামায় দণ্ড দে। হরির পের্‌সাদে বিষ! রেজা—রেজা! তু হামায় দণ্ড দে—

জয়সেন। দলু—দলু! বিশ্বাসঘাতক! এ কি তোমার স্বার্থ-পূজার ঘৃণ্য আয়োজন? যার করুণায় তুমি আজও ধরণীর বুকে দাঁড়িয়ে আছ, তারই সর্ব্বনাশসাধনে বদ্ধপরিকর? কৃতঘ্ন! বিশ্বাসঘাতক!

বলাদিত্য। ভীষণ ষড়যন্ত্র মহারাজ—ভীষণ ষড়যন্ত্র!

রুদ্রকান্ত। রাজ্যের লোভ—রাজ্যের লোভ !

দলু। রেজা ! রেজা ! তু সুবিচার কর্ ! হামি কুচ্ছু জানে না। হামি যে হরির পের্সাদ দিইয়েছে। রোজ রোজ হামি তো দিয়ে থাকি।

জয়সেন। কিন্তু আজ সে প্রসাদে রাজকুমারের মৃত্যু ঘটেছে। আমি বেশ বুঝ্তে পেরেছি, এ নিশ্চয় তোমার কোনও ষড়যন্ত্র !

দলু। রেজা—

জয়সেন। কোন কথা শুন্তে চাই না। পরিচারিকা বিশ্বাসী, বহু দিবস রাজবাড়ীর কর্ম্মে নিযুক্ত। সত্য যদি পরিচারিকার দ্বারা এই কার্য্য হ'য়ে থাকে, কিন্তু এতে তার স্বার্থ কি ? আচ্ছা, আর যে অবশিষ্ট প্রসাদ আছে, যদি তাতেও বিষ মিশ্রিত থাকে, তা হ'লে জান্বো তুমিই প্রকৃত অপরাধী।

দলু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তু ভাল করিয়ে দেখ্ রেজা ! হামি পের্সাদ কেত্তো আদ্মিকে, কেত্তো লেড়কা লোককে দিইয়েছে, কই তারা তো মরিয়ে যায় নি ?

রুদ্রকান্ত। সে সব কারসাজি—কারসাজি ! সব প্রসাদে বিষ মিশ্রিত কর্লে যে সহজে ধরা পড়্বে, তাই তাদের প্রসাদ দিয়ে বাকি প্রসাদে বিষ মিশ্রিত ক'রে দিয়েছ। অদ্ভুত কৌশল তোমার !

দলু। হামি শপথ কোরিয়ে বল্ছে, হামি কুচ্ছু জানে না রেজা !

জয়সেন। চন্দ্রনাথ! বক্রী প্রসাদ কই?

চন্দ্রনাথ। সঙ্গেই আছে মহারাজ!

জয়সেন। পরীক্ষা কর; মার্জ্জারকে ভক্ষণ করতে দাও।

চন্দ্রনাথ। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

জয়সেন। দলু! যদি সত্য বল, তোমায় এ কার্য্যে কে পরামর্শ দিয়েছে, তা হ'লে আমি তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করবো।

দলু। রেজা! হামি কুচ্ছু জানে না। কে হামায় বল্‌বে, হামি শুন্‌বে কেনো? যো হামায় বোল্‌বে, হামি তুরন্ত তার কলিজাটা ফাঁড়িয়ে ফেল্‌বে। এহি কাম হামি কভি করতে পার্‌বে না। হামি তো কুচ্ছু চাই নে রেজা! সব তো ছোড়িয়ে দিয়ে হরির পূজা করছে। ওঃ, দয়াল ঠাকুর! তুহার মনে এই ছিলো!

জয়সেন। একি সংশয়—একি সন্দেহ! কে যেন অলক্ষ্যে থেকে বল্‌ছে, দলু অপরাধী নয়—অপরাধী নয়। কিন্তু এ যে চাক্ষুষ প্রমাণ—

চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

চন্দ্রনাথ। মহারাজ! প্রসাদ খেয়ে মার্জ্জার মৃত্যুমুখে পতিত হ'লো।

জয়সেন। তবে আর সন্দেহ নেই, সত্যই দলু অপরাধী।

দণ্ড—দণ্ড, পুত্রহত্যাকারীর কঠোর দণ্ড—কঠোর দণ্ড! দলু! কেন তুমি সর্ব্বনাশ করলে আমার?

দলু। রেজা! রেজা! হামার কুচ্ছু কসুর নেহি। ওঃ, হামি কি কোর্‌বে—কি কোর্‌বে? দে—দে, হামায় সাজা দে রেজা! তুনিয়ায় ধরম নেহি—ধরম নেহি, শয়তান—শয়তান—সব শয়তানের রাজ্যি!

চন্দ্রনাথ। মহারাজ!

জয়সেন। কি চাও?

চন্দ্রনাথ। আমার মনে হয়, দলু অপরাধী নয়।

জয়সেন। অপরাধী নয়?

চন্দ্রনাথ। না; ঐ চেয়ে দেখুন মহারাজ দলুর মুখের পানে, কত উজ্জ্বল—কত দীপ্ত—কত পবিত্র! প্রকৃত পাপীর অত সাহস হয় না বিচারক্ষেত্রে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে; তার প্রতি অঙ্গ দিয়ে পাপের রেখা আপনিই ফুটে ওঠে। ধর্ম্মাবতার! সুবিচার করুন; একজন নির্দ্দোষীকে দণ্ডিত ক'রে রাজার পবিত্র নামে কলঙ্কপাত করবেন না।

জয়সেন। আমি শুনতে চাই না কোনো কথা; দলু নিশ্চই অপরাধী। আমার আরও মনে হয়, তুমি—তুমি—

চন্দ্রনাথ। [উত্তেজিতভাবে] রাজা—

জয়সেন। স্তব্ধ হও; তুমিও এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত! বিশ্বাস-ঘাতক!

চন্দ্রনাথ। ওঃ—ভগবান! রাজা! রাজা! সাবধান!

ঐরূপ অসঙ্গত ভাষা পুনর্ব্বার উচ্চারণ করলে চন্দ্রনাথের এই শাণিত তরবারি মহারাজ জয়সেনের বক্ষরক্ত পান করতে কুণ্ঠিত হবে না।

জয়সেন। [দৃঢ়স্বরে] চন্দ্রনাথ!

চন্দ্রনাথ। ভয় করি না রাজা তোমার ঐ রক্তচক্ষুকে! শ্রেষ্ঠ বিচারক ভগবানের চক্ষে যখন আমি নিরপরাধ, তখন তোমার ও ভ্রুকুটিতে চন্দ্রনাথ একটুও টল্‌বে না।

জয়সেন। দলু! আমি তোমায় নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌লুম। যাও, দূর হ'য়ে যাও—দূর হ'য়ে যাও, ও পাপ মুখ আর কাউকে দেখিও না।

চন্দ্রনাথ। রাজা—রাজা!

জয়সেন। স্তব্ধ হও!

দলু। যাচ্ছি—যাচ্ছি, হামি রাজ্যি ছোড়িয়ে চলিয়ে যাচ্ছি! ওঃ, দেওতা! তু কি তুনিয়া ছোড়্‌কে চলিয়ে গেলি? হরির পের্‌সাদে বিষ! তুনিয়ামে ধরম নেহি—ধরম নেহি! হামি আউর ধরম মান্‌বে না—দেওতা মান্‌বে না, পাপ-পুণ্যি দেখ্‌বে না। চাঁড়াল দলু আবার চাঁড়াল সাজ্‌বে—তুনিয়া ছার্‌খার কোর্‌বে— [প্রস্থান।

জয়সেন। দূর হও—দূর হও!

চন্দ্রনাথ। চ'লে গেল মন্দিরের জাগ্রত দেবতা,
রুদ্ধ হ'লো দ্বার, থেমে গেল
আরত্রিক মঙ্গল-নিনাদ!

উড়ে ওই সৌধচুড়ে শকুনি গৃধিনী,
শিবানীর উল্লাস ভীষণ!
দেবতার উষ্ণ শ্বাসে
কান্যকুব্জ হইবে শ্মশান।
কি করিলে মহারাজ—
মহা ভ্রমে দেবতারে দিলে বিসর্জ্জন!
যেই জন প্রাণদাতা তব,
অবিচারে কাঁদালে তাহারে!
যাবে—যাবে—সবে যাবে,
পাপ রাজ্য যাবে ছারেখারে।

জয়সেন। তবে কি—তবে কি কোন
পিশাচের গুপ্ত অভিনয়?
সত্য কি নিষ্পাপ দল্?
দারুণ সংশয়!
না—না, করিয়াছি সুবিচার—
যোগ্য শাস্তি দানিয়াছি তারে।

[প্রস্থান।

চন্দ্রনাথ। অবিচার—অবিচার!
দেবতার চক্ষে রাজা ঝরিয়াছে জল,
প্রতিফল—প্রতিফল তার
অবশ্য ভুঞ্জিতে হবে।
শোন পিতা! শোন সেনাপতি!

পাপকার্য্যে অব্যাহতি পেলেও হেথায়,
কিন্তু সেথা নাহি পরিত্রাণ—

[প্রস্থান।

রুদ্রকান্ত। এ্যাঁ—সে কি!

বলাদিত্য। ব্যস্—কার্য্যসিদ্ধি! কিস্তি মাৎ!

[হাসিতে হাসিতে উভয়ের প্রস্থান।

——

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথ

পুণ্ডরীকের প্রবেশ।

পুণ্ডরীক। পুত্রশোকের দারুণ আঘাতে কল্যাণী জন্মের মত চ'লে গেল! বন্ধুপত্নীও নিরুদ্দেশ! এই কঠোর সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করতে জীবিত রইলো মাত্র এই অভিশপ্ত পুণ্ডরীক। কোথায় যাই? চতুর্দ্দিকে অশান্তির অনল, শান্তি নাই—সুখ নাই—বিরাম নাই। দয়াময়! এত কঠোর দণ্ড কি দীনেরই উপর ন্যস্ত করেছ? যাবো কি আবার দাদার কাছে? চন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নি। কল্যাণী! সতী! হতভাগ্য স্বামীকে ফেলে তুমিও চ'লে গেলে! কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন বন্ধু অজামিলের? কেও?

দস্যুবেশে দলুর প্রবেশ।

দলু। হামি দলু আছে ঠাকুর বাবা!

পুণ্ডরীক। এ কি! এ রকম বেশ কেন ভাই তোমার?

দলু। ভগওয়ানের বিচারে; ভগওয়ান হামায় এমোনধারা সাজিয়েছে ঠাকুর বাবা! হামায় নাঠি ধরিয়েছে—হামায় পাপ কাম কর্‌তে বলিয়ে দিয়েছে। হামি পাপ কাম কর্‌বে, তাই আজ দুশ্‌মন সাজিয়েছে।

পুণ্ডরীক। সে কি দলু! আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তোমার আজ এ কি পরিবর্ত্তন?

দলু। তবে শোন্‌ ঠাকুর বাবা! তুহারা তো হামায় কাঁদিয়ে চলিয়ে এলি! হামি আর কি কর্‌বে! সব ছোড়্‌কে হরির পূজা কর্‌তে সুরু করিয়ে দিলে। হরির পের্‌সাদ হামি রোজ রোজ রেজার বাড়ী পাঠায়ে দিতাম; লেকেন কি বোল্‌বে ঠাকুর বাবা! এক রোজ পের্‌সাদ বিষ হোইয়ে গেলো; সেই পের্‌সাদ খাইয়ে রেজার লেড়্‌কা মরিয়ে গেলো।

পুণ্ডরীক। তারপর—তারপর?

দলু। শোন্‌—শোন্‌! রেজার লোক হামায় বাঁধিয়ে নিয়ে গেলো; হামার বিচার হ'লো, হামিই লেড়্‌কাকো মারিয়েছি। ছোঃ-ছোঃ-ছোঃ! বোল্‌ তো ঠাকুর বাবা! এতি কাম হামি কি কর্‌তে পারে? রেজা বিচার করিয়ে হামায় নির্ব্বাসন করিয়েছে। হামি দেখ্‌লো যে, দুনিয়ায় ধরম নেহি; ওহি

আস্তে হামি পাপ কাম কর্‌তে সুরু করিয়ে দিয়েছে। হামার দাদু কুথা রে ঠাকুর বাবা? হামার মায়ি ভি কুথা?

পুণ্ডরীক। তারা আর নেই দলু!

দলু। নেই? ঠাকুর বাবা! তু কি বাৎ শুনালি?

পুণ্ডরীক। তারা চ'লে গেছে দলু! এই সংসারের দুঃসহ জ্বালা সহ্য কর্‌তে না পেরে। যাক্, কি কর্‌বে এখন তুমি? এ পাপ পথ ত্যাগ কর দলু! পাপের ভীষণতা জগতবক্ষে যতই প্রতিপত্তি লাভ করুক্ না কেন, স্থির জেনো বন্ধু! ধর্ম্মের জয় চিরদিন।

দলু। নেহি—নেহি, ধরমকা বাত হামি আর শুন্‌বে না ঠাকুর বাবা! হামি ভি পাপ কর্‌বে—দুনিয়া জ্বালায়ে দিবে—হামি অজ দস্যুর দলে যাবে—ভগওয়ানকো দেখ্‌বে—

[দ্রুত প্রস্থান।

পুণ্ডরীক। বাঃ, সুন্দর নিয়ম-শৃঙ্খল তোমার ভগবান! পলকে প্লাবন—মুহূর্ত্তে ভূমিকম্প! নির্ণিমেষনয়নে শুধু দেখে যাই তোমার কর্ম্মকাণ্ডের সূক্ষ্মতা! [প্রস্থান।

অজামিলের হাত ধরিয়া মেনকার প্রবেশ।

মেনকা।—

গীত।

ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ এ কি তোমার ভালবাসা বঁধু,
এ কি তোমার ভালবাসা।
প্রাণ দিয়ে প্রাণ কেড়ে নিয়ে, কেন কর যাওয়া আসা॥

আমি যে তোমার, তুমি আমারি,
কেন রবে দূরে হ'য়ে ছাড়াছাড়ি,
হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে, মিছে নিরাশা-সাগরে ভাসা॥

অজামিল। মোহিনী! মোহিনী! একে একে আমি তোমার জন্য সব করেছি: ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা কিছু বাদ দিই নি। সারা পৃথিবী জুড়ে ছুটিয়ে দিয়েছি অত্যাচার অবিচারের প্রবল বন্যা; বিশ্ব ত্রস্ত আজ অজা দস্যুর ভয়ে। রক্তে রক্তে বসুধার বক্ষ রঞ্জিত ক'রে ফেলেছি—স্বহস্তে নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছি—ব্রাহ্মণের যা কিছু করণীয়, সবই ত্যাগ করেছি। আর পার্‌ছি নে—আমার নিঃশ্বাস ক্রমশঃ রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে! আমায় অব্যাহতি দাও—

মেনকা। না—না, তা কি হয় প্রিয়তম!
আমি যে তোমায় বড় ভালবাসি—

অজামিল। ভুলে যাই—ভুলে যাই সব,
স্বপনে জাগায়ে দেয়
কত সেই মর্ম্মভেদী দারুণ যন্ত্রণা!
দিগন্তের কোণ হ'তে
ভেসে আসে যেন
সকরুণ অস্ফুট বিলাপ!
কিন্তু হায়!
মোহিনীর বিলোল কটাক্ষে
রুদ্ধ হয় কর্ত্তব্যের উদ্দীপ্ত বাসনা।

কত দিন—কত দিন
জীবন্ত নরককুণ্ডে
আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া মরিব ?
মোহিনী—মোহিনী—

মেনকা। কেন—কেন প্রাণেশ্বর ?

অজামিল। তুমি আছ ? আমি যে হারায়ে যাই !
সম্মুখে গর্জ্জিয়া ওঠে অনন্ত বারিধি,
পশ্চাতে ছুটিয়া আসে পরিণাম
প্রমত্ত মাতঙ্গ সম,
চতুর্দ্দিকে অন্ধকার—মেঘের গর্জ্জন !
কোথা যাই ? দেখাও আমারে পথ,
আমি যে গো ব্রাহ্মণনন্দন !

মেনকা। ও—তা হ'লে আমারে তুমি
ভাবিয়াছ পর ? কেন তবে
ভালবেসে কেড়ে নিলে প্রাণ ?
তা হ'লে তো এত জ্বালা
হ'তো না সহিতে !
যাও—যাও,
কহিব না কথা আর !
তুমি মোরে ভাবো পর,
আমি কিন্তু অন্যরূপ
ভাবি না তোমারে ;

নিরন্তর তোমারি স্বপনে ভাসি,
দিবানিশি ভাবি তব কথা।

অজামিল। অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব লো ভালবাসা তব!
নাহি জানি
কি বাঁধনে বাঁধিয়াছ মোরে!
মনে পড়ে—মনে পড়ে
কত সেই যুগের কাহিনী;
ছিল মোর অতুল সম্পদ,
ছিল মোর নন্দন কানন,
ছিল মোর অমর-আবাস,
কিন্তু কোথা গেল—কোথা গেল আজ?
সেই অজামিল—আর এই অজামিল,
না—না, ভুলে যাও মন!
মোহিনী! তোমারে করিতে সুখী
একে একে ছিল যত কুকার্য্য ধরায়,
সাধিয়াছি সব; কহ—
আর যদি থাকে কিছু,
নিমেষে সাধিব তাহা!
ত্যজিয়াছি যজ্ঞসূত্র অতুল সম্পদ,
বেদস্পর্শ পুণ্য করে
ধরিয়াছি শোণিতরঞ্জিত
এই বংশদণ্ড—শাণিত ছুরিকা!

অত্যাচারে—অনাচারে
করিয়াছি প্রকৃতির কণ্ঠাগত প্রাণ,
তবু—তবু তব এত অভিমান ?
কহ—কহ কি করিব আর ?

মেনকা। এস তবে কহিব গোপনে,
আর কিবা আছে প্রয়োজন !

অজামিল। ডুবে যায় দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গোধূলি-সন্ধ্যায়, কিন্তু হায় !
কোথা তুমি নিষ্ঠাচার ব্রাহ্মণতনয় !
কোন্ পথে ধাও—কোন্ পথে ধাও ?
এঁ্যা ! একি ! ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা
প্রকৃতির নির্ম্মল অম্বরে উদিল সহসা !
উদ্বেলিত মহাসিন্ধু প্রবল তুফান,
সৃষ্টি বুঝি লয় হ'য়ে যায় !
ও কি ! কে—কে ?

[দূরে পিতার প্রেত-মূর্ত্তির আবির্ভাব।]

ওঃ—কি বিকট মূর্ত্তি !
মসীময় শুষ্ক মুখ, চক্ষে ঝরে জল,
বেদনার উৎস ফোটে সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া,
কে—কে তুমি গো
প্রেতরূপী সম্মুখে আমার ?

প্রেতমূর্ত্তি। ওরে—ওরে পুত্র! আমি তোর পিতা;
তোর পাপে পিতা আজি তোর
প্রেতযোনি লভি কায়াহীন ছায়াহীন
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে শূন্যে শূন্যে ফিরে।
ওরে—ওরে পুত্র!
কি যন্ত্রণা কহিব কেমনে?
দে—দে—দে রে পুত্র এক বিন্দু বারি,
নিদারুণ প্রেত-জন্ম অসহ্য রে হায়!

অজামিল। এঁ্যা—পিতা! পিতা! তুমি—তুমি?
এ কি হেরি দুর্গতি তোমার!

প্রেতমূর্ত্তি। পুত্রপাপে পিতার দুর্গতি!
যাগ-যজ্ঞ পুণ্য-ব্রত,
মাঙ্গলিক যত অনুষ্ঠান,
একটী পুত্রের তরে
জগতের পিতা মাতা কেন করে তাহা?
করে শুধু আপনার মুক্তি-কামনায়,
ইহলোকে পরলোকে
শান্তি-সুখ লভিবার তরে
কামনা পুত্রের।
পুত্রই করিবে ত্রাণ
পুন্নাম নরক হ'তে পিতায় মাতায়
শ্রাদ্ধ-দিনে পিণ্ড-বারি করিয়া অর্পণ;

কিন্তু হায়! সেই পুত্র মোর
মত্ত হ'য়ে গণিকার রূপে,
নিয়োজিত পাপ কর্ম্মে সদা!
ধিক্—ধিক্—শত ধিক্ সেই পুত্রে,
যেই পুত্র নাহি করে পিতৃ-মাতৃত্রাণ।

[অন্তর্দ্ধান।

অজামিল। ওঃ—ওঃ! পিতা—পিতা!
দিয়ে যাও অভিশাপ,
ঢেলে দাও সুতীব্র অনল,
ভস্মস্তূপে পরিণত কর কুলাঙ্গারে!

[বসিয়া পড়িল।]

মেনকা। এ কি—এ কি তব ভাবান্তর?

অজামিল। না—না, ভাবিব না কিছু আর;
কই—কই, কোথা গেল
চমকে ভাঙ্গায়ে দিয়ে আলেয়ার ধাঁধা?
না—না, স্থির হও মন!
এ্যাঁ—আবার—আবার!
কে—কে আসে ওই
শুষ্কা দীনা কঙ্কাল-মূরতি সমা
বরষার ধারা চক্ষে
ধীরে ধীরে জাগ্রত স্বপনে মোর?
ওঃ, তুমি—তুমি?

মা !—মা !—মা !
পড়েছে কি মনে অভাগা সন্তানে,
তাই বুঝি দিতে এলে অভয়-সান্ত্বনা ?

[মাতার প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব।]

প্রেতমূর্ত্তি। ওরে অজ্ঞান তনয় !
কত দিন কাঁদিয়া ফিরিব আমি
পিপাসায় আর্ত্তকণ্ঠে প্রেতের আকারে ?
ওরে পুত্র ! দে রে জল !
কত যে আশায় গড়া তুই রে আমার !
এ কি তোর নিষ্ঠুর আচার !
শ্রাদ্ধক্রিয়া করি সমাপন,
মুক্তিমার্গ দেখা রে আমায়।

[প্রেতমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান।

অজামিল। মা !—মা !—মা !
পুড়াও—পুড়াও আজি
অকৃতজ্ঞ সন্তানে তোমার।
না—না, কেবা আমি,
কেবা পিতা মাতা ?
কিছু নয়—কিছু নয়,
সার শুধু মোহিনী আমার !

[মোহিনীকে আলিঙ্গনোদ্যত হইল]

দ্রুত সুফলের প্রবেশ।

সুফল। বাবা! বাবা! রাজার সৈন্যরা এসে বন ঘেরাও করেছে—তোমায় ধ'রে নিয়ে যাবে।

অজামিল। সেকি! দলু! দলু! লাঠি ধর—লাঠি ধর—

[দ্রুত প্রস্থান।

সুফল। মা!

মেনকা। কে তুই, নারাণ?

সুফল। কেন, চিন্‌তে পার্‌ছো না?

[প্রস্থান, তৎপরে অবাক-বিস্ময়ে মেনকার প্রস্থান।

রাজসৈন্যগণ সহ যুধ্যমান দলুর প্রবেশ।

দলু। ছুনিয়া ওলোট-পালোট করিয়ে দেবে—ছুনিয়া ওলোট-পালোট করিয়ে দেবে। ছুনিয়ামে ধরম নেহি—ধরম নেহি! সর্দ্দার! সর্দ্দার! তু জল্‌দি আয়—জল্‌দি আয়, ছুষমনদের ভাগিয়ে দে!

সৈন্যগণ। মার্—মার্—[যুদ্ধ]

অজামিলের প্রবেশ।

অজামিল। ভয় নেই—ভয় নেই! এই আমি এসে পড়েছি। [সৈন্যগণসহ যুদ্ধ ও সৈন্যগণের পলায়ন।] হাঃ-হাঃ-হাঃ! অজামিল আর সে অজামিল নেই। ধরেছি

আজ পবিত্র হস্তে পাপের পূর্ণ মূর্ত্তি এই বংশদণ্ড! অজামিল আজ দস্যু—দস্যু!

[উভয়ের প্রস্থান।

নারায়ণের আবির্ভাব।

নারায়ণ। কালের কুটীল চক্রে দস্যু আজি
নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণসন্তান।
ধন্য কাল—ধন্য তোর অপার মহিমা!
কিন্তু মোর নারায়ণ নামের মাহাত্ম্যে
অন্তিমে লভিবে ত্রাণ দস্যু অজামিল,
রাম নামে রত্নাকর যেমন তরিল।
নারায়ণ নাম মোর
অমরত্ব লভিবে ধরায়,
তাই আমি পুত্ররূপে ভিন্ন কলেবরে
দস্যুগৃহে নারায়ণ নামে
পাপী তাপী করিতে উদ্ধার।

[অন্তর্দ্ধান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রুদ্রকান্তের বাটী।

রুদ্রকান্ত।

রুদ্রকান্ত। সেনাপতি আজ অর্থ নিতে আস্‌বে—অর্থ দিতে হবে। অর্থ! অর্থ! সারা পৃথিবীটা জুড়ে ঐ এক কথা, অর্থ—অর্থ—অর্থ! উঃ—আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন বৃশ্চিকের দংশন! কি কর্‌লুম এতদিন? স্বার্থ—স্বার্থ—স্বার্থ! কত লোককে কাঁদিয়েছি—পুত্র ভাই ভ্রাতুষ্পুত্র সবাইকে পর ক'রে দিয়েছি; কিন্তু পরিণাম? দলু! উঃ, কি তার সর্ব্বনাশ কর্‌লুম! যাক্, এখন সেনাপতির অর্থের কি ব্যবস্থা করি? আচ্ছা আসুক্, তারপর—

বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। কই রুদ্রকান্ত, অর্থ কই? সপ্তাহ পূর্ণ হ'য়ে গেছে, আজ আর রিক্তহস্তে ফির্‌ছি না।

রুদ্রকান্ত। আসুন! আজ আর ফির্‌তে হবে না; তবে দশ সহস্র মুদ্রা কি ক'রে নিয়ে যাবেন?

বলাদিত্য। ও—তার জন্য ভাব্‌তে হবে না। দেখ, আজ আর প্রতারণা কর্‌লে তোমার রক্ষা নেই।

রুদ্রকান্ত। আচ্ছা বসুন ; আমি অর্থ নিয়ে আসি—

[প্রস্থান।

বলাদিত্য। যাক্! আজ আমার সুপ্রভাত! রুদ্রকান্ত আজ আর বোধ হয় ফেরাবে না। আমি না থাক্‌লে সে কি আর—

রুদ্রকান্তের পুনঃ প্রবেশ।

রুদ্রকান্ত। তুমি না থাক্‌লে রুদ্রকান্ত কখনই নরকে যেতো না। এই নাও—এই নাও অর্থ! [সহসা বলাদিত্যের বক্ষে ছুরিকাঘাত।] হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বলাদিত্য। ওঃ! একি—একি!

রুদ্রকান্ত। অর্থ—অর্থ! পিশাচ! নে—নে, অর্থ নে—অর্থ নে! তোরই জন্য রুদ্রকান্ত আজ সর্ব্বস্বহারা—জীবন্ত নরক—পৃথিবীর পরিত্যজ্য। আজ তোর শেষ—শেষ!

বলাদিত্য। ওঃ! প্রাণ যায়—

[রুদ্রকান্তকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

চন্দ্রনাথ। কই, কোথায় তারা? রাজকুমারের হত্যাকারী দলু, মহারাজের সে ভ্রান্ত ধারণা এতদিনে দূর হয়েছে। তিনি অনুতপ্ত ; আদেশ দিলেন—পুত্রহত্যাকারী আমার পিতা আর বলাদিত্যকে বন্দী কর্‌তে। তাই তো, কোথায় গেল!

রক্তাক্তহস্তে রুদ্রকান্তের প্রবেশ।

রুদ্রকান্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! শেষ! শেষ! বলাদিত্যের অর্থলোভের আকাঙ্ক্ষা আজ শেষ! কে—কে? চন্দ্রনাথ? এই দেখ্—এই দেখ্ বলাদিত্যের তাজা রক্ত! রাক্ষস আমার সর্ব্বনাশ করেছে—সর্ব্বনাশ করেছে!

চন্দ্রনাথ। বাবা! বাবা! এ কি করেছ তুমি? আমি যে বল্‌বার··ভাষা খুঁজে পাচ্ছি নে।

রুদ্রকান্ত। পৃথিবীকে শীতল হ'তে দিয়েছি—শত্রু নিপাত করেছি—আমার হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তি এতদিনে ফিরে পেয়েছি। বাবা চন্দ্রনাথ! তুই আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর্; যা—যা, তোর কাকাকে ফিরিয়ে আন্! আমায় রক্ষা কর্—আমায় বাঁচা।

চন্দ্রনাথ। বাবা! বাবা! আমি যে তোমার পুত্র! তোমার ঐ চরণতলই যে আমার জন্মগত অধিকার। আমি যে তোমাকে রাজকুমারের হত্যার জন্য বন্দী কর্‌তে এসেছিলুম। কিন্তু বাবা! হাতের শৃঙ্খল যে খ'সে পড়্‌ছে—আকুল-আগ্রহে আবার সেই "পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম" ব'লে কণ্ঠ তার রুদ্ধ স্বর ছাড়্‌তে চায়! বাবা! আজ তুমি আমার চক্ষে দেবতা—[পদতলে পতন।]

রুদ্রকান্ত। চন্দ্রনাথ! চন্দ্রনাথ! আশীর্ব্বাদ করি পুত্র! তোমার মত এমন উদার মহান্ চরিত্রবান পুত্র যেন এই

ভারতের প্রতি গৃহে গৃহে জন্মগ্রহণ করে। আমি চল্‌লুম চন্দ্রনাথ! ওই মুক্তি-তীর্থের সন্ধানে। তোর কাকাকে ফিরিয়ে আনিস্, ভুলে যেতে বলিস্ আমার সকল অপরাধ।

পুণ্ডরীকের প্রবেশ।

পুণ্ডরীক। দাদা!—দাদা!

রুদ্রকান্ত। ভাই! ভাই! এসেছিস্—এসেছিস্? আয় তো ভাই, একটীবার তোর এই নিষ্ঠুর দাদার বক্ষে আয়—[বক্ষে ধারণ]

চন্দ্রনাথ। কাকা! কাকা!

পুণ্ডরীক। দাদা—

রুদ্রকান্ত। ভুলে যা—ভুলে যা ভাই আমার অপরাধ! জানি না, কোন্ দেবতার পুণ্যস্পর্শে আমার মোহ-অন্ধকার দূর হ'য়ে গেছে! কই—তারা কই?

পুণ্ডরীক। কেউ আর নেই।

রুদ্রকান্ত। নেই? যাক্—যাক্, তুই তো আমার বেঁচে আছিস্!

চন্দ্রনাথ। কাকীমা, সতু ভাই সত্যই নেই কাকা?

পুণ্ডরীক। আমার বন্ধু অজামিলের হস্তে সত্য জীবন দিয়েছে; কল্যাণী সতুর শোকে দেহত্যাগ করেছে।

চন্দ্রনাথ। অজামিল আজ দস্যু, তার প্রতাপে কান্যকুব্জ সন্ত্রাসিত, রাজ-সৈন্য তাকে বন্দী কর্‌তে গিয়ে বিফলমনোরথ

হ'য়ে ফিরে এসেছে। মহারাজের আদেশে কল্য আমি তাকে বন্দী ক'রে আন্‌বার জন্য সসৈন্য যাত্রা কর্‌বো। আরও শুন্‌লুম যে, দলুসর্দ্দারও অজামিলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে।

রুদ্রকান্ত। পুণ্ডরীক! ভাই! চন্দ্রনাথ রইলো, ধনসম্পত্তি রইলো; আমি চল্‌লুম, এখন সবই তোমার।

পুণ্ডরীক। দাদা! চন্দ্রকান্তকে চিরদিন সমভাবে বক্ষে বেঁধে রাখ্‌বো আদর-যত্নে, কিন্তু প্রয়োজন নেই তোমার ঐ ঐশ্বর্য্য-সম্পদে! ঐশ্বর্য্যের মোহে হয় তো মানবত্ব হারিয়ে ফেল্‌বো!

চন্দ্রনাথ। নিয়ে যাও বাবা, কত দীর্ঘনিঃশ্বাস, কত কাতর অশ্রু, কত অব্যক্ত বেদনা তোমার ঐ অতুল সম্পত্তিতে জড়ানো রয়েছে। কাজ নেই আমাদের ঐ ঐশ্বর্য্য-সম্পদে! হ্যাঁ—তবে দিয়ে যাও—এমনভাবে দিয়ে যাও, যাতে তুমি পাপমুক্ত হ'য়ে অমরত্ব লাভ কর্‌তে পার।

রুদ্রকান্ত। ঠিক বলেছিস্—ঠিক বলেছিস্ চন্দ্রনাথ! উপ-যুক্ত পুত্রের মতই কথা বলেছিস্। তবে তাই হোক্, আমার পাপার্জ্জিত অর্থে কান্যকুব্জে এক অনাথ-আশ্রম নির্ম্মিত হোক্! আয়—আয়, আমি দানপত্র লিখে দিয়ে মুক্তি-তীর্থে চ'লে যাই—

[সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

অরণ্য।

গীতকণ্ঠে সুফলের প্রবেশ।

সুফল।—

গীত

আমি পাপীতাপী জনে তরাতে ঘুরি ধরাতে।
কত ছলে ওগো কত বেশে মধুর মহিমা ছড়াতে॥
(কেউ চেনে না তবু) (চিনেও আমায় চেনে না তবু)
(চেনা দিলেও আমি চেনে না তবু)
ঘুরে মরে শুধু ধাঁধাতে॥

[প্রস্থান।

নেপথ্যে সৈন্যগণ। জয় মহারাজ জয়সেনের জয়!

তূর্য্যনাদ সহ অজামিল দলু ও অনুচরগণের প্রবেশ।

অজামিল। দলু! দলু! আজ বুঝি আমাদের আর নিস্তার নেই!

দলু। কেনো—কেনো রে সর্দ্দার! তু এত্তো উত্‌লা হ'চ্ছিস্ কেনো? আজ বুঝি মানুষ মার্‌তে ডর্ লাগ্‌ছে?

অজামিল। না—না, তা নয়; ভয় কাকে বলে, জানি

না। সে ভয় যদি হৃদয়ে থাক্‌তো, তা হ'লে ব্রাহ্মণনন্দন অজামিল আজ নরঘাতী দস্যু সাজ্‌তো না! শুন্‌ছি কান্যকুব্জরাজ সসৈন্যে আমায় ধর্‌তে এসেছে। সাবধান! আজ আমাদের শক্তির পরীক্ষা হবে।

দলু। কুচ্ছু ডর্‌ নেহি, হামরা আজ জান দেবে! তু হুকুম দে—হুকুম দে, হামরা রেজার মুণ্ডুটা কাটিয়ে আনি।

অজামিল। যাও—যাও, শীঘ্র রাজসৈন্যদের গতিরোধ করগে—

দলু। জয় কালী মায়ীকি জয়! চলিয়ে আয় ভাই সব—

[অজামিল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অজামিল। মোহিনী! মোহিনী! আর কি চাও? এই বার কান্যকুব্জ-সিংহাসন তোমাকে দান কর্‌বো। ওই—ওই বেধেছে তুমুল সংগ্রাম! চালাও—চালাও—

[দ্রুত প্রস্থান।

যুধ্যমান দলু ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ।

চন্দ্রনাথ। এখনো—এখনো নিরস্ত হও দলু! শীঘ্র আত্ম-সমর্পণ কর, নতুবা রাজার জন্য রাজ্যের জন্য তুমি পরম সুহৃদ হ'লেও তোমায় বধ কর্‌তে কুণ্ঠিত হবো না।

দলু। ওহি বাত হামি কভি শুন্‌বে না; হামি ধরম করম আর মান্‌বে না।

চন্দ্রনাথ। তবে প্রাণ দাও দস্যু—[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

পুণ্ডরীকের প্রবেশ।

পুণ্ডরীক। [বাধা দিয়া] কর্‌ছো কি—কর্‌ছো কি চন্দ্রনাথ! দলু যে আমার জীবনদাতা—

[চন্দ্রনাথকে বাধা দিতে গিয়া চন্দ্রনাথের অস্ত্রে
পুণ্ডরীকের বক্ষ বিদ্ধ হইল।]

চন্দ্রনাথ। এঁ্যা, একি! কাকা—কাকা! [কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল।]

পুণ্ডরীক। উপকারের প্রত্যুপকার—ঋণ-পরিশোধ। চন্দ্র-নাথ! উঃ, বাবা! আমি চল্লুম! ওই—ওই তাঁরা আমায় ডাক্‌ছে! আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও—রাজার গৌরব চির-অক্ষুণ্ণ রাখো।

চন্দ্রনাথ। ভগবান—

[প্রস্থান।

দলু। কি কর্‌লি ঠাকুর বাবা! হামার জন্যে পরাণ দিলি? ঠাকুর বাবা! তু মানুষ নেহি—তু দেওতা আছিস্! দে—দে, হামায় চরণধূলি দে—[পদধূলি গ্রহণ] চল্—চল ঠাকুর বাবা! হামরা এ পাপ রাজ্যি ছোড়িয়ে পুণ্যির রাজ্যিতে চলিয়ে যাই।

পুণ্ডরীক। চলো—চলো বন্ধু! আমি যেন জন্ম জন্ম তোমার মত চণ্ডালকে বন্ধুরূপে পাই!

[পুণ্ডরীককে লইয়া দলুর প্রস্থান।

অজামিলের প্রবেশ।

অজামিল। কোথায় অনুচরগণ—কোথায় দলু! তবে কি সকলে রাজসৈন্যের ভয়ে অরণ্য ত্যাগ কর্‌লে? যাক্—যাক্—কাউকে চাই না, অজামিল আজ একাই সৃষ্টি ধ্বংস কর্‌বে—

[প্রস্থানোদ্যত]

জয়সেন ও চন্দ্রকান্তের প্রবেশ।

জয়সেন। দাঁড়াও—

অজামিল। কে—কে, কান্যকুব্জরাজ? আমাকে বন্দী করতে এসেছ? কিন্তু সাবধান! আমি সেই অজামিল, যে একদিন জয়সেনের শত শক্তিকে পরাভূত করেছিল।

জয়সেন। সে দিন আর নেই অজামিল! বন্দী কর—বন্দী কর! পূর্ব্বেকার সম্বন্ধ ভুলে যাও চন্দ্রনাথ! রাজনীতি চিরকালই পক্ষপাতিত্বহীন।

অজামিল। কি অপরাধে আমায় বন্দী কর্‌বে রাজা?

জয়সেন। তোমার অপরাধ অসংখ্য—অগণিত। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা—তোমার পাপের সংখ্যা নাই। আমি আজ তোমায় যোগ্য শাস্তি প্রদান কর্‌বো।

অজামিল। ফিরে যাও রাজা! অজামিলকে বন্দী কর্‌বার সাধ্য তোমার নেই।

জয়সেন। আরে রে নীচ দস্যু!

অজামিল। দস্যু আমি, আর তুমি?

জয়সেন। আমি—আমি সেই দস্যুর দণ্ডদাতা।

অজামিল। যদি দস্যুই দস্যুর দণ্ডদাতা হয়, তা হ'লে আমিও তোমার দস্যুবৃত্তির জন্য আজ তোমায় দণ্ডদান কর্‌বো।

জয়সেন। আমি দস্যু?

অজামিল। হাঁ—দস্যু! যে আত্মসুখ চরিতার্থ কর্‌তে প্রজার শোণিত আকণ্ঠ পান করে—প্রজার কাতর আর্ত্তনাদে ফিরেও তাকায় না, সে কি দস্যু নয়? দস্যু—দস্যু—মহা দস্যু সে! তোমায় আমায় কোন প্রভেদ নাই। আমি অর্থলোভে ছু' একজনের প্রাণবধ করি, আর তুমি রাজ্যলোভে অসংখ্য জীবন সংহার কর। আমি ছু' একজন গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করি, তুমি অসংখ্য জনপদ শ্মশান মরুভূমি ক'রে ফেল। আমি যদি দস্যু, তা হ'লে তুমি কি সাধু? আমি যদি নীচ দস্যু হই, তা হ'লে তুমিও অতি নীচ দস্যু। আজ দস্যুতে দস্যুতে সাক্ষাৎ; নির্ণীত হ'য়ে যাক্ উভয়ের শক্তিবল অস্ত্রে অস্ত্রে—বাহুদ্বন্দ্বে বাহুদ্বন্দ্বে।

জয়সেন। বধ কর—বধ কর চন্দ্রনাথ!

অজামিল। এস তবে রাজা—[যুদ্ধ ও অজামিলের লাঠি হস্তচ্যুত হইল।] দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও রাজা! আমার লাঠি-গাছটা একবার তুল্‌তে দাও!

জয়সেন। বধ কর—বধ কর চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ। [অজামিলকে আক্রমণ করিল।]

অজামিল। একটু—একটু দাঁড়াও! আমায় অস্ত্র ধর্‌বার অবসর দাও! উঃ, মোহিনী—মোহিনী—[পতন]

জয়সেন। বধ কর—বধ কর—

[জয়সেন ও চন্দ্রকান্ত অজামিলকে পুনরায় অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইলে সহসা রেণুকা আসিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইল ; উভয়ের অস্ত্র রেণুকার বক্ষভেদ করিল।]

রেণুকা। স্বামী—স্বামী—[পতন]

জয়সেন। এ্যাঁ—এ কি!

চন্দ্রনাথ। পালিয়ে আসুন—পালিয়ে আসুন মহারাজ! নতুবা সতীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে আপনার রাজশক্তি আজ ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হবে। এ যে স্বামীর জীবনরক্ষায় সতীর আত্মদান! পালিয়ে আসুন—

[জয়সেন ও চন্দ্রকান্তের প্রস্থান।

রেণুকা। স্বামী—স্বামী!

অজামিল। কে—কে? ও যে বহুদিনের পরিচিত কণ্ঠ-স্বর! যেন কত শান্তি—কত তৃপ্তি! কে—কে তুমি? স'রে এস, দেখি—দেখি—

রেণুকা। প্রভু! প্রভু! আমি যে তোমার পদসেবিকা রেণুকা!

অজামিল। রেণুকা! ওহো-হো! বজ্রপাত—বজ্রপাত! রেণুকা! রেণুকা! কই—কই, না—না, ভুল—ভুল! স্বপ্ন

—স্বপ্ন! ইহজগতে অজামিলের আর অন্য কেউ নেই, আছে কেবল সেই মোহিনী—মোহিনী! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

রেণুকা। তবুও চরণে স্থান দিলে না! ভগবান—ভগবান!

স্ফলের প্রবেশ।

সুফল। বৌদিদি! বৌদিদি! বাঃ! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? এঁ্যা—একি? তোমার বুক দিয়ে রক্ত পড়্ছে কেন বৌদিদি?

রেণুকা। সুফল! এসেছিস্? ভাই! দেবতার যে শীঘ্র নিদ্রা ভাঙ্গে না।

সুফল। বৌদিদি! তুমি কেঁদো না, আমার হাত ধ'রে চ'লে এসো! আহা, বড় কষ্ট হ'চ্ছে তোমার। এবার নিশ্চয় দেবতার ঘুম ভাঙ্গবে। এসো—

রেণুকা। ওরে, কত অনুনয়—কত বিনয়, তবু সে একবার আমার দিকে ফিরেও চাইলে না।

সুফল। ঘুম ভাঙ্গলেই ফিরে চাইবে বৌদি! দেরী ক'রো না, আজ দাদা আমার স্বর্গ জয় করবে।

রেণুকা। এঁ্যা, বলিস্ কি?

সুফল। সত্যি বল্ছি। এখন এস বৌদিদি!

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বাবাজীর প্রবেশ।

বাবাজী।—

গীত।

কত রঙ্গ তুমি দেখাও হরি এই ভব-রঙ্গমঞ্চ মাঝে।
কেউ কাঁদে আর কেউ বা হাসে,
কেউ পরে গো ছেঁড়া টেনা, কেউ গো বাবু সাজে।
দিচ্ছো কারে দালান বাড়ী,
কারো ভাগ্যে কাণা কড়ি,
কেউ মরে গো খেটে খেটে, দেখ্‌লে ব্যথা বাজে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুটীর।

মেনকা সহ অজামিলের প্রবেশ।

মেনকা। ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না আমায়, আমি আর তোমাকে কাছে থাক্‌তে দেবো না। এইবার তুমি আমার কাছ থেকে দূর হ'য়ে যাও!

অজামিল। কেন—কেন মোহিনী? আমি তোমার কাছে কি অপরাধ কর্‌লুম? উঃ, বুক জ্ব'লে যায়! মোহিনী! আমায় বাঁচাও! উঃ! কি যন্ত্রণা!

মেনকা। ও সব তোমার পাপের সাজা হ'চ্ছে; আমি কি করবো? তুমি এখান থেকে চ'লে যাও। আমি তোমার রোগের সেবা করতে পারবো না। যেটুকু সম্বন্ধ ছিল, চুকে গেছে; এখন তুমি আমার কেউ নও।

অজামিল। সে কি মোহিনী! তুমি কি বল্‌ছো? আমার এই অসময়ে তুমি আমায় দেখবে না? আর আমি যে তোমার জন্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব জলাঞ্জলি দিয়েছি! পিতা মাতা পত্নী পরিত্যাগ করেছি, বন্ধু পুণ্ডরীকের সর্ব্বনাশ করেছি, ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা শিশুহত্যা কিছুই বাদ যায় নি। মোহিনী! মোহিনী! আজ তুমি আমায় তাড়িয়ে দেবে?

মেনকা। এ তো আমাদের ধর্ম্ম! যতদিন অর্থ, সম্বন্ধ ততদিন। যা কিছু দেখিয়েছি—যা কিছু করেছি, সব মুখের—সব ছলনার—সব মিথ্যার, প্রাণের একটুও না। কি করবো, এ যে আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম। তুমি দূর হও!

অজামিল। মোহিনী! সব ভুলে যাচ্ছো? আজ যন্ত্রণা-কাতর অজামিলের দুর্দ্দিন দেখে তুমিও চ'লে যাচ্ছো? উঃ, কি যন্ত্রণা! একটু—একটু শান্তি দাও! আমি যে তোমার পায়ে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি মোহিনী!

মেনকা। কেন দিয়েছিলে? না দিলেই পারতে! তোমার কাছ হ'তে কি জোর ক'রে নিতে পারতুম?

অজামিল। তা হ'লে তো আমি বড় ভুল করেছি! ওঃ, ভগবান! আমি কি করেছি! কাঞ্চনের বিনিময়ে কাচের

প্রয়াসী হয়েছি। মোহিনী! একটীবার—একটীবার আমার বুকে হাত বুলিয়ে দাও! ওঃ, বড় জ্বালা! আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে খাক্ হ'য়ে গেল! এসো—এসো—কাছে এস, পূর্ব্বের মত সেই রকম আদর যত্নে আমায় বক্ষে ধর, আমি সকল জ্বালা ভুলে যাই।

মেনকা। ও মা গো! সোহাগ দেখ একবার! দূর হও—দূর হও, আমি তোমার রোগের সেবা কর্‌তে পার্‌বো না।

অজামিল। মোহিনী!

মেনকা। যাও—যাও! অর্থ নিয়ে এস, তবেই সম্বন্ধ! যেখানে পাও, চুরি-ডাকাতি ফন্দিবাজী ক'রে অর্থ নিয়ে এসো; দেখ্‌বে, আমি তখন তোমায় কত ভালবাস্‌বো।

অজামিল। মোহিনী—

মোহিনী। এ আমাদের ধর্ম্ম: শীগ্‌গির দূর হ'য়ে যাও, নইলে মান থাকবে না।

অজামিল। মোহিনী! মোহিনী! আজ আমি সামর্থ্য-হীন রোগগ্রস্ত; আমার প্রতি এ কি তোমার ব্যবহার! কিন্তু এই অজামিল একদিন তোমারি জন্য স্বহস্তে নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছে—কত হাজার হাজার লোকের মাথা গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে—সৃষ্টির অভিশাপ নির্ব্বিবাদে মাথায় তুলে নিয়েছে! তবু—তবু—

মোহিনী। তবু তুমি আমার কেউ নও। আমাদের আপন ভেবে যারা তাদের সর্ব্বস্ব আমাদের হাতে তুলে

দেয়, তাদের মত মূর্খ আর এ জগতে কেউ নেই; তাদের পরিণাম এই রকমই হয়। এখনো বল্‌ছি, চ'লে যাও—

অজামিল। কোথায় যাবো? জগতে যে আমার আর কেউ নেই! ছিল—একদিন সব ছিল, কিন্তু—কিন্তু সে তো—না—না, এ কি! এ যে ধূধূময় মরুভূমি! ওঃ! ভুলের বশে কি কর্‌লুম! ভগবান!

মেনকা। এখন আর ভগবানকে ডেকে কি কর্‌বে? যাও—যাও! নইলে এখুনি নারাণকে ডাক্‌বো, তোমার ঘাড় ধ'রে তাড়িয়ে দেবে।

অজামিল। রাক্ষসী! কাল-ভুজঙ্গিনী! তোর মোহিনী মূর্ত্তি দেখে, আমি অজ্ঞানের মত তোকে বক্ষে ধারণ ক'রে শান্তিলাভ কর্‌তে গিয়েছিলুম, কিন্তু তোর উগ্র বিষে আজ আমার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত! ব্রাহ্মণ হ'য়ে অপেয় পান, অখাদ্য ভোজন, অসংখ্য অনাচার করেছি, কিন্তু এই তার প্রতি-দান? ওঃ, বুক যে যায়! কি ভীষণ এই শূলবেদনা! ওই—ওই যে শত শত ছিন্ন শির বিকট ব্যাদানে আমায় গ্রাস কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে! ওই যে নরকের দূতগণ ডাঙ্গস নিয়ে আমায় প্রহারে উদ্যত হয়েছে! ওই যে নরককুণ্ড টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুট্‌ছে! ওহো-হো, মোহিনী—

মেনকা। কি, আমার বাড়ীতে ব'সে আমার অপমান! যাও—যাও বল্‌ছি! কি উঠ্‌বে না? যাবে না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি—　　　　　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

অজামিল। মোহিনী! এত নিষ্ঠুর এত হৃদয়হীনা তুমি, অথচ তুমিই আমার সর্ব্বগ্রাসী অনলধারা! ওঃ, মানুষের কি মহাভ্রম! প্রকৃত সুখে বঞ্চিত হ'য়ে বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে পরিণামে আমারই মত লাঞ্ছনা ভোগ করে। ওই—ওই আমার অন্ধ পিতা-মাতা! ওই সতী সাধ্বী রেণুকা! ওই বন্ধু পুণ্ডরীক! ওই—ওই নরকের দূতগুলো অট্টহাস্যে আমায় ধর্‌তে আস্‌ছে! পালাই—পালাই—[উঠিবার চেষ্টা]

ঝাঁটাহস্তে মেনকার প্রবেশ।

মেনকা। দাঁড়াও, দেখি তুমি যাও কি না—[ঝাঁটা প্রহার] যাও—যাও, দূর হও—দূর হও!

অজামিল। মোহিনী! মোহিনী! উঃ—উঃ, আর না আর না! আমার যথেষ্ট হয়েছে—যথেষ্ট হয়েছে!

মেনকা। যাও—যাও বল্‌ছি—[পুনঃ প্রহার]

অজামিল। ও-হো-হো! কুহকিনী—রাক্ষসী! [মূর্চ্ছিত হইল।]

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। এইবার স্বর্গে চ'লে এস মেনকা! আমার আশা পূর্ণ হয়েছে; অজামিলেরও কাল পূর্ণ।

মেনকা। চলুন!

ইন্দ্র। তবে যাবার সময় তোমার স্মৃতির বিভীষিকাটা

জগৎবক্ষে বেশ ক'রে জাগিয়ে দিয়ে যাও, যেন কেউ কখনো বেশ্যার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তার সর্ব্বস্ব হারিয়ে পথে পথে কেঁদে না বেড়ায়।

[মেনকা সহ প্রস্থান।

অজামিল। [সংজ্ঞাপ্রাপ্তে] ওঃ—প্রাণ যায়! মোহিনী! মোহিনী! কোথায় তুমি? উ-হু-হু, কি যন্ত্রণা! পিপাসা—বড় পিপাসা! কেউ কি নেই? না—না, আমার কেউ নেই, কে একটু জল দেয়? বড় পিপাসা—বড় পিপাসা! কে আছ, একটু জল দাও! ওঃ, আগুন—আগুন! আমার চতুর্দ্দিকে নরকাগ্নি দাউ-দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে! ম'লুম—ম'লুম—পুড়ে ম'লুম! একটু জল দাও—বড় পিপাসা! ওরে—ওরে নারায়ণ! একটু জল এনে তোর পিতাকে দে! নারায়ণ—নারায়ণ! না-রা-য়-ণ—

জলপাত্রহস্তে সুফলের প্রবেশ।

সুফল। এই নাও বাবা জল—[জল প্রদান]

অজামিল। [জলপান করিয়া] আঃ—আঃ, বড় স্নিগ্ধ—বড় স্নিগ্ধ! এক লহমায় আমার সকল যন্ত্রণা যে দূর হ'য়ে গেল! নারায়ণ! আয়—আয়, আমার বুকে আয়; সর্ব্বস্ব-হীন অজামিল আজ তোকেই বুকে নিয়ে অনন্ত শান্তিরাজ্যে চ'লে যাক্। [সুফলকে বক্ষে ধারণ] কে—কে তুই? বল্—বল্ নারায়ণ! কে তুই?

সুফল। আমি—আমি—সেই আমি—

[প্রস্থান।

অজামিল। নারায়ণ!—নারায়ণ! [মূর্চ্ছিত হইল।]

চক্রহস্তে নারায়ণের আবির্ভাব।

নারায়ণ। নারায়ণ নামের মাহাত্ম্যে
পাপীজনে করিতে উদ্ধার,
গোলোক বৈকুণ্ঠ ত্যজি
আবির্ভূত হইয়াছি আমি।
অন্তিম শয্যায় যেই জন
আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিবে আমায়,
অমনি আসিব আমি
বরষিতে অমৃতের ধারা।
ভক্ত অজামিল!
চলো সাথে মোর,
দুঃসহ সংসার-জ্বালা
করি পরিহার।

অজামিল। নারায়ণ—নারায়ণ—না-রা-য়-ণ—[মৃত্যু]

নারায়ণ। মুক্ত—মুক্ত তুমি অজামিল!
অন্তকালে একমাত্র নারায়ণ
নাম মোর করি উচ্চারণ।
শত শত নাম মম ঘোষিছে সংসার,

আর এক নাম মোর বাড়িল আবার,
অষ্টোত্তর শত নাম হইল আমার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে থাকিবে রচিত,
পাঠে কি শ্রবণে অনন্ত স্বরগ।
হোক্ আজি প্রচারিত
ভারতের পুণ্য বক্ষে
অজামিল রাখিল আমার নাম
"নারায়ণ—নারায়ণ"।

গীতকণ্ঠে বিষ্ণুদূতগণের প্রবেশ।

বিষ্ণুদূতগণ।—

গীত

নমোঃ নারায়ণ! নমোঃ নারায়ণ! নমোঃ নারায়ণ!
অজামিল রাখিল তোমার নাম দেব নারায়ণ॥

[গাহিতে গাহিতে অজামিলকে লইয়া প্রস্থান

যবনিকা